প্রকাশক—শ্রীকার্তিক চন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবণ, ১৩৫৯

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাল
'শ্রী শশী প্রেস'
১।১এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬।

ভূমিকা

পাণ্ডব কুলপ্রদীপ অভিমন্যুর করুণ কাহিনী অবলম্বনে "বীর অভিমন্যু" নাটক রচিত। কত কবি, কত নাট্যকার এই চিরকরুণ আখ্যায়িকা নিয়া সাহিত্য রচনা করিয়াছেন; বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে তাহা অক্ষয় হইয়া আছে। শৈশবে আমরা হাটে মাঠে ঘাটে অভিমন্যু-পালার গান শুনিয়াছি,—"দাদা, অভি, কোথা যাবি সে ঘোর শ্মশানে ?"—সে গানের মর্ম্মস্পর্শী সুর আজও মনটাকে পাগল করে। আমি বার বার সেই সব নাটকের অভিনয় দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। আমার রচনায় তাঁদের প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। সে জন্য পূর্ব্বাচার্য্য-গণের কাছে ঋণ স্বীকার করিতেছি।

কলিকাতার "নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা" এই নাটক অভিনয়ের জন্য যে আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, সে জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ইতি—

গ্রন্থকার।

প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নাটক

কবি চন্দ্রাবতী

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত। নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। রামায়ণের রচয়িত্রী চন্দ্রাবতীর শোচনীয় জীবনের মর্ম্মস্পর্শী আলেখ্য, ততোধিক মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় গ্রথিত। মনসার পূজারী বংশিদাসের জগতের কল্যাণে আত্ম নিবেদন, মর্ত্তের মানুষের জন্য অমৃতের সাধনা, চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্রের অনাবিল প্রেম, কাসেমের মানব প্রীতির মনোরম আলেখ্য, ভাষার ঐশ্বর্য্যে ও ভাবের মাধুর্য্যে ভরপুর এই নাটক। কেন জয়চন্দ্র ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করলে, কেন হল চন্দ্রাবতী যৌবনে যোগিনী, দয়িতের ডাক এল যখন কোথায় মিলিত হল এই যুগল কবি ? নদীর তলায় ? না স্বর্গের নন্দন কাননে ? মূল্য ২·৭৫ টাকা।

যাদের দেখেনা কেউ

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত। নবরঞ্জন অপেরায় অভিনীত। কাল্পনিক নাটক। বস্তীর মানুষ যারা—পেটে যাদের ভাত নেই, পরণে নেই কাপড়—যম যাদের নিত্য অতিথি, যারা রাজভাণ্ডারে সর্ব্বস্ব ঢেলে দেয়, কিন্তু পায় শুধু কষাঘাত, তাদেরই কান্না ঝরা কাহিনী ! অভাবের জ্বালায় বস্তীর মানুষ গোকুল যাকে বিলিয়ে দিলে, কোথায় গেল তার সে ভাই ? একদিকে তার রাজসিংহাসন, অন্যদিকে বস্তির ডাক !! বস্তীতে আর রাজপ্রাসাদে সঙ্ঘর্ষ, ভগ্নী-অন্ত-প্রাণ গৌতমের আত্মবলি, জনতার জয়—পশুশক্তির পরাভব ! এমনি পাঁচ ফুলের অপূর্ব্ব সাজি "যাদের দেখে না কেউ।" মূল্য ২·৭৫ টাকা।

রাজা দেবিদাস

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত। নট্ট কোম্পানির বিজয়শঙ্খ। দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক। ছাতকের রাজা দেবিদাস রায়ের দেশপ্রেম, ইসলাম ও সোফিয়ার রাজভক্তি, কার্ত্তিক রায় ও দায়ুদ খাঁর মহানুভবতা, শিখিধ্বজের বিশ্বাস-ঘাতকতা, সোলেমান কররাণীর ক্রূর ষড়যন্ত্রের জীবন্ত আলেখ্য, এতবড় একজন যোদ্ধা কি করিয়া ঘরভেদী বিভীষণের চক্রান্তে রাজ্যহারা সর্ব্বহারা হইয়া শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারই অশ্রুসিক্ত কাহিনী পাঠ করুন। মূল্য ২·৭৫

ছিন্নতার

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ বি-টি প্রণীত। অম্বিকা নাট্য কোম্পানির যশের হিমালয়। দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক। দুর্দ্ধর্ষ মারাঠারাজ শিবাজীর সহিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের লোমহর্ষণ যুদ্ধ। তেজস্বিনী রাণী সাবিত্রীবাঈ, মাতৃভক্ত যুবরাজ কিঙ্কর, শয়তান মাথুজী, ভাগ্যহীনা কুন্তলী আর রাজর্ষি শিবাজী—এই পাঁচ ফুলে কি অপূর্ব্ব সাজি প্রস্তুত হইয়াছে, দেখিয়া তৃপ্ত হউন। মূল্য ২·৭৫ টাকা।

অশেষ-স্নেহনিলয়া দুহিতৃপ্রতিমা

শ্রীমতী রঞ্জিতা দে'র করকমলে—

স্বর্গ হতে এলে তুমি সব দেবতার আশিষ নিয়া,
লক্ষ্মীরূপে আমার ঘরে মায়াময়ি কল্যাণীয়া।
পাকা চুলে সিঁদুর পর, শঙ্খবলয় বজ্র হোক,
সুখে থাকো, সুখে রাখো, ধরায় আন স্বর্গালোক

—বাবা—

প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নাটক

রামরাজ্য শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দের বিস্ময়কর পৌরাণিক নাটক। ধৃতিশ্রী নাট্যশিল্পম্ ও অম্বিকা নাট্য কোম্পানির বিজয় স্তম্ভ। অশ্রু নির্ঝ'র রামায়ণের এক বিস্মৃত শোকগাঁথার নাট্যরূপায়ণ। ধনীদরিদ্রের চিরন্তন দ্বন্দ্বের আদি পীঠস্থান দণ্ডকারণ্যে করুণার অবতার রামচন্দ্র ও ভ্রষ্ট প্রতিভাধর শম্বুকের লোকক্ষয়ী সংগ্রাম, নিন্দুকেরা জানে, শম্বুক বধ রামের অনপণীয় কলঙ্ক। তারা জানে না, রামরাজত্বের এ এক গৌরবময় অধ্যায়। দুঃখের ভারে যদি আপনি ভারাক্রান্ত হন,—সস্ত্রীক সাতকড়িকে দেখুন; শূদ্র নারীর গঙ্গাজলে ধোয়া মনের খবর যদি না জানেন, তুঙ্গভদ্রার কথা শুনুন; ত্যাগ বৈরাগ্য প্রেমের যজ্ঞভাগ যদি চান—আসুন শম্বূকের কারাগারে। যা দেখেন নি, তা দেখবেন; যা শোনেন নি, তা শুনবেন। মূল্য ২·৭৫ টাকা।

বাঙালী বা **শেষ নমাজ**। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত। আর্য্য অপেরা ও নব রঞ্জন অপেরার বিজয় পতাকা। দেশাত্ব-বোধক ঐতিহাসিক নাটক। বাংলার শেষ পাঠান নবাব দায়ুদ খাঁর চমকপ্রদ কাহিনী সুনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত। নবাবের সমদর্শী বিচার, মোবারকের মহা-প্রাণতা, আলি মনসুরের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ছবির চোখের জল মিশিয়া কি অপূর্ব্ব নাট্য-সম্ভার রচনা করিয়াছে, অভিনয় করিয়া ও পড়িয়া তৃপ্ত হউন। মূল্য ২·৭৫।

বাংলার বধূ শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত। অম্বিকা নট্ট কোম্পানির কোহিনুর-মণি। ঐতিহাসিক নাটক। বাংলার বধূ বুকে তার মধু নয়নে নীরব ভাষা! তাই কি তার জীবন খেয়ালী বিধাতার খেয়াল-খেলাঘরের সামগ্রী? পতি দেবতার পায়ে অর্ঘ্য দিল তার ফুলের মত জীবন। কার অভিশাপ স্বামীর বিরূপতায় সে জীবন-পুষ্প শুকিয়ে গেল? শেষ পর্য্যন্ত কি ব্যর্থ হোল সতী-সাধ্বীর জীবনতপস্যা? এর উত্তর কি দেবে নির্ব্বাক অদৃষ্ট? মূল্য ২·৭৫ টাকা।

শয়তানের চর শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত। অম্বিকা নাট্য কোম্পানিতে অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। কে শয়তানের চর? চণ্ডীপ্রসাদ, প্রাণবল্লভ, কানন না বেণী পণ্ডিত? বাখর খাঁর সঙ্গে পাঠকও খুঁজিয়া খুঁজিয়া হায়রাণ হইবেন। এলোকেশী পাগলী মেয়ে টগরকে যদি দেখতে চান, বসির খাঁর মহত্বে যদি অবগাহন করিতে চান, দস্যুহস্তে সর্ব্বহারা গামছাপরা শালাভগ্নীপতির আলাপ শুনিয়া হাসিয়া যদি খুন হইতে চান,—পাঠ করুন রহস্যঘন নাটক এই শয়তানের চর। মূল্য ২·৭৫।

পরিচয়

—পুরুষ—

শিব			
শ্রীকৃষ্ণ	...	...	দ্বারকাপতি।
যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন	...	...	পাণ্ডব ভ্রাতৃগণ।
অভিমন্যু	...	...	অর্জ্জুনের পুত্র।
দুর্য্যোধন	...	...	হস্তিনার রাজা।
দুঃশাসন	...	...	ঐ ভ্রাতা।
যুযুৎসু	...	...	ঐ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
দ্রোণাচার্য্য	...	...	কৌরব-সেনানী।
শকুনি	...	...	কৌরবগণের মাতুল।
জয়দ্রথ	...	...	দুঃশলার স্বামী।
উলূক	...	...	শকুনির পুত্র।

গীতা, প্রভঞ্জন ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

দ্রৌপদী	...	...	পাণ্ডব-পত্নী।
সুভদ্রা	...	...	অর্জ্জুনের স্ত্রী।
উত্তরা	...	...	ঐ পুত্রবধূ।
দুঃশলা	...	...	জয়দ্রথের স্ত্রী।

প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীগণ

শ্রীকৃষ্ণ	শ্রীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও সনৎবসু।
যুধিষ্ঠির	শ্রীপুলিন স্বর্ণকার।
ভীম	শ্রীরঞ্জন চন্দ্র।
অর্জ্জুন	শ্রীননী চক্রবর্ত্তী।
শকুনি	শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ।
দুর্যোধন	শ্রীরূপকুমার ভট্টাচার্য্য, বিজয় ভদ্র ও পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।
দুঃশাসন	শ্রীমণিময় চট্টোপাধ্যায়।
জয়দ্রথ	শ্রীমধু মল্লিক।
দ্রোণাচার্য্য	শ্রীবিজয় ভদ্র ও অমূল্য ভট্টাচার্য্য।
উলূক	শ্রীশিব ভট্টাচার্য্য।
যুযুৎসু	শ্রীবিজন মুখার্জ্জি ও গৌর অধিকারী।
বিদুর	শ্রীরাধাশ্যাম নন্দী।
পবনদেব	শ্রীঅমল কুমার।
অভিমন্যু	শ্রীঅজিত সাহা ও শান্তি গোপাল।
দ্রৌপদী	বীণা ঘোষ ও কুমারী কল্পনা।
উত্তরা	জনার্দ্দন।
সুভদ্রা	দেবকুমার।
দুঃশলা	পুতুলরাণী।

বীর অভিমন্যু

সূচনা।

হিমাচল,—মহারণ্য।

গৈরিকবসন পরিহিত জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়দ্রথ। কতদিনে দিবে দেখা পিনাকি শঙ্কর?
শ্রবণ কি বধির তোমার?
শোন না কি ভকতের আকুল আহ্বান?
বিজন বিপিনে দ্বাদশ বৎসর ধরি
করিলাম তপ।
শিরোপরি বয়ে গেল বরিষার ধারা,
শত সূর্য্য অগ্নিবাণ করিল বর্ষণ,
অর্দ্ধাহারে অনাহারে
যাপিলাম কত শত দিবস শর্ব্বরী,
তবু কি হবে না দয়া,
সাধনার তরী মোর পশিবে না কূলে?
তাই যদি হয়, হে শঙ্কর,
থাক তুমি কৈলাসে আসীন,
অনাহারে ছার প্রাণ দিব বিসর্জন
[যোগাসনে উপবেশন]

গীতকণ্ঠে মায়াসঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

মায়াসঙ্গিনীগণ। **গীত।**

ফিরে যা তুই পথভোলা!
ঘরে তোর বইছে মলয়, ফুটেছে ফুল,
বসন্ত তায় দেয় দোলা!

জয়দ্রথ। আঃ—দূর হও কুহকিনীর দল।

মায়াসঙ্গিনীগণ। **পূর্ব্বগীতাংশ।**

প্রিয়ার চোখে বান ডেকেছে, স্বজনের নাই ঘুম,
মুছে গেছে ছেলের মুখের হাসির কুঙ্কুম;

জয়দ্রথ। যাক্।

মায়াসঙ্গিনীগণ। **পূর্ব্বগীতাংশ।**

ফেলে দে তুই জপের মালা, আস্‌ছে যে ঝড়, ছুটে পালা;
চাইলি যা তুই, পাবি না রে, করলি শুধুই জল ঘোলা!

জয়দ্রথ। যাও যাও, শঙ্কর যদি না আসেন, আমি তাঁর নাম নিয়ে এই যোগাসনে অনাহারে শুকিয়ে মরব, জানিয়ে যাব বিশ্ববাসীকে দেবাদিদেবের মহিমা!

[মায়াসঙ্গিনীগণের প্রস্থান।

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং—

গীতকণ্ঠে প্রভঞ্জনের প্রবেশ।

প্রভঞ্জন। **গীত।**

যম কি তোরে ধরল চুলে, অকালে তুই মরিস না,
পালিয়ে যা, সুধা বলে মাকাল হাতে ধরিস না।

উড়িয়ে নেব পাহাড় চূড়ে, আকাশপানে দেব ছুঁড়ে
চূর্ণ হয়ে মিশবি ধুলায় বাঁচার আশা করিস না।
ভাং খেয়ে শিব গেছে মরে, কি হবে তার নামটি করে;
শিবকে ভজে শব হবি তুই, ভাঙড় ভোলায় বরিস্ না।

জয়দ্রথ। চিনেছি তোমায় পবনদেব। ভীম তোমার আত্মজ, পাণ্ডবেরা তোমার পরমাত্মীয়। তাদের ধ্বংসের জন্তই আমার এ শিবারাধনা। তুমি ত বাধা দিতে আসবেই। একা এলে কেন প্রভঞ্জন? ধর্ম্মরাজকে নিয়ে এস যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করতে, দেবরাজ ইন্দ্রকে ডাক অর্জ্জুনকে বর্ম্ম পরিয়ে দিতে, অশ্বিনীকুমারদের সংবাদ দাও নকুল সহদেবকে পালক ঢাকা দিয়ে রাখতে।

প্রভঞ্জন। মূর্খ তুমি জয়দ্রথ। পাণ্ডবদের ধ্বংস করতে তেত্রিশ কোটি দেবতাও অক্ষম। যদি বাঁচতে চাও, দ্রৌপদীর পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা কর গে যাও; নইলে যার আদেশে তুমি তাকে অপমান করেছ, তোমার সেই অন্নদাতা দুর্য্যোধনের আগেই তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

জয়দ্রথ। যাও প্রভঞ্জন, যাও। তেত্রিশ কোটি দেবতা বরাভয় নিয়ে ছুটে এলেও তোমার পুত্র ভীমকে রক্ষা করতে পারবে না। আগে পাণ্ডবদের ধ্বংস করি, তারপর পবনদেব, তোমার উনপঞ্চাশটি ডানা আমি সমূলে ছেদন করব।

জয়দ্রথ। [উপবেশন]

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং
পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং

পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতম্ অমরগণৈঃ
ব্যাঘ্র কৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং
পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।
[চারিদিকে ডমরুধ্বনি]

শিবের আবির্ভাব।

শিব। জয়দ্রথ!

জয়দ্রথ। কে? দশদিক দীপ্ত করি
রূপের আভায়,
উজ্জ্বল রজতকান্তি কৃত্তিবাস
কে তুমি সম্মুখে মোর?

শিব আরাধ্য তোমার আমি
পিনাকী শঙ্কর।
তুষ্ট আমি তপস্যায় তব।
বর নাও সিন্ধুরাজ।

জয়দ্রথ। ভোলানাথ, অন্তর্যামী তুমি,
জান মোর অন্তরের ভাষা।
পাণ্ডবের অপমানে দগ্ধ হৃদি মোর।
দেবে যদি এই বর দাও,
পাণ্ডব অজেয় যেন হই আমি দেব।
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন পঞ্চভ্রাতা সব
মোর হাতে চূর্ণ হবে, এই মোর
একমাত্র কাম্য মহেশ্বর।

শিব। 　　ধর্ম্মের আশ্রিত তারা পাণ্ডব-নন্দন,
অজেয় অবধ্য তারা বিশ্ব চরাচরে।
ত্যজ বৎস তাহাদের ধ্বংসের কামনা।
অন্য বর মাগ সিন্ধুরাজ।

জয়দ্রথ। 　　না বিশ্বম্ভর, অন্য বরে কিছু
মোর নাহি প্রয়োজন।

শিব। 　　যদি চাও, ধরণীর একচ্ছত্র অধিকার
পাবে তুমি রাজা।

জয়দ্রথ। 　　নহি আমি মহামানী দুর্য্যোধন,
নাহি মোর একশত ভাই।
এক পত্নী, এক পুত্র—সিন্ধুরাজ্য
জন্মসূত্রে করিয়াছি লাভ।
ধরণীর আধিপত্যে নাহি মোর
কোন প্রয়োজন। চাহি শুধু
একমাত্র বর,—পঞ্চভ্রাতা পাণ্ডবের
আমি হব অজেয় সংসারে।

শিব। 　　হেন বর আমি কভু
পারিব না দিতে।

জয়দ্রথ। 　　যাও তবে মহেশ্বর, নাহি চাই বর।
[ঘুরিয়া বসিল] ওঁ শিবায়, ওঁ শিবায়,—
[শিব সম্মুখে আসিলেন]

শিব। 　　শোন রে অজ্ঞান।
কোন দোষে দোষী নয় পাণ্ডুপুত্রগণ।
স্কন্ধে তব চেপেছিল দুষ্টা সরস্বতী,

তাই অকারণ কৃষ্ণসখী দ্রৌপদীরে
করেছিলে অপমান।
অপমান প্রাপ্য ছিল তব।
ভুলে যাও হিতৈষীর স্নেহের শাসন।
বর নাও জয়দ্রথ;
পার্থ ছাড়া পাণ্ডবের হবে তুমি
অজেয় সংসারে।

জয়দ্রথ। বর নিয়ে ফিরে যাও দেব দিগম্বর!
হেন বরে কাজ নাই মোর।
[ঘুরিয়া বসিল] নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়।

শিব। [সম্মুখে আসিয়া]
অবুঝ হয়ো না বৎস।
দিনু বর, একমাত্র পার্থ ছাড়া
সবার অজেয় হবে তুমি সিন্ধুরাজ।
বিশেষতঃ মধ্যম পাণ্ডব ভীম
শিশুসম হীনবল হবে তব করে।

জয়দ্রথ। তবু কিছু অনুগ্রহ দেখালে শঙ্কর;
দেবতার আত্মীয় পাণ্ডব,
তাহাদের অশুভ কল্পনা
দেবতার বক্ষে দেখি শেলসম বাজে।
কিন্তু মহেশ্বর,
ধনঞ্জয় বিনা পাণ্ডবের পরাজয়ে
কতটুকু সুখ? হেন বরে কাজ নাই মোর।
[ঘুরিয়া বসিল]

শিব ।　　[সম্মুখে আসিয়া]
ত্যজ ক্ষোভ ধনুর্দ্ধর ।
লাঞ্ছনা তোমার করিয়াছে ভীম ধনঞ্জয় ।
পরাজিত হবে ভীম তোমার প্রতাপে ।
ধনঞ্জয় কৃষ্ণসখা অজেয় জগতে ।
নিজে আমি পরাজিত অর্জ্জুনের পাশে ।
নাহি ভয়,—অর্জ্জুন তনয় অভিমন্যু
পিতৃসম বীর্য্যবান্ ! দিনু বর,
তুমি হবে রণে তার মৃত্যুর কারণ ।
পুত্রশোকে জীবন্মৃত হবে ধনঞ্জয় ।
আরও নাও ধনুর্দ্ধর এ লৌহবলয় ।
যার নাবী এ বলয় করিবে ধারণ,
মৃত্যু তার রবে বহুদূরে । এইবার হাসিমুখে
চলে যাও হস্তিনা নগরে ।

জয়দ্রথ ।　　প্রণাম চরণে আশুতোষ ।
পরিতুষ্ট কিঙ্কর তোমার,
দেহ বর, ফিরে যাই আপন আবাসে ।

শিব ।　　স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি । [অন্তর্দ্ধান]

জয়দ্রথ ।　　সাধনার তরী আজ পশিয়াছে কূলে ।
ধ্বংস হ'ক, চূর্ণ হ'ক পাণ্ডবের কুল ।

[প্রস্থান ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হস্তিনার প্রাসাদ।

দুঃশাসন ও দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ।

দুঃশাসন। ছি ছি ছি, আপনারা এতগুলো দিকপাল যার সহায়, উত্তর গোগৃহে তার এই শোচনীয় পরাজয়! একা বৃহন্নলা দ্রোণ কর্ণ কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা সবাইকে দলে চষে দিয়ে গোধন উদ্ধার করে নিয়ে গেল? এ পরাজয়ের চেয়ে যে মৃত্যুই ভাল ছিল।

দ্রোণাচার্য্য। মৃত্যুর কি এখনও বাকি আছে দুঃশাসন? মহামানী দুর্য্যোধনের এতগুলো দিকপাল সেনানী আমরা, আমরা যখন পরের গরু চুরি করতে হাত বাড়িয়েছি, তখনই আমাদের মৃত্যু হয়েছে।

দুঃশাসন। কি বলছেন আপনি পাগলের মত?

দ্রোণাচার্য্য। পাগলের মত নয়। সত্যি সত্যি আমরা পাগল হয়েছি, নইলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে গরু চুরি করতে যাব কেন? পরম যত্নে অস্ত্রচালনা শিক্ষা করেছিলাম, সে শিক্ষা দিয়ে যে গরুচুরি করতে হবে, তা জানতুম না।

দুঃশাসন। কি আপনি বারবার গরু চুরি গরু চুরি কচ্ছেন? গোধনহরণ ক্ষত্রিয়ের শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্ম।

দ্রোণাচার্য্য। হস্তিনার রাজপ্রাসাদে এসে অনেক ধর্ম্ম দেখলাম দুঃশাসন। রজঃস্বলা ভ্রাতৃবধূকে কেশাকর্ষণ করে রাজসভায় নিয়ে

আসা,—এও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, মাতৃসমা পুরনারীকে উরু প্রদর্শন করা —এও শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্ম!

দুঃশাসন। একি আচার্য্য? আপনি সম্রাটের কাজের সমালোচনা কচ্ছেন? তিনি শুনতে পেলে আপনার কাঁধে মাথা থাকবে না যে।

দ্রোণাচার্য্য। মাথার আশা আর করি না দুঃশাসন। এত ক্লেশ সহ্য করেও পাণ্ডবেরা যখন জীবিত আছে, তখন আমাদের মাথা ত যাবেই, তোমাদের একশো মাথাও হাওয়ায় উড়ে যাবে।

দুঃশাসন। তাহলে আপনাদের মাসে মাসে বেতন দেওয়া হয় কিসের জন্য? আমাদের মাথাগুলো হাওয়ায় উড়িয়ে দেবার জন্য? সাবধান আচার্য্য, নুন খেয়েছেন যখন, কড়ায় গণ্ডায় তার দাম দিতে হবে।

দ্রোণাচার্য্য। তোমার কি তাতে সন্দেহ আছে?

দুঃশাসন। সন্দেহ না হবে কেন আচার্য্য? সেদিন বৃহন্নলার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে আপনার অস্ত্র মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়ছিল কেন?

দ্রোণাচার্য্য। বিস্ময়ে দুঃশাসন! কোন মানুষ যে এমনি করে অস্ত্রচালনা করতে পারে, এ আমার জানা ছিল না। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে ওই ক্লীবকে গিয়ে আমি আলিঙ্গন করি।

দুঃশাসন। করলেন না কেন?

দ্রোণাচার্য্য। ওই নুনের দায়ে। মনে হল,—আমি তোমাদের অন্নদাস। দাসত্ব যখন গ্রহণ করেছি, প্রতিদান দিতেই হবে; এ জীবনে আর মুক্তি নেই। নইলে যাজ্ঞসেনীকে তুমি যখন কেশাকর্ষণ করে রাজসভায় নিয়ে এসেছিলে, তখন দ্রোণাচার্য্য রাজসভায় নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকত না।

দুঃশাসন। কি করতেন? মাথাটা নামিয়ে দিতেন?

দ্রোণাচার্য্য। না; তোমার ওই কলঙ্কিত হাতখানা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতাম।

যুযুৎসুর প্রবেশ।

যুযুৎসু। দুঃখ করবেন না আচার্য্যদেব। হাতখানা রয়ে গেল বটে, কিন্তু বুকের রক্ত এক ফোঁটাও থাকবে না।

দুঃশাসন। যুযুৎসু!

যুযুৎসু। আর যুযুৎসু! দেখে এলাম মেজদা, বারো বছর পরেও ভীমসেনের চোখে তেমনি আগুন জ্বলছে যেমন জ্বলেছিল সেই পাশা খেলার দিন, যখন সে প্রতিজ্ঞা করেছিল,—"দুঃশাসনের বুকের রক্তে আমি দ্রৌপদীর মুক্ত বেণী বাঁধব।" ঘুমের ঘোরে এখনও সে চীৎকার করে ওঠে 'দুর্য্যোধন দুঃশাসন' বলে। দেখে এলাম মেজদা, যাজ্ঞসেনীর মুক্ত বেণী আজও তেমনি বাতাসে উড়ছে।

দুঃশাসন। দেখে এলি কি রকম?

যুযুৎসু। কেন, দেখতে আপত্তি আছে?

দুঃশাসন। আরে মূর্খ, কোথা থেকে এলি তুই?

যুযুৎসু। আরে পণ্ডিত, বিরাট নগর থেকে এলুম।

দ্রোণাচার্য্য। তুমি বিরাট নগরে গিয়েছিলে?

যুযুৎসু। যাব না? বিরাট রাজকন্যার সঙ্গে আমাদের অভিমন্যুর বিয়ে। স্বয়ং ধর্ম্মরাজ আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন, জ্ঞাতি বলে কথা, না গিয়ে উপায় আছে?

দুঃশাসন। এ তুই বল্‌ছিস্‌ কি যুযুৎসু? পাণ্ডবদের বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এলি তুই—সম্রাট দুর্য্যোধনের বৈমাত্রেয় ভাই?

যুযুৎসু। আমিই ত বরকর্ত্তা। বিরাট রাজের ছেলে উত্তর আদর অভ্যর্থনার একটু ত্রুটি করেছিল। আমি তাকে এক ধমক দিয়ে বললুম,—"সাবধান, বরযাত্রীদের অসম্মান হলে আমিও বর নিয়ে চলে যাব।"

দুঃশাসন। শুনছেন আচার্য্য? রাজবংশে এমন মূর্খ আর একজনও দেখেছেন?

দ্রোণাচার্য্য। না দুঃশাসন! তোমরা সবাই যদি এমনি মূর্খ হতে, তাহলে পাণ্ডবেরা তোমাদের পর হয়ে যেত না; কৌরব পাণ্ডব একশো পাঁচ ভাই মিলে মাটির পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করতে পারতে। কিন্তু তা হবে না। সবাই মূর্খ হলেও একটা পণ্ডিত নিশ্চয়ই থাকবে। তার নাম দুঃশাসন।

[প্রস্থান।

দুঃশাসন। এত লোক মরে, তোর কি মরণ হয় না?

যুযুৎসু। তোমার মরণ না দেখে হবে না।

দুঃশাসন। কার কথায় তুই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলি?

যুযুৎসু। কথা ত কেউ বললে না। সবাইকে জিজ্ঞাসা করলুম, —"যাব?" পিতা নিঃশ্বাস ফেললেন, বড়দা ড্যাব ড্যাব করে চাইলে, মামা দাঁত বার করে টাকে হাত বুলোতে লাগল, বড়মা'র কাছে গিয়ে দেখলুম,—অঝোর ঝরে কাঁদছেন।

দুঃশাসন। আর অমনি তুমি বরকর্ত্তা হতে ছুটে গেলে। তোকে আমি হত্যা করব।

যুযুৎসু। দুদিন পরেই করো। দ্রৌপদীর বেণী বাঁধাটা দেখে যাই। ভগবান্ দুটো চোখ দিয়েছেন; সে চোখ দিয়ে শুধু দেখেছি ধর্ম্মের লাঞ্ছনা, নারীর অপমান, মাতৃসমা ভ্রাতৃবধূর কেশাকর্ষণ;

দুঃশাসনের রক্তপান ত দেখি নি, দ্রৌপদীর মুক্তবেণী যুক্ত হতে ত দেখি নি। দেখে চোখ জুড়োবে বলে সমগ্র পৃথিবী রুদ্ধশ্বাসে সেদিনের অপেক্ষা কচ্ছে। সেদিন কি এল মেজদা?

দুঃশাসন। এসেছে 'তোর' মৃত্যুর দিন।

যুযুৎসু। তাই ত গা'টা ছমছম কচ্ছে। মৃত্যুটা কি তুমি দেবে, না সম্রাট দেবেন?

দুঃশাসন। যাচ্ছি আমি দাদার কাছে। এতবড় স্পর্দ্ধা তোর, তুই আমাদের এতবড় শক্রর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেয়ে এলি কুলাঙ্গার?

যুযুৎসু। তুমি চটছ কেন কুলপ্রদীপ? শক্র হলেও জ্ঞাতি ত।

দুঃশাসন। জ্ঞাতি মরুক।

যুযুৎসু। সে আশা খুব কম। ভীমের কথা ত ছেড়েই দাও, সে ত নররাক্ষস বললেই হয়। অর্জ্জুনের ছেলে অভিমন্যুকে দেখেছ? যেমন চেহারা, তেমনি বীর; তোমার মত বীরপুরুষকে সে তুলে আছাড় মারতে পারে।

দুঃশাসন। থামো।

যুযুৎসু। বৌমাটি যা হয়েছে—চৎমকার। যেমন মিষ্টি স্বভাব, তেমনি মিষ্টি গান!

দুঃশাসন। গানও শুনে এসেছ?

যুযুৎসু। না শুনিয়ে কি ছাড়লে? আহা, কাণে যেন মধু ঢেলে দিলে। "চরণে তোমার নিয়েছি শরণ, আর কি আমার ভয়,"—

দুঃশাসন। অপেক্ষা কর, আমি দাদাকে বলে তোমার শূলের ব্যবস্থা কচ্ছি। [প্রস্থান।

যুযুৎসু। কুলবধূর বস্ত্র হরণ করে তুমি হলে কুলপাবন আর

আমি জ্ঞাতির বিবাহে যোগ দিয়ে হলাম কুলাঙ্গার! বেঁচে থাক ভাই কুলপাবন,—এমনি করে দিনের পর দিন তুমি নারীর বস্ত্র হরণ করে বাপ মার মুখোজ্জ্বল কর।

দুঃশলার প্রবেশ।

দুঃশলা। কে এখানে? যুযুৎসু?

যুযুৎসু। এস দিদি এস। একা এলে নাকি? তিনি কোথায়, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ?

দুঃশলা। আমিও ত সেইকথাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি। কোথায় তিনি? আজ বারো বছর লোকটা তোমাদের বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, আর তোমরা তার কোন সন্ধান রাখ না? দশবার আমি দূত পাঠিয়েছি, একবারও কোন সদুত্তর পাই নি। আমি এখন কি করব বল।

যুযুৎসু। আমার কথা যদি শোন ত বলি।

দুঃশলা। কি কথা, বল।

যুযুৎসু। কথাটা হচ্ছে, তুমি সিঁদূরটুকু মুছে ফেল, আর হাতের নোয়া আস্তাকুড়ে ফেলে দাও।

দুঃশলা। কি তুমি অলক্ষুণে কথা বলছ?

যুযুৎসু। লক্ষুণে কথা থাকলে ত বলব? বারো বছর যার খোঁজ নেই, তার কথা আবার জিজ্ঞেস করতে হয়? সে নির্ঘাৎ অক্কা পেয়ে বসে আছে।

দুঃশলা। যুযুৎসু!

যুযুৎসু। আরে বাবা, তুই আর্ত্তনাদ কচ্ছিস্ কেন? অমন সোয়ামী যত শীগ্‌গির যায়, ততই ভাল।

দুঃশলা। লজ্জা করে না তোমাদের এ কথা বলতে? কুলনারীর বস্ত্র হরণ কর তোমরা, তোমাদের মত অসভ্য অভদ্র পশুর মুখেই পরের নিন্দা শোভা পায়। আমার স্বামী আর যাই হক, তোমাদের মত লম্পট নয়।

যুযুৎসু। আরে দাদা, আমরা লম্পট হলেও বউ ছেলে ফেলে চম্পট ত দিই না।

দুঃশলা। যাচ্ছি আমি বড়দার কাছে। যদি তাঁর সন্ধান না পাই, বাড়ীতে আমি আগুন ধরিয়ে দেব।

যুযুৎসু। অমনি গেলে হবে না। একটা ঝাঁটা নিয়ে যাও। ঝাঁটা উঁচিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর, এত লোক থাকতে কেন তিনি তোমার স্বামীকে পাঠিয়েছিলেন দ্রৌপদী হরণ করতে।

দুঃশলা। দ্রৌপদী হরণ!

যুযুৎসু। অবাকবদন হয়ে চেয়ে রইলে যে! শোন নি বুঝি? পাণ্ডবেরা যখন কাম্যকবনে ছিল, তখন তোমার স্বামী দ্রৌপদীকে একা পেয়ে রথে তুলে দে হাওয়া।

দুঃশলা। তারপব?

যুযুৎসু। তারপর ভীমার্জ্জুন এসে মেরে তক্তা বানিয়ে দিলে। সেই তক্তা নিয়ে সেই যে কোথায় চলে গেছে, আর পাত্তাই নেই। খুব সম্ভব গলায় দড়ি দিয়েছে।

দুঃশলা। এ রকম ত সে ছিল না। তোমরা পশুর দলই তাকে পশু বানিয়েছ। আমি তোমাদের সবাইয়ের বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দেব।

যুযুৎসু। সে জন্যে ভীমসেন আছে, তোমায় কিছু করতে হবে না। বড় ভাইয়ের বউকে যে উরু দেখায়, শাস্তি তার হবেই, কিন্তু

আমি তা দেখে যেতে পাব না, কারণ আগে আমাদেরই মরতে হবে। যদি পারিস দিদি, ওই উরুটার উপরে একখানা ঝাঁটা—

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। এ সব কি শুনছি যুযুৎসু? তুমি নাকি অভিমন্যুর বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলে? এত সাহস তোমার কি করে হল?

যুযুৎসু। আমি মহামানী দুর্য্যোধনের ভাই, সাহস আমার হবে না ত হবে কার? যে মহাবীর দুর্য্যোধন পিতামহ ভীষ্মকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়, গুরু দ্রোণাচার্য্যের চোখের উপরে বীরদর্পে পাঞ্চালীকে উরু প্রদর্শন করে,—

দুর্য্যোধন। যুযুৎসু!

যুযুৎসু। বৈমাত্রেয় হলেও আমি সেই রাজা দুর্য্যোধনের ভাই; যা কেউ করে না, আমি তাই করি। তাতে জাতও যায় না, মানও যায় না। [প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। আমি এই মূর্খটাকে কারারুদ্ধ করব।

দুঃশলা। কেন দাদা, অন্যায় ত কিছু করে নি।

দুর্য্যোধন। কে? দুঃশলা?

দুঃশাসন। যত শত্রুতাই থাক তোমাদের পাণ্ডবদের সঙ্গে, তা বলে তোমাদের বংশের প্রদীপ অভিমন্যু, তাঁর বিবাহে তোমরা যাবে না? আমারও নিমন্ত্রণ হয়েছিল দাদা। আমি যেতে পারি নি, কিন্তু আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

দুর্য্যোধন। দুঃশলা! আমি যে কি করব, তোমাদের—তাই ভেবে পাচ্ছি না।

দুঃশলা। যা করতে হয়, তোমার ভাইকে কর, আমাকে নয়। মহামানি দুর্য্যোধন, আমাকে চোখ রাঙাবে তখন, যখন সিন্ধুরাজ্যের রাজস্ব বাকি পড়বে।

দুর্য্যোধন। এ আমি কি শুনছি? তুমি কি সেই দুঃশলা?

দুঃশলা। হ্যাঁ, আমি সেই দুঃশলা যার সরল নির্ব্বোধ স্বামীকে তুমি টেনে নরকে নামিয়েছ।

দুর্য্যোধন। আমি নরকে নামিয়েছি জয়দ্রথকে?

শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। ছি ছি ছি, এ সব কি কথা মা? জয়দ্রথ হচ্ছে আমাদের—

দুঃশলা। থামুন। আমার কথা রাজার সঙ্গে, তাঁর অন্নদাস চাটুকার মাতুলের সঙ্গে নয়।

শকুনি। মা'র আমার সব ভাল, মন্দ শুধু এই রাগটা—হেঃ হেঃ হেঃ। শিব শম্ভু, শিব শম্ভু।

দুঃশলা। উত্তর দাও দাদা। এত লোক থাকতে তুমি দ্রৌপদী হরণ করতে আমার স্বামীকে পাঠিয়েছিলে কেন?

দুর্য্যোধন। এ রাজনীতি তুমি বুঝবে না বোন।

শকুনি। শত্রুতা যদি থাকে, সে পাণ্ডবদের সঙ্গে। তাবলে কুলবধূ পাঞ্চালী তাদের সঙ্গে বনে বনে ঘুরবে, একি কখনও হতে পারে?

দুর্য্যোধন। আমি যদি তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনবার জন্য জয়দ্রথকে পাঠিয়ে থাকি, সেকি আমার এতই অপরাধ?

শকুনি। আর ভুল বুঝে ভীমার্জ্জুন যদি তাকে প্রহার করে থাকে, সেও ত বাবাজীর দোষ নয় মা। সব দোষ ওই পাণ্ডবদের।

জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়দ্রথ। আমি তাদের মৃত্যুবাণ নিয়ে এসেছি রাজা।

দুর্য্যোধন। একি, জয়দ্রথ? এতদিন পরে সত্যই তুমি এলে?

শকুনি। আসবে আসবে, ও ত আমি জানি। শিবের মাথায় একশো আটটি সোনার বিল্বপত্র চাপিয়েছি, সে কি বৃথা যেতে পারে?

দুঃশলা। কোথা থেকে এলে? কোথায় ছিলে এতদিন?

জয়দ্রথ। হিমালয়ের দুর্গম অরণ্যে দ্বাদশ বৎসর শিবের আরাধনা করে আমি সিদ্ধিলাভ করে এসেছি দুঃশলা।

দুর্য্যোধন। ধন্য তুমি সিন্ধুরাজ, ধন্য আমরা তোমার আত্মীয় পরিজন।

শকুনি। যাও মা যাও, তোমার মাকে ডাক, পিতাকে সংবাদ দাও, দুঃশাসন কর্ণ বিকর্ণ সবাইকে ডেকে আন। হ্যাঁ হে বাবাজি, সিদ্ধিলাভ করে বরটর কিছু পেয়েছ ত?

দুঃশলা। কি বর এনেছ বল। পৃথিবী শস্যশালিনী হক, মানুষে মানুষে হানাহানি বন্ধ হক, কৌরবপাণ্ডব একশত পাঁচ ভাই মিলে পৃথিবীতে নন্দন কানন প্রতিষ্ঠা করুক, এই বর ত?

শকুনি। হেঃ হেঃ হেঃ। মা আমার এ জগতের মানুষ নয়।

দুর্য্যোধন। বল জয়দ্রথ, কি সম্পদ্ নিয়ে এসেছ?

জয়দ্রথ। আমি এই বর নিয়ে এসেছি রাজা; অর্জ্জুন ছাড়া পাণ্ডবেরা সবাই হবে আমার হাতে পরাজিত।

শকুনি। শুধু পরাজিত!

দুর্য্যোধন। অর্জ্জুনের মৃত্যুবাণ পেলে না?

জয়দ্রথ। তা পাই নি বটে। কিন্তু অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুবাণ আমি এনেছি রাজা।

দুঃশলা। অ্যাঁ!

শকুনি। তাহলেই হল, তাহলেই হল। মৃত্যুর চেয়ে পুত্রশোক অনেক বেশী নিদারুণ। আর কোন ভয় নেই রাজা। হয়ে গেল, পাণ্ডবদের হয়ে গেল। তুমি নির্ভয়ে তোমার বিজয়রথ চালিয়ে যাও সুযোধন। দূত এল বলে। পাণ্ডবদের সূচ্যগ্র ভূমিও তুমি দান করো না। আর দেখ, শিবের এ বরের কথা যেন পাণ্ডবেরা জানতে না পায়। সাবধান, খুব সাবধান।

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। যাও ভাই, বিশ্রাম কর গে। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা কেউ আমায় যা দিতে পারে নি, তুমি আমার জন্য সেই শক্তি অর্জ্জন করে এনেছ। তোমার গৌরবে রাজা দুর্য্যোধন গৌরবান্বিত। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। বল কি চাও তুমি।

দুঃশলা। উনি কি চাইবেন দাদা? চাই আমি। আমি এই চাই,—তোমরা মর, পৃথিবী শীতল হক।

দুর্য্যোধন। সবাই ত মরবে ভগ্নি। দুদিন আগে আর পরে।

[প্রস্থান।

জয়দ্রথ। তুমি আবার এখানে এলে কেন?

দুঃশলা। তুমি এলে কেন তাই বল। কেন গিয়েছিলে তুমি দ্রৌপদীকে অপমান করতে?

জয়দ্রথ। তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা কর।

দুঃশলা। দাদা আমার, তোমার কে? তুমি এ বাড়ীর একমাত্র

জামাই। কত তোমার মান,—তুমি গেলে কিনা পরের নারী হরণ করতে? তাও যাকে তাকে নয়, কৃষ্ণ সখী দ্রৌপদীকে। তোমার অধঃপতন দেখে আমার যে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে।

জয়দ্রথ। তোমার দাদা যে আমাকেই পাঠালেন, তা বুঝি শোন নি?

দুঃশলা। দাদা যদি তোমায় বলে আমাকে পরের হাতে তুলে দিতে, পারবে?

জয়দ্রথ। তা কি করে পারি?

দুঃশলা। তবে? আমি যাকে মায়ের মত ভক্তি করি, তুমি গেলে দাদার কথায় তার হাত ধরতে?

জয়দ্রথ। কাজটা না হয় আমার অন্যায়ই হয়েছে। তাই বলে তারা আমাকে—

দুঃশলা। অপমান করেছে? প্রহার করেছে? তুমি যদি রাজা দুর্য্যোধনের স্ত্রীর হাত ধরতে, সে তোমায় হত্যা করত। তাঁরা মহান্, তাই তোমায় এত অল্পে ছেড়ে দিয়েছে।

জয়দ্রথ। এ তুমি কি বলছ দুঃশলা?

দুঃশলা। ছি ছি ছি; কঠোর তপস্যা করে শিবকে পেলে তুমি, আর শব হয়ে ফিরে এলে? এত বড় একজন দেবতার কাছে তোমার চাইবার কি আর কিছুই ছিল না? কেন চাইলে না,—কেউ যেন অকালে না মরে, দুর্ভিক্ষ মহামারীতে মানুষ যেন উজোড় হয়ে না যায়, মানুষ যেন মানুষের বুকে আর দাঁত বসিয়ে না দেয়?

জয়দ্রথ। দুঃশলা!

দুঃশলা। কত বর ছিল, কিছুই তুমি নিলে না, নিলে কি না

অভিমন্যুর মরণবর! ফুলের মত পবিত্র, পিতার চেয়ে বীর, নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক, আমার পিতৃকুলের ভাস্বর প্রদীপ,—তাকে তুমি নিঃশ্বাসে নিভিয়ে দেবে? তা হবে না। চল, বাড়ী চল। এ পাপের পুরীতে তোমায় আমি থাকতে দেব না, দেব না আমি তোমায় অভিমন্যুকে বধ করতে।

জয়দ্রথ। আমি তাকে বধ করব কে বললে? আমি হব তার মৃত্যুর কারণ।

দুঃশলা। তাই বা কেন হবে? অভিমন্যু বেঁচে থাক, উত্তরা পাকা চুলে সিঁদূর পরুক। আমি তাদের পিতৃস্বসা। তোমার হাতে তাদের অমঙ্গল হবার আগে আমার যেন মৃত্যু হয়।

জয়দ্রথ। শোন শোন। আর একটা মহার্ঘ রত্ন তোমার জন্য এনেছি, পর এই শিবদত্ত লৌহবলয়। এ বলয় যার হাতে থাকে, সে বিধবা হয় না। [বলয় দান]

দুঃশলা। অমর হয়ে এসেছ? নিন্দিত জীবন নিয়ে অমর হওয়ার চেয়ে একদিনের গৌরবের জীবন অনেক ভাল।

[প্রস্থান।

জয়দ্রথ। তাই ত, এ আমায় কি বর দিয়ে ভুলিয়ে দিলে আশুতোষ? যারা আমায় অপমান করলে, তাদের কাছে আমি হব শুধু অজেয়, আর মৃত্যুর কারণ হব তার, যার কোন অপরাধ নেই? না না, এ হবে না, কিছুতেই হবে না।

উলূকের প্রবেশ।

উলূক। এই যে সিন্ধুরাজ। আরে যাচ্ছ কোথায়?

জয়দ্রথ। দেশে চলে যাচ্ছি। এখানে আর থাকব না।

উলূক। কি করে থাকবে? লোকে যা তা বলছে যে। ভীম নাকি এক লাথিতে তোমার শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিয়েছিল। আর দ্রৌপদী না কি আঁশবঁটি দিয়ে তোমার নাক কেটে দিয়েছিল?

জয়দ্রথ। কে বলেছে এ কথা?

উলূক। সবাই বলছে। তুমি না কি মনের দুঃখে শিবকুণ্ডে ডুবতে গিয়েছিলে। শিব দয়া করে তোমার শিরদাঁড়া সোজা করে দিয়েছেন, আর পার্ব্বতী মাটি দিয়ে নাকটা জুড়ে দিয়েছেন।

জয়দ্রথ। বেরিয়ে যাও অপদার্থ।

উলূক। বেরিয়ে যাব কি হে? দুঃখে যে আমার কান্না পাচ্ছে। ইস, নাকের জোড়াটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মেয়েছেলের এত বড় সাহস, আঁশবঁটি দিয়ে নাক কেটে দেয়?

জয়দ্রথ। কেন বাজে কথা বলছ?

উলূক। তুমি একটা রাজা, ধরলেই বা দ্রৌপদীর শাড়ী টেনে, তাই বলে ভীম কি পারে তোমার পিঠে লাথি মারতে? আর তুমি এই অপমান হজম করে বাড়ীতে পালিয়ে যাচ্ছ?

জয়দ্রথ। তাতে তোমার কি?

উলূক। তুমি বল কি হে সিন্ধুরাজ? তুমি আমার পিসতুত ভগ্নীপতি, একান্ত আপনার লোক। লোকে তোমাকে নিন্দে করবে, এও কি আমার সহ্য হয়?

জয়দ্রথ। না হয় বাইরে গিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদ গে; এখানে দাঁড়িয়ে আমায় বিরক্ত করো না।

উলূক। আচ্ছা, তাহলে আসি। নাকটা কিন্তু এখনও ঠিক জোড়া লাগে নি।

জয়দ্রথ। উলূক!

উলূক। বাড়ী যেতে চাও, যাও। তবে রাস্তায় খুব সাবধান। ভীম কিন্তু টের পেয়েছে যে তুমি এসেছ! সে কি বলেছে জান?

জয়দ্রথ। কি বলেছে?

উলূক। বলেছে,—জানোয়ারটা মার খেয়ে তপস্যায় গেছে? আসুক ফিরে। আমি এক ঘুষিতে ওর বত্রিশটা দাঁত ভেঙ্গে দেব। আর ওর স্ত্রীটাকে—

জয়দ্রথ। স্ত্রীটাকে কি?

উলূক। বুঝতেই ত পাচ্ছ। তুমি কিন্তু দুঃশলাকে এখন নিয়ে যেও না। বলা যায় না, তোমার মুখে ঘুষি মেরে যদি তোমার স্ত্রীকে—

জয়দ্রথ। উলূক!

উলূক। কিন্তু তোমার ওই নাকটা—

জয়দ্রথ। আবার? আমি তোমায় হত্যা করব।

উলূক। আমি ত তোমার শিরদাঁড়া ভাঙ্গি নি। যে ভেঙ্গেছে তাদের বংশ ধ্বংস কর। মহাদেব তোমায় ঠকান নি রাজা। পঞ্চ-পাণ্ডবের প্রাণপাখী ওই অভিমন্যু। তাকে মারলেই পঞ্চপাণ্ডবকে মারা হবে। তাহলে আসি। তবে ওই নাকটা সাবধান।

[প্রস্থান

জয়দ্রথ। নাঃ,—যাব না; প্রতিশোধ চাই, পঞ্চপাণ্ডবের ধ্বংস চাই। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিরাটপুরী।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। নারায়ণ, নামে তব লয়েছি শরণ।
পাণ্ডবের সখা তুমি বিদিত সংসারে।
পিতৃস্বসা পাণ্ডবজননী তব,
কৃষ্ণা সখী, ধনঞ্জয় পরম বান্ধব।
এমন বান্ধব যার, কেন তার
দুর্গতি সংসারে? কতদিন, আর কতদিন
সহিব এ অন্তরের জ্বালা?
এখনো রয়েছে মুক্ত পাঞ্চালীর বেণী,
দুঃশাসন বক্ষ-রক্তে কবে তার
রাঙাব কুন্তল?
গদাঘাতে ভগ্নউরু দুর্য্যোধন
কতদিনে লুটাবে ধুলায়?
শত ভ্রাতা কৌরবেরে কবে দিব বলি?

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। সুখে আছ মধ্যম পাণ্ডব?
বৈবাহিক বিরাটের সুরম্য প্রাসাদে
পালঙ্কে শয়ন করি

চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় করিয়া গ্রহণ
মহানন্দে কাটিতেছে দিন?

ভীম। পাঞ্চালি,—

দ্রৌপদী। সুনিশ্চয় ভুলে গেছ
কৌরবের করে সেই নিগ্রহ কাহিনী!
দ্যূতক্রীড়াছলে মহাপাপী কৌরবেরা
তোমাদের স্বাধীনতা হরি
রজঃস্বলা কুলকামিনীরে
কেশে ধরি আনিল সভায়—

ভীম। দেবি!

দ্রৌপদী। সহস্র বিদগ্ধ-জন-নয়ন গোচরে
দুর্য্যোধন পাপ উরু দেখাইল মোরে—

ভীম। ক্ষান্ত হও যাজ্ঞসেনি,—

দ্রৌপদী। রজঃস্বলা পত্নী তোমাদের,
গুরুজন সমক্ষে তাহার
দুঃশাসন দুরাচার করিল বসন চুরি,
সে কথা কি সকলি ভুলেছ?

ভীম। ভুলি নাই যাজ্ঞসেনি!
হৃদয় বিদীর্ণ মোর সে কথা স্মরিয়া।

দ্রৌপদী। তবে কেন রয়েছ নীরব?
পুত্রের বিবাহ-ঘটা শেষ হয়ে গেছে,
উর্ব্বশীর অভিশাপ-মুক্ত ধনঞ্জয়।
লৌহগদা কোথা তব রেখেছ লুকায়ে?
পার্থের গাণ্ডীব কেন করে না গর্জ্জন?

নকুলের তরবারি কিহেতু নিথর?
জ্যোতির্ব্বিদ সহদেব
খড়ি পাতি গণিছে কি শুভলগ্ন যোগ?

ভীম। কি হেতু চঞ্চল এত পাণ্ডবঘরণি?
তুমি ত বনিতা পাণ্ডবের।
তোমার কি মান-অপমান?
যত অপমান শেলসম বিঁধে আছে
আমাদের বুকে।
প্রতিশোধ গ্রহণের শুভলগ্ন
সমাগত প্রায়। ফিরে যাই ইন্দ্রপ্রস্থে,
তারপর গদাঘাতে শতভ্রাতা কৌরবেরে
দিব প্রতিফল,
দুঃশাসন বক্ষরক্তে
সুনিশ্চয় রাঙায়ে তুলিব দেবি
কেশপাশ তব।

দ্রৌপদী। জান না জান না,
কি জ্বালায় জ্বলিছে অন্তর।
বিলম্ব সহে না বৃকোদর!
জাগরণে, নিশার স্বপনে
নয়ন সম্মুখে মোর শুধু সেই এক ছবি
উঠিছে ভাসিয়া!
শত শত গুরুজন কৌরবের সভাস্থলে
আনত মস্তক, জ্ঞানী গুণী মহারথী
সভয়ে নির্ব্বাক! পঞ্চস্বামী নিস্তব্ধ নিথর!

অশ্রু-মুখী যাজ্ঞসেনী একমনে ডাকে
নারায়ণ, আর পাপাত্মা নারকী দুঃশাসন
বস্ত্র তার সবলে করিছে আকর্ষণ।

ভীম। যাজ্ঞসেনি !

দ্রৌপদী। আকাশ করিল দুঃখে অশ্রুবরিষণ,
বৃক্ষলতা ফেলিল নিঃশ্বাস,
সমীরণ স্তব্ধ হয়ে গেল,
তবু পঞ্চ ভ্রাতা পাণ্ডবের হাত উঠিল না !
উঃ—ধরা বুঝি দীর্ণ হল চরণের তলে।

সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভদ্রা। দিদি,—একি তুমি কাঁপছ কেন ?

দ্রৌপদী। না না, কাঁপি নি ত। কি বলতে এসেছ বল।

সুভদ্রা। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন দিদি ? আমি যে তোমায় বাড়ীময় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

দ্রৌপদী। কেন ভদ্রা ? আমাকে কার কি প্রয়োজন ? আমি ত সংসার ছাড়া।

সুভদ্রা। তুমি সংসার ছাড়লেও সংসার তোমায় ছাড়বে কেন দিদি ? এত বড় একটা বিয়ে গেল, কত উৎসব, কত বাজি-বাজনা, কত পানভোজন হল,—তোমাকে তার মধ্যে কোথাও দেখলুম না।

দ্রৌপদী। এ আলুলায়িত কেশ নিয়ে ডাকিনীর বেশে কোন্ উৎসবে ছন্দপতন করতে যাব বোন ?

সুভদ্রা। তাই বলে ছেলে বিয়ে করতে যাবে, আর তুমি তাকে পদধূলিও দিলে না ?

দ্রৌপদী। আমার পদধূলিতে বিষ আছে। ও তোরা নিস নে ভদ্রা, ছেলেদের কাউকে নিতে দিস নে। জানিস্ না, আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত বিষে জর্জ্জরিত। শত্রুরক্তে এই আলুলায়িত কুন্তল রঞ্জিত করে গঙ্গাজলে স্নান করে যেদিন বেণী বাঁধব, সেইদিন আবার আমি পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসব। তার আগে এ জ্বালার আগ্নেয়গিরি তোরা স্পর্শ করিস নে।

ভীম। ভেবে ভেবে তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? পাগল হলে বেণী বাঁধবে কে?

দ্রৌপদী। না না, আমি পাগল হব না। নারায়ণ, আমার চোখের দৃষ্টি হরণ করো না, মস্তিষ্কের জ্ঞান কেড়ে নিও না। আমি সেদিনের জন্য বেঁচে থাকব, সে দৃশ্য দু'চোখ মেলে দেখব। কি বৃকোদর, দেখতে পাব না?

ভীম। নিশ্চয়ই পাবে। সূর্য্য পশ্চিমে উঠবে, কিন্তু আমার শপথ ভঙ্গ হবে না। কাঁপছ কেন? সুভদ্রা কি বলছেন শোন।

দ্রৌপদী। কি বলছ বোন?

সুভদ্রা। দিদি, ধর্ম্মরাজ বললেন,—উত্তরা অভিমন্যু-জোড়ে মহাদেবী গান্ধারীকে প্রণাম করতে যাবে। তুমি তাদের সাজিয়ে দেবে এস।

ভীম। কাকে প্রণাম করতে যাবে? মহাদেবী গান্ধারীকে, কেন?

সুভদ্রা। তিনি ত বিবাহে আসতে পারলেন না। অথচ তাঁর আশীর্ব্বাদ—

ভীম। আরে দূর আশীর্ব্বাদ। যে দেশে মহাদেবী গান্ধারী নেই, সে দেশে কি কেউ ছেলেমেয়ের বিবাহ দেয় না? যেতে দিও না,

হস্তিনায় ওদের যেতে দিও না; কেটে দুখানা করে নদীতে ভাসিয়ে দেবে। চাইনে মহাদেবীর আশীর্ব্বাদ। ঘরে আমাদের নারায়ণ বাঁধা; তাঁর আশীর্ব্বাদই আমাদের যথেষ্ট। হস্তিনায় ওদের যাওয়া হতে পারে না।

সুভদ্রা। ধর্ম্মরাজের আদেশ অমান্য করবেন?

ভীম। না না, তা কি করে হয়? তা কি করে হয়? কিন্তু সে যে হস্তিনা।

দ্রৌপদী। হস্তিনার সবাই হস্তী নয়। সেখানে মানুষও আছে। মহাসতী গান্ধারীর মত দেবীও আছেন।

ভীম। দেবী ত বটেই। তবে কি জান, দুর্য্যোধনের শাসনে দেবদেবী সব মরে ভূত হয়ে আছে। নইলে পিতামহ ভীষ্ম তোমার লাঞ্ছনা দেখেও মাথা নীচু করে রইলেন?

দ্রৌপদী। কিন্তু মহাদেবী গান্ধারী ত মাথা নীচু করে অন্তঃপুরে বসে থাকেন নি। সমগ্র হস্তিনায় সেদিন ওই একটি মাত্র মানুষই আমাকে রক্ষা করতে ছুটে এসেছিলেন।

ভীম। তা ত বটেই; তবে কি জান, চোর পালিয়ে গেলে লাঠি নিয়ে শান্তিরক্ষা করতে এসে কোন লাভ নেই। তুমি ধর্ম্মরাজকে গিয়ে বল, ওদের যাওয়া হবে না।

দ্রৌপদী। এমন অন্যায় কথা আমি বলতে পারব না। তোমার সাহস থাকে, তুমি গিয়ে বল। তবে মনে রেখো, হিমালয় নড়তে পারে, কিন্তু ধর্ম্মরাজ নড়েন না। [প্রস্থান।

ভীম। কথা শুনলে মা, যাজ্ঞসেনীর কথা শুনলে? আমার সাহস নেই ত সাহস আছে কার? বল ত মা কি কি বলতে হবে, আমি মুখস্থ করে যাই।

সুভদ্রা। আমার কথা যদি শোনেন, এ অনুরোধ না করাই ভাল।

ভীম। ভাল? ছেলেটা তাহলে অপঘাতে মরুক?

সুভদ্রা। মরলে আমাদের চেয়ে ধর্ম্মরাজের বুকেই বেশী বাজবে।

ভীম। তা ত বাজবেই।

সুভদ্রা। তিনি যা বলেছেন, তাতেই ওদের মঙ্গল হবে।

ভীম। তা যা বলেছ।

সুভদ্রা। তাঁর চেয়ে আমরা কেউ বেশী বুঝি না।

ভীম। আমরা বুঝি ছাই আর ভস্ম।

সুভদ্রা। আমি জানি, মহাদেবীকে তাঁর ছেলেরা আসতে দেন নি। নইলে এ বিবাহে তিনিই আসতেন সবার আগে। বিবাহের পর জ্ঞাতি-অন্ন না খেলে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না।

ভীম। হয় না বুঝি? তবেই ত গোলমাল।

সুভদ্রা। এরা না গেলে মহাদেবী নিঃশ্বাস ফেলবেন। তাতে এদের মঙ্গল হবে না। আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না দেব। উত্তরা অভিমন্যুর হস্তিনায় যাওয়াই উচিত।

ভীম। তুমি বলছ? ব্যস ব্যস, তবে আর কথা নেই। নিশ্চয়ই যাবে। আর শত্রু ত আমাদের কৌরবেরা, তাদের মা ত আমাদেরও মা।

সুভদ্রা। শুধু আমাদের নয়, বিশ্ববাসীরই তিনি মা।

[প্রস্থান।

ভীম। যাবে বই কি? নিশ্চয়ই যাবে। যদি কেউ বাধা দেয়, তারই একদিন কি আমারই একদিন।

উত্তরা ছুটিয়া আসিল।

উত্তরা। পিতৃব্য, পিতৃব্য, ওই দেখুন আমায় মারতে আসছে।

ভীম। কে মারতে আসছে মা?

উত্তরা। ওই লোকটা।

ভীম। কোন্ লোকটা? অভিমন্যু? কেন বল দেখি।

উত্তরা। শুধু শুধু।

ভীম। তুমি কোন দোষ কর নি ত?

উত্তরা। দোষ কাকে বলে, আমি জানিই না। দেখুন না; ধর্ম্মরাজ বলেছেন আমাকে নিয়ে হস্তিনায় যেতে। উনি বলছেন— একা যাবেন, আমাকে নেবেন না।

ভীম। না নেওয়ার কারণ?

উত্তরা। বলে,—পথি নারী বিসর্জ্জিতা। আরও কি সব যা তা বললে জানেন? শুনলে আপনিও তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবেন। বলে কি না, আমি চঞ্চল, আমি দুষ্টু, আমি ছেলেমানুষ।

ভীম। কে বলেছে তুমি ছেলেমানুষ? আমরা তোমার পাঁচ ছেলে, তুমি ত আমাদের বুড়ী মা।

উত্তরা। ওই আসছে। ধরে দিন না দু ঘা।

অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভিমন্যু। পিতৃব্য, উত্তরা এসেছে?

উত্তরা। [ভীমের আড়ালে দাঁড়াইয়া ভাণ-করা কণ্ঠে] কই, না ত।

অভিমন্যু। তবে সে গেল কোথায়? নিশ্চয়ই মা'র কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

উত্তরা। [ভারী গলায়] এত কাপুরুষ সে নয়।

অভিমন্যু। দিনরাত আমায় জ্বালাতন করে, এক মুহূর্ত্ত কাজ করতে দেয় না। পুঁথির পাতায় কালি ঢেলে দিয়েছে, অস্ত্রশস্ত্র ভেঙ্গে চুরে ফেলে দিয়েছে। ঘুমিয়ে থাকলে কাণের কাছে গান গায়, চুপ করে বসে থাকলে পাথর ছুঁড়ে মারে। আমি এ সব অসভ্যতা সহ্য করব না পিতৃব্য।

ভীম। না করাই উচিত।

উত্তরা। অসভ্যতা আমার না তোমার? ধর্ম্মরাজ আমায় নিয়ে হস্তিনায় যেতে বলছেন, আর তুমি বল কি না আমি নারী!

অভিমন্যু। নারী নয় ত কি?

উত্তরা। আমি উত্তরা।

অভিমন্যু। তোমার না আছে বুদ্ধি, না আছে বিদ্যে। হস্তিনায় গেলে তুমি নগরের চাকচিক্য দেখে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকবে, আর রথচাপা পড়বে।

উত্তরা। শুনছেন, কি রকম আমায় অপমান কচ্ছে।

ভীম। বড় অন্যায়। এর চেয়ে অপমান আর হতে পারে না।

উত্তরা। আমি ভদ্রলোক বলেই রক্ষে, আর কেউ হলে এতক্ষণ—

অভিমন্যু। গলায় দড়ি দিয়ে মরত!

ভীম। এ তোমার অন্যায় কথা বাবা। কেন তুমি নিরপরাধ মেয়েটাকে এ ভাবে গঞ্জনা দিচ্ছ?

অভিমন্যু। নিরপরাধ? আপনি জানেন, এ ব্যক্তি অত্যন্ত দুষ্টু।

উত্তরা। আবার দুষ্টু? ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

অভিমন্যু। তুমি আমার তরবারি দেবে কি না, তাই বল?

উত্তরা। নেহি,—ভাগো; আমাকে না নিয়ে গেলে তরবারি আমি ভাগাড়ে ফেলে দেব।

অভিমন্যু। ফেলে দেখ না, তরবারি ফেলে দিলে তোমাকেও আমি আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেব। এ তরবারি পিতা আমায় দিয়েছেন। একটা সাম্রাজ্যের চেয়ে এর দাম আমার কাছে অনেক বেশী। এ আমার নিত্য সঙ্গী। তুমি দুষ্টু, তুমি অভদ্র, তুমি চোর; তরবারি চুরি করে গুরুতর অন্যায় করেছ।

উত্তরা। বেশ করেছি, আরও করব।

অভিমন্যু। এই মুহূর্ত্তে যে আমার তরবারি না দেবে, সে আমার মরা মুখ দেখবে।

উত্তরা। [তরবারি ফেলিয়া দিয়া] ইতর, অভদ্র, কাপুরুষ।

অভিমন্যু। শুনছেন পিতৃব্য?

ভীম। যেতে দাও বাবা। পাগলীকে তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। নইলে আমাকে ও বাঁচতে দেবে না।

অভিমন্যু। নিয়ে ত যাব, কিন্তু রথ থেকে যদি লাফিয়ে পড়ে?

উত্তরা। আমি কি তোমার মত বাঁদর যে লাফিয়ে পড়ব?

ভীম। থাক্, থাক্; তুমি সেজে নাও গে মা। তার আগে সেই গানখানা একবার ওকে শুনিয়ে দাও ত, তাহলে আর তোমায় বিরক্ত করবে না।

অভিমন্যু। গানও জানেন না কি?

উত্তরা। নাঃ, যত জান তুমি। শোন পিতৃব্য,—

উত্তরা। **গীত।**

তোমারি চরণে নিয়েছি শরণ, আর কি আমার ভয়?
আসুক মৃত্যু মরিব স্মরিয়া তোমারে করুণাময়!

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

পূর্ব্বগীতাংশ।

ভয় ভাবনার হয়ে গেছে শেষ, শুভাশুভ তুমি জান পরমেশ,
মোর দেহমন ওগো নারায়ণ, তোমাতেই হ'ক লয়!

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

তব প্রেমে হরি ভরেছি চিত্ত, তুমিই মোক্ষ সপ্ততীর্থ,
জীবনের সেরা তুমিই বিত্ত, ওগো মোর মনোময়!

যুধিষ্ঠির। ঠিক বলেছ মা। মৃত্তিকার শিশু আমরা, নিজেদের ভালমন্দ বুঝি না। তিনি যে ভাবে চালাবেন, আমরা তেমনি ভাবেই চলব। ভয়ই বা কি দুঃখই বা কি? সুখও তাঁর দেওয়া, দুঃখও তাঁরই দেওয়া। যাও মা,—হস্তিনায় গিয়ে মহাসতী গান্ধারী মা'র আশীর্ব্বাদ নিয়ে এস।

অভিমন্যু। তাহলে আমরা আসি ধর্ম্মরাজ।

অর্জ্জুন। শোন অভি। হস্তিনায় গিয়ে কারও সঙ্গে বিরোধ করো না। মনে রেখো, পঞ্চভ্রাতা পাণ্ডবের সঙ্গে শত ভ্রাতা কৌরবের বিরোধ, তোমরা সন্তান, পাণ্ডব কৌরব উভয়েরই পরম স্নেহভাজন। তাই না মধ্যম?

ভীম। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

অর্জ্জুন। সেখানে মা গান্ধারী আছেন, স্নেহময়ী ভগ্নী দুঃশলা আছে, ফুলের মত পবিত্র ভাই যুযুৎসু আছে; তারা কেউ

তোমাদের শত্রু নয়। মহামানী দুর্য্যোধন আমাদের কাছে যাই হন, তোমাদের কাছে তিনি গুরুজন। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মদেব, আচার্য্য দ্রোণ, মহামতি বিদুর—এঁরা সবাই তোমাদের নমস্য।

যুধিষ্ঠির। শুধু একটা কথা মনে রেখো। মাতুল শকুনির ছায়াও স্পর্শ করো না।

ভীম। আর দুঃশাসনের মুখের দিকেও তাকিও না।

উত্তরা। কোন ভয় নেই। আমি যখন সঙ্গে আছি, তখন কিছুই ভাবতে হবে না।

অভিমন্যু। ভাবনা আমার জন্যে নয়, তোমার জন্যে।

[উভয়ের প্রস্থান।

অর্জ্জুন। আর কতদিন কুটুম্বের বাড়ীতে থাকব দাদা?

যুধিষ্ঠির। লজ্জার কি আছে অর্জ্জুন? রাজসূয় যজ্ঞের সময় বিরাটরাজ আমাকে সম্রাট বলে মেনে নিয়েছেন। তিনি আমারই একজন সামন্তরাজা। তাঁর রাজপ্রাসাদ তাঁর অস্ত্রাগার রাজভাণ্ডার তিনি সবই আমায় সমর্পণ করেছেন। কাল পূর্ণ হলে আমরা এর দশগুণ ফিরিয়ে দেব।

অর্জ্জুন। কি প্রয়োজন আমাদের ক্ষুদ্র এ বিরাট রাজ্যে? কোথায় আমাদের পাখী ডাকা শস্য শ্যামল নদনদী বিধৌত ইন্দ্রপ্রস্থ? চল দাদা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাই চল। তেরো বছর তাকে দেখি নি; সে স্বপ্নপুরী দেখবার জন্য আমাদের ছেলেরা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে দাদা।

যুধিষ্ঠির। কি দেখবে ধনঞ্জয়? সে স্বপ্নপুরী আর নেই!

অর্জ্জুন। নেই!

যুধিষ্ঠির। সুযোধন তার সব সম্পদ্ আহরণ করে হস্তিনায় নিয়ে

এসেছে। ময়দানবের যে মায়াতড়াগে সুযোধন প্রতারিত হয়েছিল, তার অস্তিত্বও আর নেই। হিমালয়ের ধনরত্ন এনে যে রাজভাণ্ডার তোমরা পরিপূর্ণ করেছিলে, তাতে একটা কড়িও আর নেই।

অর্জ্জুন। তুমি আমায় আদেশ দাও দাদা, আমি হস্তিনার প্রাসাদ সমূলে তুলে এনে ইন্দ্রপ্রস্থকে আবার সাজিয়ে তুলব।

যুধিষ্ঠির। অধীর হয়ো না পার্থ; আমি হস্তিনায় দূত পাঠিয়েছি।

ভীম। দূত কেন দাদা? তারা দয়া করে আমাদের ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে যাবার অনুমতি দেবে, তারপর আমরা নিজের ঘরে ফিরে যাব?

অর্জ্জুন। এ দীনতা তোমার কেন ধর্ম্মরাজ? ভীমার্জ্জুন তোমার কিঙ্কর, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তোমার সহায়। ইচ্ছা করলে শুধু ইন্দ্রপ্রস্থ কেন, সমগ্র হস্তিনাপুরও তুমি অধিকার করতে পার। জগৎ জানে, যে অন্যায় তারা করেছে, তাতে কোন দণ্ডই তাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তবু চিরদিনই আমরা তাদের অত্যাচার সইব? নিজের ঘরে ফিরে যাবার জন্যও তাদেরই অনুমতি চাই?

ভীম। কেন? দুর্য্যোধন দুঃশাসন কি আমাদের ভাগ্যবিধাতা?

যুধিষ্ঠির। তোমরা ত জান ভীমার্জ্জুন, পাশা খেলায় প্রথমেই আমি হারিয়েছিলাম আমার রাজ্য। ঘর আমাদের নেই।

অর্জ্জুন। সে কপট পাশা খেলার কথা কেন তুমি তুলছ দাদা? স্থাণুর মত অচল হয়ে স্ত্রীর লাঞ্ছনা দেখেছি,—রক্তমাংসের মানুষ কেউ যা সইতে পারে না, তোমার আদেশে আমরা তাও মুখ বুজে সহ্য করেছি। জ্যেষ্ঠতাত কি আমাদের এই প্রতিশ্রুতি দেন নি যে দ্বাদশ বৎসর বনবাস আর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর আবার আমরা সব অধিকার ফিরে পাব?

ভীম। ফিরিয়ে আন দাদা, দূতকে ফিরিয়ে আন। কারও অনুমতির প্রয়োজন নেই। চল যাই ইন্দ্রপ্রস্থে।

অর্জ্জুন। হক সে আজ ভগ্নচূর্ণ মরুপ্রান্তর, হক সে তার অতীতের কঙ্কাল। আবার আমরা হিমালয় থেকে ধনরত্ন নিয়ে আসব, আবার ময়দানবকে ধরে এনে মায়াতড়াগ নির্ম্মাণ করাব। আবার পাখী গান গাইবে, আবার মলয় দোল দিয়ে যাবে, আবার জ্বলবে যজ্ঞের হোমানল, সামগানে পবিত্র হবে আবার তোমার রাজপ্রাসাদ। চল দাদা ইন্দ্রপ্রস্থে চল।

যুধিষ্ঠির। মানুষের ধর্ম্ম এ নয় ভীমার্জ্জুন। অস্ত্র থাকলেই আঘাত করা যায় না, অধিকার থাকলেই সৌজন্য পালিয়ে যায় না। বারো বছর আমাদের ঘরে একটা চাষীও যদি বাস করে থাকে, তাকে না বলে অতর্কিতে আমি গৃহ প্রবেশ করতে পারি না।

অর্জ্জুন। দাদা,—

যুধিষ্ঠির। দ্বাদশ বৎসর বনে বনে বিচরণ করে তোমরা ত দেখেছ,—কত দুঃখ মানুষের; কত সামান্য তার প্রয়োজন, তাও সে পায় না। সহস্র দ্বার দিয়ে মৃত্যু এসে মানুষের বুকে হাঁটু দিয়ে বসেছে—রোগ শোক ব্যাধি অপঘাত ত আছেই, এর উপর যুদ্ধ ডেকে এনে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু আমি ঘটাতে চাই না। আমি সুযোধনের কাছে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে পাঠিয়েছি।

ভীম। শ্রীকৃষ্ণকে পাঠিয়েছ?

অর্জ্জুন। এ তুমি করেছ কি দাদা? পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন তাকে বন্দী করবে যে!

যুধিষ্ঠির। কি দিয়ে বন্দী করবে? শৃঙ্খল দিয়ে? শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধা যায় না, বাঁধা যায় শুধু ভক্তি দিয়ে। সুযোধন যদি তা পারে তাহলে বুঝব,—পৃথিবী এতদিনে শীতল হল।

অর্জ্জুন। তাই ত!

যুধিষ্ঠির। আমি তাকে বলে দিয়েছি, সুযোধন যদি আমাদের একান্তই ইন্দ্রপ্রস্থ ফিরিয়ে না দেয়, শুধু আমাদের পাঁচখানা গ্রাম দিলেই আমরা সন্তুষ্ট হব।

ভীম, অর্জ্জুন। পাঁচখানা গ্রাম!!!

যুধিষ্ঠির। তাতেও যদি রক্তক্ষয় নিবারণ হয়, তাই কি ভাল নয়? একশো পাঁচ ভাই আমরা। জ্যেষ্ঠতাত জীবিত থাকতে, মহাদেবী গান্ধারী, আর জননী কুন্তীর চোখের সম্মুখে আমরা আত্মকলহে শক্তিক্ষয় করব, এ বড় লজ্জার কথা।

অর্জ্জুন। শুধু পাঁচখানা গ্রাম!

যুধিষ্ঠির। ভয় কি ধনঞ্জয়? কুবের ভাণ্ডার শূন্য করে পাঁচখানা গ্রামকে তোমরা পাঁচটি ইন্দ্রালয়ে পরিণত করো। এতেও যদি সে সম্মত না হয় তখন ভীমের আছে গদা, আর তোমার আছে গাণ্ডীব। [প্রস্থান।

ভীম। এখন কি করবে অর্জ্জুন?

অর্জ্জুন। ধর্ম্মরাজ যা করান, তাই করব।

ভীম। পাঁচখানা গ্রাম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে?

অর্জ্জুন। গ্রাম ত বড় কথা দাদা, পাঁচটি কড়ি নিয়ে যদি তিনি সন্ধি করেন, তাই আমাদের মানতে হবে। কেন মধ্যম, তোমার কি এতে আপত্তি আছে?

ভীম। ক্ষেপেছ! ধর্ম্মরাজ বলে কথা। তার উপর বড় ভাই। তবে ওই পাঁচখানা গ্রাম—

অর্জ্জুন। একটা ঘরে দশজন সন্ন্যাসী বাস করতে পারে, আর পাঁচখানা গ্রামে আমাদের পাঁচ ভাইয়ের স্থান হবে না?

ভীম। নিশ্চয়ই হবে। না হলে চলবে কেন? ধর্ম্মরাজ যদি সন্ধি করেন, তার উপর আমাদের বলবার কি আছে? কিন্তু—

অর্জ্জুন। কিন্তু নয় দাদা। ভেবে দেখ আমাদের ভাল আমাদের চেয়ে তিনিই ভাল বোঝেন।

ভীম। সে কথা আর বলতে?

অর্জ্জুন। দীর্ঘকাল তাঁর আদেশ মাথায় নিয়ে কত দুঃখ আমরা সহ্য করেছি। কখনও প্রশ্ন করি নি; আজও করব না। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, আমার অংশও তুমি নিও, তবু ধর্ম্মরাজের বিধান অমান্য করো না। তাতে মরতে পার, কিন্তু ঠকবে না।

[প্রস্থান।

ভীম। কথাটা শুনলে? বলি কথাটা শুনলে? বলে, আমার অংশ তুমি নিও। এরা কি পাগল? কে চায় রাজ্যপাট, কে চায় ধন-দৌলত? আমি চাই একশো কৌরবের মাথা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজসভা।

নেপথ্যে শঙ্খনাদ ও উলুধ্বনি।

দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। কে শাঁখ বাজাচ্ছে দুঃশাসন? উলুধ্বনি দিচ্ছে কে?

দুঃশাসন। দুঃশলা আর তার সঙ্গিনীরা।

দুর্য্যোধন। কেন?

দুঃশলা। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ আসছেন হস্তিনার রাজপ্রাসাদে, মাঙ্গলিক ধ্বনি হবে না?

দুর্য্যোধন। না না, হবে না। বন্ধ কর মাঙ্গলিক ধ্বনি। শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শুনে আমি নগরের রাজপথ পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করিয়েছিলাম, তাঁর আতিথ্যের জন্য রাজকীয় ব্যবস্থা করেছিলাম। উদ্ধত যদুপতি সে রাজপথ দিয়েও এল না, আর আমার আতিথ্যও গ্রহণ করলে না। আমার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করে সদর্পে বিদুরের কুটিরে চলে গেল।

শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। এ শুধু কৌশলে তোমাদের অপমান করা।

দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ।

দ্রোণাচার্য্য। তোমার অপমানজ্ঞান অত্যন্ত প্রখর।

শকুনি। এ কথা বুঝতে প্রখর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না আচার্য্য। তিনি এসেছেন পাণ্ডবের দূত হয়ে, অথচ দ্বারকাপতির অহমিকা এতটুকু ভুলতে পারেন নি। তিনি বোঝাতে চান যে দ্বারাবতীর কাছে হস্তিনার ঐশ্বর্য্য কিছুই নয়; আর তার আতিথ্য অবহেলার বস্তু।

দ্রোণাচার্য্য। পাশা খেলার আগে তোমার কণ্ঠে এমনি সুরই শুনেছিলাম শকুনি। আবার একটা পাশাখেলার মৎলব কচ্ছ না ত?

দুঃশাসন। যদি করেন, আপনার কি ক্ষতি?

দ্রোণাচার্য্য। ক্ষতি আমার নয় বাবা, ক্ষতি তোমাদের। একবার জগতের চক্ষে নিজেদের মান সম্ভ্রম ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছ।

শক্তি থাকতেও ভীমার্জ্জুন মুখ বুজে তা সহ্য করেছে। কিন্তু ধৈর্য্যেরও সীমা আছে। এর পরেও যদি আবার পাণ্ডবদের নির্য্যাতন করতে চাও, তাহলে তারাও সহ্য করবে না, ভগবানও সহ্য করবেন না।

দুঃশাসন। আপনিও বোধহয় সহ্য করবেন না?

শকুনি। চুপ কর দুঃশাসন। "মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" জানই ত আচার্য্য নুন খান তোমাদের, কিন্তু গুণ গান পাণ্ডবদের। আমি বলি চেপে যাও।

দ্রোণাচার্য্য। চেপে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। দেব নর যক্ষ রক্ষ কিন্নর সবাই তাদের গুণ গায়, আমিও গাই—গোপনে নয়, প্রকাশ্যে ঢাক ঢোল বাজিয়ে। নুন তোমাদের খেয়েছি সত্য, কিন্তু গাইবার মত গুণ কিছু পাই নি।

দুর্য্যোধন। যত পারেন, আপনি পিতামহ আর কৃপাচার্য্য পাণ্ডবদের গুণগান করুন, কিন্তু দেখবেন, আপনাদের অস্ত্রগুলো যেন তাদের গুণগান না করে।

শকুনি। হেঃ হেঃ হেঃ।

দ্রোণাচার্য্য। সবাই তোমার মত অকৃতজ্ঞ নয় দুর্য্যোধন।

দুর্য্যোধন। তার অর্থ?

দ্রোণাচার্য্য। পাণ্ডবদের বনবাসে পাঠিয়েও তোমার সাধ মেটে নি। তাদের ইন্দ্রপ্রস্থ লুণ্ঠন করে তুমি রাজকোষ পূর্ণ করেছ। আর সেই লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে তাদেরই চোখ ধাঁধিয়ে দিতে সপরিবারে তোমরা ঘোষযাত্রা করেছিলে। চিত্রসেন যখন তোমাদের সবাইকে বন্দী করেছিল, তখন পাণ্ডবেরাই তোমাদের প্রাণরক্ষা করেছিল। তোমাদের উচিত ছিল, সেইদিনই তাদের বনবাস থেকে ফিরিয়ে

আনা। এমনি অকৃতজ্ঞ তোমরা যে তাদের গুণগানও তোমাদের সহ্য হয় না।

দুঃশাসন। গুণগান করতে হয়, তাদের ঘরে গিয়ে করুন।

দ্রোণাচার্য্য। তোমরা মুক্তি দিলেই যেতে পারি বাবা।

দুর্য্যোধন। মুক্তি পাবেন; আজ নয়, আর দুদিন পরে।

শকুনি। আগে তারা ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে বসুক, তারপর গেলেই হবে। এখন তারাই পরাশ্রিত, আপনার মত বিরাট পুরুষকে রাখবে কোথায়, খাওয়াবে কি ?

যুযুৎসুর প্রবেশ।

যুযুৎসু। দাদা, যদুপতি আসছেন। এ কি, তাঁর আসন কই ?

দুর্য্যোধন। আসন বিদুরের ঘর থেকে আসবে।

যুযুৎসু। তার অর্থ ?

দুর্য্যোধন। যে বিরাট পুরুষ আমার আতিথ্য উপেক্ষা করে বিদুরের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়, আমার রাজভোগের চেয়ে ভিক্ষাজীবী বিদুরের অন্ন যার কাছে বেশী মূল্যবান্, তার উপযুক্ত আসন আমার প্রাসাদে নেই।

দ্রোণাচার্য্য। তুমি আগুন নিয়ে খেলা কচ্ছ দুর্য্যোধন।

যুযুৎসু। দুঃখ এই যে এ আগুনে তুমি একা পুড়বে না। তোমার পাপে সমগ্র বংশটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

দুঃশাসন। তোমার যদি ভয় হয়ে থাকে, পাণ্ডবদের শরণ নাও গে। নিমন্ত্রণ ত খেয়েই এসেছ, এবার গিয়ে দাসত্ব গ্রহণ কর, তাহলেই তুমি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

শকুনি। হেঃ হেঃ হেঃ।

যুযুৎসু। দেখবেন, হেসে যেন গড়িয়ে পড়বেন না।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। অভিবাদন মহারাজ দুর্য্যোধন।

দুর্য্যোধন। স্বস্তি।

যুযুৎসু। নারায়ণ, সহস্র পাপে জর্জ্জরিত এই হস্তিনার রাজপুরীতে তোমার যোগ্য আসন নেই। অক্ষমের অপরাধ নিও না। আমার এই উত্তরীয় পেতে দিচ্ছি। বাঞ্ছাকল্পতরু, এই উত্তরীয়ে চরণ রক্ষা করে আমায় কৃতার্থ কর। [উত্তরীয় পাতিয়া দিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহার উপর দাঁড়াইলেন]

শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ দুর্য্যোধন, আমি পাণ্ডবগণের দূত হয়ে তোমার কাছে এসেছি।

দুঃশাসন। সে কথা আমরা জানি।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা সবাই জান, পাণ্ডব কৌরব উভয়েই আমার প্রিয়।

শকুনি। তা ত বটেই। এ কথা কে না জানে? হেঃ হেঃ হেঃ। যদুপতির নামে পক্ষপাতিত্বের অপবাদ শত্রুও দিতে পারে না। কি বলেন আচার্য্য?

দ্রোণাচার্য্য। কথাটা তোমার ভাগিনেয়দের বল, আমাকে বলে সময় নষ্ট করো না।

শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ,—

দুর্য্যোধন। সংক্ষেপে তোমার বক্তব্য নিবেদন কর দূত।

শ্রীকৃষ্ণ। দুর্য্যোধন, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, পাশাখেলায় পাণ্ডবেরা পরাজিত হলে তোমাদের পিতা এবং কুরুবৃদ্ধ মনীষীরা

তাদের দ্বাদশ বৎসর নির্ব্বাসন ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাসের বিধান দিয়েছিলেন। তাদের দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হয়েছে। এবার তাদের রাজ্য তাদের ফিরিয়ে দাও।

দুর্য্যোধন। এ কথা বলতে তুমি এসেছ কেন দ্বারকাপতি? তোমার মান মর্য্যাদা নিয়ে তুমি ফিরে যাও। যুধিষ্ঠিরকে আসতে বল।

দুঃশাসন। যুধিষ্ঠির এলেই তাকে তুমি ইন্দ্রপ্রস্থ দিয়ে দেবে?

যুযুৎসু। কেন দেবেন না?

দ্রোণাচার্য্য। রাজ্যটা তাদের, তোমাদের ত নয়।

শকুনি। তাহলেও ইন্দ্রপ্রস্থ বলে কথা।

দুর্য্যোধন। শুধু ইন্দ্রপ্রস্থ নয়, যুধিষ্ঠির যদি চায়, আমি হস্তিনার সিংহাসনও তাকে দেব; কিন্তু দাবি করে কিছুই সে পাবে না, আমার কাছে তাকে নতজানু হয়ে ভিক্ষে করে নিতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। এ তুমি কি বলছ দুর্য্যোধন?

শকুনি। মহত্ত্ব দেখ, মহত্ত্ব দেখ।

যুযুৎসু। আপনি চুপ করুন মাতুল। এ কি তুমি সত্যি বলছ দাদা, না রহস্য কচ্ছ? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভিক্ষা চাইবেন তোমার কাছে!

শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ দুর্য্যোধন, তুমি ভুলে গেছ সর্ব্বজনমান্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার বড় ভাই।

দুঃশাসন। ভাই! কিসের ভাই! তারা কুন্তীর জারজ সন্তান।

শ্রীকৃষ্ণ, দ্রোণাচার্য্য, দুর্য্যোধন। দুঃশাসন!

যুযুৎসু। বৃকোদরকে বলব, রক্ত পান করার আগে তোমার ওই কলুষিত রসনাটা যেন ছেদন করেন। কৌরব বংশের নিকৃষ্টতম

কুলাঙ্গার তুমি। তোমারই জন্য জগতের কাছে আমাদের মান সম্ভ্রম ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। দাদাকে তুমিই বেশী করে পঙ্কে ঠেলে দিয়েছ। সবাই যদি রক্ষা পায়, তোমাকে আমি বাঁচতে দেব না, তোমাকেও নয়, আর এই বৃদ্ধ শকুনকেও নয়।

[প্রস্থান।

দুঃশাসন। তুমি যে কিছু বলছ না দাদা? আমি এ বাচালের মাথাটা উড়িয়ে দেব।

দুর্য্যোধন। তোমার নিজের মাথাটা না উড়ে যায়, দেখো!

শ্রীকৃষ্ণ। দুর্য্যোধন, পাণ্ডবদের তুমি শত্রু করে তুলো না। যুধিষ্ঠির মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম, ভীমসেনের মত বলবান বর্ত্তমান ভারতে আর একজনও নেই, অর্জ্জুনের গাণ্ডীব পলকে বিশ্ব ধ্বংস করতে পারে, নকুলের অসিচালনা, সহদেবের রণকৌশল তোমার অজানা নয়। এদের তুমি ভাই বলে কাছে টেনে নাও। দেখবে তোমাদের একশো পাঁচ ভাইয়ের শক্তিতে মাটির পৃথিবীতেই স্বর্গ নেমে আসবে।

দ্রোণাচার্য্য। শুনতে পাচ্ছ দুর্য্যোধন?

দুর্য্যোধন। না। কৌরবেরা নিজেদের শক্তিতেই শক্তিমান, পাণ্ডবদের সহায়তা নিয়ে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন নেই। বিরাট বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ গড়ে তুলবে কৌরবেরা, আর মূর্খ জগৎ গাইবে গাণ্ডীবের গুণগান আর ভীমের গদার প্রশস্তি!

দ্রোণাচার্য্য। এ তোমার নিজের সংকীর্ণ মনের পরিচয়।

দুঃশাসন। আপনি চুপ করুন।

শকুনি। বলতে দাও না ছাই। হস্তিনার রাজা ত ছেলেমানুষ নয় যে মোয়া দেখে ভুলে যাবে। চল যদুপাতি। জেনে শুনে এ

নিষ্ফল দৌত্য কেন তুমি করতে এসেছ? তোমার মান আছে, মর্য্যাদা আছে, তোমার নিষ্ফল দৌত্য দেখে আমার যে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ। ইচ্ছা তোমার পূর্ণ হ'ক। জগতের অনেক উপকার করেছ তুমি,—আর উপকার করো না।

শকুনি। তুমি যে করাও, তাই আমি করি।

শ্রীকৃষ্ণ। দুর্য্যোধন,—

দুর্য্যোধন। আমার যা বলবার তা বলেছি। পিতৃব্য পাণ্ডুরাজ আমার অন্ধ পিতাকে বঞ্চনা করে হস্তিনার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। আমার প্রাপ্য সাম্রাজ্য আমি অধিকার করেছি। এতে যদি অন্যায় হয়ে থাকে, সে অন্যায়ের সূত্রপাত করেছিলেন মহারাজ পাণ্ডু। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি,—প্রাপ্য বলে তারা আমার কাছে কিছু পাবে না। ভিক্ষা চাইলে আমি সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত।

দ্রোণাচার্য্য। পাণ্ডবেরা ভিক্ষুক নয়।

শকুনি। সে কথা কে না জানে।

শ্রীকৃষ্ণ। যাক্ ইন্দ্রপ্রস্থ। দুর্য্যোধন, তুমি পঞ্চপাণ্ডবকে শুধু পাঁচখানা গ্রামের অধিকার দাও, তাতেই তারা সন্তুষ্ট থাকবে।

শকুনি। বসতে পেলেই শুতে চাইবে না ত হে?

দ্রোণাচার্য্য। দুর্য্যোধন, এর পরেও তোমার দ্বিধা! পাঁচ ভাইয়ের জন্য মাত্র পাঁচখানা গ্রাম—

দুর্য্যোধন। পাঁচখানা গ্রাম দূরের কথা, সূচ্যগ্র ভূমিও আমি দেব না। এই আমার শেষ কথা যদুপতি। এর পরেও যদি তুমি অনুরোধ কর, তাহলে বুঝব তুমি শুধু নির্ব্বোধ নও, নির্লজ্জ।

গীতকণ্ঠে বিদুরের প্রবেশ

বিদুর। গীত।

ভুলের পথে বাড়াস নে পা
আয় ফিরে আয় ছেলে।
জ্বালাসনে তোর অঙ্গখানি, আগুন নিয়ে খেলে।
হায়রে আমার ঝরে আঁখি,
পাপের কি আর রইলো বাকি
কে দিল তোর চোখে ঠুলি, দেখনা আঁখি মেলে॥
সোনার ভারত সুখের খনি, বসুন্ধরার মাথার মণি,
দিস্‌নে তারে মনের ভুলে ধ্বংস-মুখে ঠেলে॥

দুঃশাসন। দাসীপুত্র বিদুরের উপদেশ শুনবে কুন্তীপুত্র পাণ্ডবগণ; কৌরবগণ নয়।

বিদুর। লক্ষ্মী যাকে ছেড়ে যায়, তার এমনি দুর্ব্বুদ্ধিই হয়।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। অশিব তোমাকে আশ্রয় করেছে দুর্যোধন, তাই ধর্ম্মরাজের সামান্য প্রার্থনাও তুমি পূর্ণ করলে না। বুঝেছি নরাধম, মহাবলী পাণ্ডবদের যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে না আনলে তোমার শান্তি হচ্ছে না, ভীমের গদাঘাতে উরু ভঙ্গ না হলে তোমার চৈতন্য হবে না।

দুর্য্যোধন।
দুঃশাসন। } যদুপতি!

শ্রীকৃষ্ণ। কর তুমি রণ আয়োজন,
সাজ সাজ রণসাজে একশত ভাই।
মরণের উঠেছে পালক,

আগুনের রূপ তাই
এত চোখে লাগিয়াছে ভাল।
না হতে শ্মশানে ছাই
বিশ্বজোড়া অহঙ্কার দূর নাহি হবে।
শোন রে কৌরবগণ,
এত যদি মরণের সাধ,
মনোসাধ মিটিবে অচিরে।
ধর্ম্মাশ্রয়ী পাণ্ডুপুত্রগণ,
চিরদিন তাহাদের করিয়াছ ঘৃণা।
বহু অত্যাচারে কভু তারা করে নাই
অঙ্গুলিহেলন।
কিন্তু সীমা আছে মানব ধৈর্য্যের।
ক্ষমাশীল তারা, কিন্তু তারা বলহীন নয়।
মহাপাপি দুর্য্যোধন,
সবংশে বিধ্বংস তব অনিবার্য্য গতি।

দ্রোণাচার্য্য। নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। বন্দি কর দুঃশাসন—

দুঃশাসন। সমুচিত শিক্ষা দিব হীন এই
গোপের নন্দনে। [প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। বন্দী কর, বন্দী কর, শক্তি থাকে যদি
নিয়ে এস লৌহের শৃঙ্খল,
রক্ষীদলে কর আবাহন,
পার যদি মশানে আমারে দেহ বলি

উদ্বেলিয়া উঠুক জলধি,
মহারোলে প্রভঞ্জন বহুক ধরায়।
মহাপাপি দুর্যোধন,
বন্দী আমি পাণ্ডবের ঘরে,
বন্দী আমি ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরের
স্নেহের নিগড়ে। আমারে করিবে বন্দী
হস্তিনার রাজপুরে নাহি হেন কঠিন শৃঙ্খল।
শোন্ শোন্‌রে পাতকি,
মৃত্যু-মৃত্যু-মৃত্যু তোরে করেছে স্মরণ।

[প্রস্থান।

দুর্যোধন। এত দুঃসাহস এই গোপনন্দন শ্রীকৃষ্ণের,—আমারই প্রাসাদে দাঁড়িয়ে সে আমাকেই চোখরাঙায়! আমি এই স্বকপোল কল্পিত নারায়ণকে গদাঘাতে চূর্ণ করব।

শকুনি। চেপে যাও বাবা, চেপে যাও। তুমি ত জান,—শ্রীকৃষ্ণের দশ কোটি নারায়ণী সৈন্য আছে; ভারতের যে কোন শক্তিকে তারা চূর্ণ করতে পারে। এত বড় শক্তি যদি পাণ্ডবদের সহায় হয়, তাহলে তোমার হস্তিনাপুর তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে ধ্বসে ছড়িয়ে পড়বে। পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য চাইবার আগেই তুমি গিয়ে তার সাহায্য প্রার্থনা কর।

দুর্যোধন। তুমি ঠিক বলেছ মাতুল। দুঃশাসনকে নিবারণ কর; সে হয়ত এতক্ষণে তার মাথা নিয়ে বসে আছে।

শকুনি। ও মাথা রক্তমাংসের নয় বাবা, নীরেট লোহা দিয়ে তৈরী। ও মাথা নিতে পারে, এমন অস্ত্র এখনও তৈরী হয় নি।

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। পাঁচখানা গ্রাম, শুধু পাঁচখানা গ্রাম। না না, হবে না।

অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভিমন্যু। মাতুলকে ফিরিয়ে দিলেন পিতৃব্য?

দুর্য্যোধন। কে তুমি?

অভিমন্যু। আমি অভিমন্যু।

দুর্য্যোধন। ধনঞ্জয়ের পুত্র! দেখি দেখি, মুখখানা দেখি। একি আকাশের চাঁদ, না সরসীর পঙ্কজ? কেন এসেছ তুমি? কে পাঠালে তোমায়? জান না এ শত্রুপুরী?

অভিমন্যু। শত্রুপুরী নয়, এ জ্ঞাতির স্বর্গধাম।

দুর্য্যোধন। এই স্বর্গধামে তোমার পিতা আর পিতৃব্যদের যে নিগ্রহ হয়েছিল, সে সংবাদ রাখ?

অভিমন্যু। রাখি। ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ ত আছেই, তাই বলে ভ্রাতুষ্পুত্র পর হয়ে যায় না।

দুর্য্যোধন। কে বলেছে রে, কে বলেছে? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বুঝি? আর কি বলেছে সে মহাশত্রু?

অভিমন্যু। আর বলেছেন, বিবাহের পর জ্ঞাতি-অন্ন না খেলে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। তাই আমরা জ্ঞাতি-অন্ন গ্রহণ করতে এসেছি, আরও এসেছি মহাদেবীকে প্রণাম করতে। উত্তরাও আমার সঙ্গে এসেছে।

দুর্য্যোধন। উত্তরা? বিরাট রাজকন্যা? অর্জ্জুনের পুত্রবধু! ওঃ—এই মহাশত্রু যুধিষ্ঠিরকে আমি না পারি চূর্ণ করতে, না পারি বুক দিয়ে জড়িয়ে ধরতে। আমি আঘাত করি, সে হাসে। আমি

তাকে মানুষের রূপে দেখতে চাই, সে আমার কাছে দেবতা হয়ে দেখা দেয়। আমি তার ডাল পালা ছেদন করে তাকে মাটির পৃথিবীতে টানিয়ে আনব।

অভিমন্যু। পিতৃব্য!

দুর্য্যোধন। পালা অভিমন্যু, পালা। দুঃশাসন কাছেই আছে, জয়দ্রথ ছুরি শানাচ্ছে, শকুনি কটমট করে চেয়ে আছে। অন্ন নেই, ওরে এ জ্ঞাতির ঘরে তোদের জন্য অন্ন নেই।

উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা। অন্ন না দেন, আর একটা জিনিষ দিন।

দুর্য্যোধন। এ মেয়েটা কি যাদু জানে? কারও স্পর্শ ত এত শীতল নয়। কি চাও তুমি? বল, শীঘ্র বল।

উত্তরা। মহারাজ, দূতকে আপনি বিমুখ করেছেন। আমাদের আপনি বিমুখ করবেন না। ধর্ম্মরাজ আপনার কাছে শুধু পাঁচখানা গ্রাম চেয়ে পাঠিয়েছেন। যে গ্রামে ঘাস জন্মায় না, নদী বয় না, পাখী ডাকে না, মানুষ বাস করতে পারে না, তাই আপনি আমাদের দিন।

দুর্য্যোধন। না না, ওরে না; ওই শকুনির চোখ দুটো জ্বলছে, দেয়ালের ফাটলে ফাটলে দুঃশাসনের মুখ দেখা যাচ্ছে। আমি দেব না, দিতে পারব না।

অভিমন্যু। পাঁচখানা না দেন, শুধু একখানা গ্রাম দিন।

দুর্য্যোধন। না না, হবে না।

উত্তরা। তবে গ্রাম আমাদের চাই না মহারাজ। শুধু একখানা বাড়ী আমাদের দিন। আমরা দানপত্র মাথায় করে

নিয়ে গিয়ে ধর্ম্মরাজের হাতে তুলে দেব। তিনি আমাদের কথা কিছুতেই ঠেলতে পারবেন না।

দুর্য্যোধন। এরা কি পাগল ! পাঁচজনের জন্ম শুধু একখানা বাড়ী !

অভিমন্যু। তাও অট্টালিকা চাই না। শুধু—

উত্তরা। তুমি চুপ কর না ছেলেমানুষ। যা বলতে হয় আমি বলছি। বাজে লোকের কথায় আপনি কাণ দেবেন না পিতৃব্য, আমার কথাই কথা !

অভিমন্যু। কেন বাচালতা কচ্ছ ?

উত্তরা। বাচালতা কচ্ছি আমি না তুমি ? এইজন্মেই তোমাকে আমি সঙ্গে আনতে চাই নি।

অভিমন্যু। তুমি আমাকে সঙ্গে এনেছ ? না আমি—

উত্তরা। অনধিকার চর্চ্চা করো না। যাও, বাইরে অপেক্ষা কর। ছেলের সঙ্গে মায়ের কথা ; তার মধ্যে তোম্ কোন্ হ্যায় ? কেমন, ঠিক বলেছি না ? নিন, কথাটা বলে দিন, আমরা নাচতে নাচতে চলে যাই। ভাবছেন কি ? সবই আপনার থাকবে, আমাদের শুধু একখানা কুঁড়ে ঘর দিন।

দুর্য্যোধন। কুঁড়ে ঘরে বাস করবে পঞ্চভ্রাতা পাণ্ডব !

অভিমন্যু। বাস করব না পিতৃব্য, নারায়ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করব। ঠাকুর থাকবেন ঘরে, আমরা থাকব গাছতলায়। তবু আমরা জানব যে এ রাজ্যে আমাদেরও অধিকার আছে।

দুর্য্যোধন। অধিকার !

উত্তরা। ভাল ভাল কথাগুলো সব বলে ফেললে। আমি এখন কি বলব ? শুনুন পিতৃব্য, আমরা—

অভিমন্যু। এই অধিকারটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব।

উত্তরা। কোনদিন আমরা ইন্দ্রপ্রস্থ—

অভিমন্যু। ও রাজ্যের আর এককণা মাটিও আমরা দাবি করব না।

উত্তরা। কেন বাজে কথা বলছ? আমরা অধিকার—

দুর্য্যোধন। অধিকার! আবার অধিকার! পাবে না অধিকার। অধিকার বলে সূচ্যগ্র ভূমিও আমি দেব না।

উত্তরা। গীত।

মহামানি মহারাজ!
মিনতি চরণে ধরণীর বুকে হেনো না কঠিন বাজ।
জ্বলিবে অনল আবার ভারতে
ছাই হবে সব শান্তি,
আনিবে প্রলয় অকালে ধরায়
তোমার এ মহা ভ্রান্তি।
ঝরিবে বাদল লক্ষ নয়নে,
আসিবে মরণ সুখের শয়নে,
মানের যজ্ঞে দিওনা আহুতি বিশ্বনর সমাজ।

দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশাসন। কে দাদা? অভিমন্যু উত্তরা নয়! জয়দ্রথ, জয়দ্রথ,—

দুর্য্যোধন। না না, ডেকো না দুঃশাসন।

দুঃশাসন। মহাশত্রু ঘরে এসেছে। জয়দ্রথ,—

দুর্য্যোধন। না না, শত্রু ওরা নয়। ওরা শিশু, কারও শত্রু

ওরা নয়। মা এসেছে ছেলের কাছে, ছেলে এসেছে বাপের কাছে,—এখানে তুই কেন এলি? তুই সরে যা, তুই সরে যা।

দুঃশাসন। সরে যাব?

যুযুৎসুর প্রবেশ।

যুযুৎসু। হ্যাঁ, সরে যাবে। এ স্বর্গের আলো তুমি সইতে পারবে না; অন্ধ হয়ে যাবে। অসিতে হাত দিও না মেজদা। যা করতে পার, রণক্ষেত্রে করো। ওরা জোড়ে এসেছে আমাদের প্রণাম করতে। ঘরে পেয়ে ওদের গায়ে যদি তুমি কাঁটার আচড় দাও, তাহলে তোমার মাথাটাও আমি নামিয়ে দেব।

দুঃশাসন। যুযুৎসু!

দুর্যোধন। কাটাকাটি করে মর, কাটাকাটি করে মর, আমি নিজে এদের বিরাট নগরে পৌঁছে দিয়ে আসব। [উভয়ের হাত ধরিলেন]

উত্তরা। ফিরে যাব?

অভিমন্যু। কিন্তু যে জন্য এসেছিলাম, তা ত হল না।

যুযুৎসু। জ্ঞাতি-অন্ন গ্রহণ করবে? এরা দেবে না, এরা তোদের জ্ঞাতি নয়, শত্রু। জ্ঞাতি-অন্ন আছে আমার ঘরে। আয় বাবা আয়। এস মা কুরু-কুললক্ষ্মী, আমার ঘরে এস, আমার ঘরে এস।

[অভিমন্যু উত্তরা সহ প্রস্থান।

দুঃশাসন। দাদা,—তুমি কি পাথর হয়ে গেলে?

দুর্যোধন। না না, দেখছি দেহটায় মানুষের চামড়া এখনও একটু আছে? যুধিষ্ঠির কেন আঘাত করে না? সে কেন সহজ হয়ে শত্রুতা করতে আসে না? এ যে দুঃসহ মহত্ত্ব!

দুঃশাসন। এদের তুমি হাতে পেয়েও ছেড়ে দেবে?

দুর্যোধন। না দিলে যুযুৎসুর হাতে মাথা থাকবে না।

দুঃশাসন। এই বৈশ্যানী পুত্রকে শাসন করতে তোমার কি হাত ওঠে না?

দুর্যোধন। ওঠে, কিন্তু নামে না। তোমার মত এও ত ভাই।

দুঃশাসন। ওরা কেন এসেছে জান? আমাদের ব্যঙ্গ করতে। আমি ওদের বন্দী করব।

দুর্যোধন। তাহলে তোমার বুকের রক্ত পান করতে ভীমের আর দরকার হবে না, আমিই পারব।

[প্রস্থান।

দুঃশাসন। আচ্ছা, দেখা যাক্।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রাসাদ।

উলূকের প্রবেশ।

উলূক। একি চাকরি জুটিয়ে দিলে বাবা? দিনরাত কেবল মিথ্যে কথা, আর একজনের বিরুদ্ধে আর একজনকে লেলিয়ে দেওয়া, এই কি আমায় সারাজীবন করতে হবে? শান্তিতে যে থাকতে চায়, তাকে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেব না? যুদ্ধ যারা চায় না, তাদেরও পাকে চক্রে যুদ্ধে টেনে আনতে হবে? এ তোমার কি বৈরনির্য্যাতন বাবা? যুদ্ধটা তুমি না বাধিয়েই ছাড়লে না? ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করলে, পৃথিবীতে ইন্দ্রপাত হল, তবু তোমার চোখের আগুন নিভল না? সিন্ধুকরাজ, ও সিন্ধুকরাজ।

জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়দ্রথ। সিন্ধুকরাজ নয় মূর্খ, সিন্ধুরাজ।

উলূক। লোকে ত তা বিশ্বাস করে না বোনাই। বলে ও সব মিছে কথা। এত বড় একটা যুদ্ধ হচ্ছে, আর রাজকুমারী ওকে সিন্ধুকের মধ্যে আটকে রেখে দিলে? আমি বললুম, ওরে সিন্ধুক নয়, সিন্ধুক নয়; দুঃশলা বোনাইকে দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখেছে।

জয়দ্রথ। যাও যাও, কেন সন্ধ্যেবেলা বিরক্ত করতে এসেছ?

উলূক। এসেছি কি সাধে? রাজা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

জয়দ্রথ। কেন?

উলূক। কেন আবার কি? এদিকে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, আর আপনি এখনও সিন্ধুকের মধ্যে বসে আছেন? বলি কাণে কি তুলো দিয়েছেন? শুনতে পাচ্ছেন না গোটা রাজ্যটা কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

জয়দ্রথ। তোমারও ত হাঁটু বেয়ে রক্ত পড়ছে দেখছি।

উলূক। শুধু রক্ত পড়ছে? আমার ইচ্ছে হচ্ছে, কেঁদে বুক ফাটিয়ে দিই।

দুঃশলার প্রবেশ।

দুঃশলা। এখানে বুক ফাটিও না উলূক, তোমার পিতার ঘরে গিয়ে ফাটাও।

উলূক। [স্বগত] কথা শুনেছ? কাণা ব্যাটার যেমন ছেলে-গুলো, তেমনি মেয়েখানা। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ্।

দুঃশলা। সন্ধ্যেবেলা কেন এখানে মরতে এসেছ?

উলূক। আরে তুমি বলছ কি দুঃশলা? এদিকে যে দুর্য্যোধন কাৎ, দুঃশাসনের মাথায় হাত, আর অর্জ্জুনের বাজীমাৎ! ভীষ্মদেবের দফা গয়া!

জয়দ্রথ। কি ভীষ্মদেব নেই!

উলূক। একেবারে নেই নয়, পৌনে নেই। তিনি শরশয্যায় শুয়ে আকাশ দেখছেন।

জয়দ্রথ। কে তাঁকে শরশয্যায় শুইয়ে দিলে উলূক?

উলূক। আবার কে? ওই ইন্দ্রের ব্যাটা অর্জ্জুন।

দুঃশলা। থামো। [চপেটাঘাত]

উলূক। তুমি আমাকে খিঁচুচ্ছ আর হস্তিনার লোকেরা তোমার সোয়ামীকে খিঁচুচ্ছে, বাইরে গিয়ে শুনে এস না। বলে, —মাগের ভ্যাড়া জয়দ্রথ এ করলে কি?

জয়দ্রথ। কেন? কি করেছি আমি?

উলূক। কি করেছ জান না? মহাদেবের কাছে অমন একটা বর পেয়েও তুমি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে রইলে, আর এদিকে পাণ্ডবেরা আমাদের মেরে তক্তা বানিয়ে দিলে! তুমি মানুষ না গরু?

জয়দ্রথ। বেরিয়ে যাও। [চপেটাঘাত]

উলূক। আহা হা, একি চড় মারলে? একটা ভাল দেখে মার। ভীম তোমাকে যেমন মেরে তক্তা বানিয়েছিল, আর রাস্তার ছেলে-বুড়ো সবাই তোমায় চাঁদা করে চড়িয়েছিল,—তেমনি করে ওদের মার দিতে পার, তবে না বুঝি তুমি বাপের ব্যাটা। তবে ওই নাকটা সাবধান।

[প্রস্থান।

জয়দ্রথ। আমি যাব দুঃশলা, আমি যাব।

দুঃশলা। কোথায়?

জয়দ্রথ। যুদ্ধে।

দুঃশলা। না। কার যুদ্ধ? কিসের যুদ্ধ? এরা চোর, এরা পরস্বাপহারী, এরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করেছে, এরা কুল-প্রদীপ অভিমন্যুকে পর্য্যন্ত বন্দী করতে চেয়েছিল। এদের জন্য তুমি মরতে যাবে কেন?

জয়দ্রথ। আমি যে আত্মীয়।

দুঃশলা। আমার চেয়ে বেশী আত্মীয় ত নও। আমি যদি ভাইদের মৃত্যু কামনা করতে পারি, তুমি পারবে না সম্বন্ধীদের ত্যাগ করতে?

জয়দ্রথ। আমি সম্রাটের কাছে প্রতিশ্রুত যে সর্ব্ব বিপদে তাঁকে সাহায্য করব।

দুঃশলা। তিনিও ত প্রতিশ্রুত যে পাণ্ডবদের বনবাসের পর ইন্দ্রপ্রস্থ ফিরিয়ে দেবেন। তিনি করবেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, আর তুমি করবে প্রতিজ্ঞা রক্ষা? কেন?

জয়দ্রথ। তিনি যা পারেন, আমি কি তাই পারি দুঃশলা?

দুঃশলা। না পারবে কেন? তিনি যাকে উরু দেখিয়েছেন, তুমিও ত তার হাতখানা ধরেছিলে।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। জয়দ্রথ, তুমি এখনও এখানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছ? কুরুবীর ভীষ্মদেব শরশয্যায়, কৌরবের দশ অক্ষৌহিণী সৈন্য পাণ্ডবদের হাতে নিহত, আর তুমি শিবের মহার্ঘ বর হাতে নিয়ে নিরাপদ বিবরে এসে আত্মগোপন করেছ? যুদ্ধ করবে না তুমি?

জয়দ্রথ। করব রাজা পিতামহ ভীষ্ম জীবিত থাকতেই পাণ্ডবদের আমরা নিশ্চিহ্ন করব। চলুন,—

দুঃশলা। দাঁড়াও; যেতে পাবে না। পাণ্ডবদের নিশ্চিহ্ন করবে! কেন, কি করেছে তোমার পাণ্ডবেরা? মাথাটা কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেয় নি, এই কি তাদের অপরাধ?

দুর্য্যোধন। বাচালতা করো না দুঃশলা।

দুঃশলা। যাও দাদা, যাও। পাপ করেছ তোমরা, মরবে তোমরা, আমরা তোমাদের সঙ্গে মরতে যাব কেন?

দুর্য্যোধন। কারণ আমরা তোমার ভাই।

দুঃশলা। পাণ্ডবেরাও ত তোমাদের ভাই। সে ভাইকে যদি তোমরা একখানা কুঁড়েঘরও না দিতে পার, আমি কেন আমার ভাইদের হাতে স্বামীকে তুলে দেব দাদা?

দুর্য্যোধন। ইচ্ছায় না দাও, অনিচ্ছায় দেবে।

দুঃশলা। কেন মহারাজ?

দুর্য্যোধন। কারণ তোমার স্বামী আমাদেরই সামন্তরাজা। সম্রাটের প্রয়োজনে সব সামন্ত রাজাকেই অস্ত্রধারণ করতে হয়েছে; সিন্ধুরাজও বাদ যাবেন না।

দুঃশলা। সামন্ত রাজ্যটা যদি আমরা ত্যাগ করি দাদা—?

দুর্য্যোধন। ত্যাগ করবে!

দুঃশলা। এই মুহূর্ত্তে।

জয়দ্রথ। এ তুমি কি বলছ দুঃশলা? জীবনটা কাব্য নয়। ভাবাবেগে আমরা ভোগৈশ্বর্য্য ত্যাগ করে ভিক্ষাপাত্র তুলে নিতে পারি, কিন্তু ছেলেটাকে বঞ্চিত করব কোন্ অধিকারে?

দুঃশলা। ছেলে রাজা হতে চায় না, মানুষ হতে চায়।

জয়দ্রথ। তুমি উন্মাদ হয়েছ দুঃশলা। পাণ্ডবদের হাতে কৌরবেরা নিঃশেষ হয়ে যাবে, আর আমি শিবের বরে বলীয়ান হয়েও একটা অঙ্গুলিহেলন করব না?

দুঃশলা। না।

দুর্য্যোধন। তাই হক ভগ্নি; স্বামীপুত্র নিয়ে সুখে থাক

তুমি। আমার রাজ্যটাই যখন থাকবে না, তখন তোমার রাজ্য নিয়ে আর কি করব? দুর্য্যোধন মহাপাপী হতে পারে, কিন্তু সে তার ভাই ভগ্নীদের ইচ্ছায় কখনও বাধা দেয় নি। তোমার ইচ্ছায়ও আমি বাধা দেব না। থাক থাক, মরি আমরাই মরব, তোমরা সুখে থাক, সুখে থাক।

জয়দ্রথ। না মহারাজ, জয়দ্রথ নির্ব্বোধ হতে পারে, কিন্তু অকৃতজ্ঞ নয়। স্ত্রী আপনার কাছেই পেয়েছিলাম, আপনার জন্য যদি সে স্ত্রীকে আজ ত্যাগ করতে হয়, তাই করব। তবু আমি অবিশ্বাসী হব না। [প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। অভিশাপ দাও ভগ্নি, অভিশাপ দাও। যুদ্ধে যাবার আগে মার আশীর্ব্বাদ আমিও চেয়েছিলাম, যুধিষ্ঠিরও চেয়েছিল। মা যুধিষ্ঠিরকে বললেন,—"জয়ী হও", আর আমাকে বললেন—"কর্ম্মানুযায়ী ফল লাভ কর।" পিতার কাছে গেলাম, তিনি নিঃশব্দে চোখের জল ফেললেন। পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য্য, ধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য—সবারই দীর্ঘনিঃশ্বাস আমার জয়ের পথে কণ্টক ছড়িয়েছে। তুমি ভগ্নী, তুমিই বা বাদ যাবে কেন? দাও অভিশাপ, অভিশাপ দাও, দেখি দুর্য্যোধন ভস্ম হয়ে যায় না তোমরাই দগ্ধ হয়ে যাও।

[প্রস্থান।

দুঃশলা। কি করব? কার মাথাটা চিবিয়ে খাব?

যুযুৎসুর প্রবেশ।

যুযুৎসু। আমার মাথা খা দিদি, আর কারও মাথায় দাঁত ফোটাতে পারবি না।

দুঃশলা। এ কি হল যুযুৎসু? সত্য সত্যই যুদ্ধে চলে গেল? এখন আমি কি করব বল্।

যুযুৎসু। বোনাই তোর কথা শুনলে না?

দুঃশলা। না।

যুযুৎসু। এত বড় অভদ্র এই লোকটা? গুরুজনের কথা গ্রাহ্য করলে না? তাহলে আর কি করবি বল্। বাড়ী গিয়ে শ্রাদ্ধের যোগাড় কর। দরকার হয় আমিও সাহায্য করতে পারি।

দুঃশলা। কেন বাজে কথা বলছ?

যুযুৎসু। বাজে কথা নয় দিদি, বাজে কথা নয়। মহাদেবকে তোরা যা ভাবিস, সে তা নয়। ও বড় চালাক ছেলে! ওই যে বলেছে, অর্জ্জুনকে জয়দ্রথ কায়দা করতে পারবে না,—ওই ফাঁক দিয়েই তোর হাতের নোয়া গলে যাবে। ভাবছিস্ আমি হাসছি? ওরে না রে, বুকভরা কান্না আমি হাসি দিয়ে চেপে রেখেছি। হ্যাঁরে, তুই আজ সিঁদুর পরিস নি?

দুঃশলা। কেন পরব না?

যুযুৎসু। বড় মলিন দেখাচ্ছে দিদি, সিঁথির সিঁদুর বড় মলিন দেখাচ্ছে। আয় দিদি আয়; দেখি চেষ্টা করে যদি নিয়তির দণ্ড ব্যর্থ করতে পারি। চলে আয়।

দুঃশলা। কোথায়?

যুযুৎসু। পাণ্ডবশিবিরে।

দুঃশলা। পাণ্ডবশিবিরে!

যুযুৎসু। হ্যাঁ-হ্যাঁ,—এই সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা দুটি ভাইবোন্ শ্রীকৃষ্ণের নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ি আয়। চাঁদ কি পথ দেখাবে না? ভগবান্ কি চোখ তুলে চাইবে না? দুর্য্যোধন আমাদের

কথা শুনলে না,—যুধিষ্ঠির শুনবে, নিশ্চয় শুনবে। আমরা দুটি ভাই বোন তার দুটি পা জড়িয়ে ধরব। আমি যুক্তি দেখাব, তুই চোখের জল ফেলবি। ধর্ম্মরাজ তিনি,—নিশ্চয়ই আমাদের বিমুখ করবেন না।

দুঃশলা। কিন্তু এরা যদি শোনে আমরা পাণ্ডব শিবিরে গেছি, তাহলে ?

যুযুৎসু। তাহলে ঘরের ভাত বেশী করে খাবে। চলে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পাণ্ডব শিবির।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। ছি ছি ছি, এও আমার পক্ষে সম্ভব হল ? নপুংসক শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে নিরস্ত্র পিতামহের গায়ে আমি শরক্ষেপ করলুম ? ক্লীবকে দেখে সেই যে তিনি অস্ত্র ত্যাগ করলেন, আর অস্ত্র হাতে নিলেন না। শরে শরে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ হল, তবু একটা অভিশাপও উচ্চারণ করলেন না। ওঃ—নারায়ণ, তুমি শেষে এই করলে ?

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। একি শুনছি অর্জ্জুন ? জয়দ্রথ কি এতই শক্তিমান হয়ে উঠেছে যে তার হাতে ধর্ম্মরাজ পরাজিত, নকুল ক্ষত বিক্ষত আর সহদেব মূর্চ্ছিত হয়েছিল ?

অর্জ্জুন। সত্য বৃকোদর, সে সময় আমি গিয়ে উপস্থিত না হলে মহা অনর্থ ঘটত। আমার হাতে নিগৃহীত হয়ে জয়দ্রথ পালিয়ে গেল, যাবার সময় বলে গেল,—"তোমার বুকে যদি আমি বজ্রাঘাত করতে না পারি, তাহলে আমি ক্ষত্রিয় সন্তান নই।"

ভীম। আমাকে একবার সংবাদ দিলে না কেন অর্জ্জুন? আমি এই লম্পট জয়দ্রথের মাথাটা চূর্ণ করে মাটিতে মিশিয়ে দিতুম। কাম্যকবনে যখন সে দ্রৌপদীর হাত ধরেছিল, তখনই আমি তাকে যমালয়ে পাঠাতে চেয়েছিলাম, বাধা দিলে তুমি আর ধর্ম্মরাজ।

অর্জ্জুন। সে সুযোগ আজও আমি পেয়েছিলাম বৃকোদর। তরবারি তুলেওছিলাম, সহসা মনে পড়ল ভগ্নী দুঃশলার কথা। তরবারি আর নামল না।

ভীম। তোমরা কি সব পাথর দিয়ে গড়া? স্ত্রী না হয় পরের মেয়ে, তার অপমান তোমাদের গায়ে বিদ্ধ হয় না। কিন্তু অভিমন্যু? সেও কি তোমাদের পর? মহাপাপী কৌরবেরা তাকে বন্দী করতে হাত বাড়িয়েছিল, শুনেছ সে কথা?

অর্জ্জুন। শুনেছি বই কি?

ভীম। কটা কাণ দিয়ে শুনেছ? একটা কাণ দিয়ে, না দুটো? পাণ্ডবের সখা শ্রীকৃষ্ণ দূত হয়ে দুর্য্যোধনের কাছে আমাদের দাবী জানাতে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে কি ব্যবহার করেছে মনে আছে তোমাদের?

অর্জ্জুন। সব মনে আছে দাদা।

ভীম। ছাই আছে। তাহলে কি হাতে পেয়েও তুমি জয়দ্রথকে ছেড়ে দিয়ে আসতে পার? আমি যদি তাকে একবার পাই, কুকুরের মত তাকে হত্যা করব।

অর্জ্জুন। যেতে দাও বৃকোদর। ক্ষীণজীবী জয়দ্রথকে বধ করে কোন গৌরব নেই। পাণ্ডব-কৌরবের একটি মাত্র ভগ্নী দুঃশলা, সে যদি বিধবা হয়, আমাদেরই চোখের জল বাধা মানবে না।

ভীম। আশ্চর্য্য তোমার মমতা। সে যদি সুযোগ পায়, আমাদের কাঁধের উপর তরবারি তুলবে না?

অর্জ্জুন। তুলুক না দাদা; তার অস্ত্রাঘাতে একটু আঁচড় লাগতে পারে, মাথা কাটা যাবে না।

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। অতএব জয়দ্রথ দীর্ঘজীবী হক। সে তোমাদের স্ত্রীর হাত ধরেছে, তোমাদের তাতে কি যায় আসে? বিকর্ণকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছ কেন?

অর্জ্জুন। নিরস্ত্রকে বধ করতে আমার হাত উঠল না দেবি।

দ্রৌপদী। অসহায়া নারীর বস্ত্র আকর্ষণ করতে তাদের ত হাত উঠে।

অর্জ্জুন। তারা ত ধর্ম্মরাজের ভাই নয়, শ্রীকৃষ্ণের সখা নয়, তারা ত সাম্রাজ্যের অর্দ্ধেকের অংশীদার হয়েও শুধু পাঁচখানা গ্রাম দাবি করে নি। যাজ্ঞসেনি, তাদের পথ আর আমাদের পথ এক নয়।

দ্রৌপদী। এ তুমি কি বলছ পার্থ?

ভীম। ঠিকই বলছে। তাদের পথ আর আমাদের পথ এক নয়। কৌরবের পথ মরার পথ, আর পাণ্ডবের পথ বাঁচবার পথ। খবর রাখ কিছু? এবার কৌরব সেনাপতি হয়েছেন গুরু দ্রোণাচার্য্য। কসে কোমর বাঁধ; নইলে তিনি শিষ্য বলে খাতির করবেন না।

দ্রৌপদী। কি হল ধনঞ্জয়, গুরু দ্রোণাচার্য্যের নাম শুনে পাথর বনে গেলে যে।

অর্জ্জুন। যাঁর অপার করুণা শৈশব থেকে বৃষ্টিধারার মত আমাদের মাথায় অজস্র ধারে ঝরে পড়েছিল, সেই পিতামহ ভীষ্মদেবকে অন্যায় সমরে শরশয্যা পেতে দিলাম, গুরু দ্রোণাচার্য্যকেও কি তাই করতে হবে? গুরুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য আমি, আমি করব তাঁরই সেহ বক্ষে অস্ত্রাঘাত? এই দুর্ভাগ্য নিয়েই কি আমি জন্মেছি?

দ্রৌপদী। তুমি যে ক্ষত্রিয়, তুমি যে পাণ্ডববাহিনীর সেনাপতি, সে কথা কি ভুলে গেছ?

অর্জ্জুন। আমি পারব না যাজ্ঞসেনি, আমি পারব না গুরুর বক্ষে অস্ত্রাঘাত করতে।

ভীম। একশোটা কৌরবের মাথা ভাঙ্গবার ভার আমি ত নিয়েছি; তোমাদের চোখে জল আসবে বলে সে ভার তোমাদের ত দিই নি। তবু তোমাদের দু' চোখে বান ডেকে আসবে? এত অপমানের পরও চোখে তোমাদের জল আছে? গুরু! এই গুরুসভার মধ্যে মাথা নীচু করে বসে পাঞ্চালীর লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন। হাতখানা ত তোলেন নি। গুরু আছেন ত আছেন, তার হয়েছে কি? ভাল করে পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে মাথাটা উড়িয়ে দেবে। তারপর ঘটা করে অশৌচ পালন করব।

অর্জ্জুন। বৃকোদর!

গীতকণ্ঠে গীতার প্রবেশ।

গীতা। **গীত।**

> ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে
> ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥
> দেহিনোস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা
> তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥
> জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ
> তস্মাৎ অপরিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। আঃ—আবার আবার সে শঙ্খধ্বনি! আমি পাগল হয়ে যাব, আমি পাগল হয়ে যাব।

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। ধনঞ্জয়!

অর্জ্জুন। না দাদা, আমি তোমার অবাধ্য হব না দাদা। আমি গুরুর বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করব।

যুযুৎসুর প্রবেশ।

যুযুৎসু। ধর্ম্মরাজ,—[যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম]

যুধিষ্ঠির। কে? ভাই যুযুৎসু?

ভীম। এখানে কেন? দুর্য্যোধন তাড়িয়ে দিয়েছে না কি?

যুযুৎসু। না না, তাড়ায় নি ত। ও লোকটা সবাইকে কামড়ায়, কিন্তু ভাইদের কিছু বলে না।

ভীম। তোমাকে সে ভাই বলে স্বীকার করে?

যুযুৎসু। একটু বেশীরকমই করে। হস্তিনাপুরে দুঃশাসনের চেয়ে আমার প্রতাপ কম নয়।

যুধিষ্ঠির। শুনে সুখী হলুম ভাই।

দ্রৌপদী। কি মনে করে এসেছ কৌরব?

যুযুৎসু। কে? বড়বৌদি? দাও পায়ের ধূলো দাও।

দ্রৌপদী। সরে যাও। পায়ের ধূলো! অপমানের পুরীষকর্দ্দম গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে পায়ের ধুলো নিতে এসেছ!

যুযুৎসু। আরে তুমি 'আমার' উপর চটছ কেন? যে তোমার অপমান করেছে, তার বুকের রক্ত ত তোমরা নেবেই, তার উপর আমার বুকটাও কি চিরে ফেলতে চাও?

অর্জ্জুন। তুমি এখানে কেন যুযুৎসু?

ভীম। কি বলতে এসেছ বল।

দ্রৌপদী। কি আর বলবে? এসেছে তোমাদের রণনীতির সন্ধান নিতে। এই গুপ্তচরকে তোমরা বন্দী কর।

যুযুৎসু। তোমার মাথা অতি পরিষ্কার! ঘরে খাবার কিছু আছে না সব মেজদায় নমঃ করে ফেলেছ? থাকে ত যাও, নিয়ে এস চটপট্।

দ্রৌপদী। থামো।

যুযুৎসু। আরে বাবা, তোমার ত রাগ করবার লোক অনেক আছে। এঁরা পাঁচজন আছেন, পাঁচটি ছেলে আছে, তার উপর অভিমন্যু বাবাজীবন একাই একশো। এত লোক থাকতে তুমি দেবি রাগের অপব্যয় কচ্ছ কেন বল ত? আমায় কি বুঝতে হবে যে তোমার মাথায় ঘি বলে কোন পদার্থ নেই?

ভীম। যুযুৎসু!

যুযুৎসু। সরে যাও। ভাজের সঙ্গে দেওরের ঝগড়া, তার মধ্যে তুমি এসে ক্ষিধে বাড়াচ্ছ কেন?

যুধিষ্ঠির। যুযুৎসু,—

যুযুৎসু। ধর্ম্মরাজ, যুদ্ধের দশ দিন কেটে গেছে। কত নারী স্বামী হারিয়েছে, কত পুত্রকন্যা পিতাকে হারিয়ে অনাথ হয়েছে, কত মার বুক শূন্য হয়ে গেছে। দু' পক্ষের কারও তাতে লাভ হয় নি; আপনার গেছে উনিশ আমাদের গেছে বিশ। লাভের মধ্যে উভয়ের আত্মীয় মহাবীর মহাজ্ঞানী মহাত্যাগী ভীষ্মদেব মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শরশয্যায় শুয়ে আছেন। আর কেন ধর্ম্মরাজ,—এ আগুন নিভিয়ে দিন। পৃথিবী শীতল হক, মানবজাতি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচুক।

যুধিষ্ঠির। যুদ্ধ ত আমি চাই নি। তোমরাই আমাকে যুদ্ধে নামিয়েছ। আমার কুলপ্রদীপ অভিমন্যু শুধু একখানা গ্রাম আমাদের জন্য চেয়েছিল; তাও সুযোধন দিলে না।

যুযুৎসু। আমি দেব ধর্ম্মরাজ, শুধু একখানা গ্রাম নয়, রাজ্যের অংশ।

অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠির। তুমি দেবে!

যুযুৎসু। আপনি ত জানেন, হস্তিনাপুর রাজ্যের একশত এক ভাগের এক অংশ আমার। মহারাজ দুর্য্যোধন আপনাদের বঞ্চনা করেছেন, কিন্তু আমাকে বঞ্চনা করবেন না। আমি আমার অংশ আপনাদের দান কচ্ছি ধর্ম্মরাজ।

অর্জ্জুন। তারপর তুমি কি খাবে?

যুযুৎসু। অন্নপূর্ণার শাকান্ন কণায় সশিষ্য দুর্ব্বাসার পেট ভরেছে, আমার পেট কি ভরবে না? না ভরে মুঠো মুঠো উনুনের ছাই

খাব, তবু মনে সান্ত্বনা থাকবে যে আমার জন্যে পৃথিবীটা রক্ষা পেয়েছে।

যুধিষ্ঠির। দেখেছ বৃকোদর, দেখেছ,—চাঁদে শুধু কলঙ্ক নেই, জ্যোৎস্নাও আছে ; কুসুমে শুধু কীট থাকে না, সৌরভেরও অন্ত নেই। যুদ্ধ বন্ধ করবে ধনঞ্জয় ?

অর্জ্জুন। এই মুহূর্ত্তে। এ আত্মঘাতী রণ আর আমি সইতে পাচ্ছি না ধর্ম্মরাজ। পিতামহের শবশয্যা আমার বুক ভেঙ্গে দিয়েছে ; এর পর আসছেন গুরু দ্রোণাচার্য্য। বন্ধ কর দাদা, যুদ্ধ বন্ধ কর।

ভীম। তোমার মুখ বন্ধ কর ধনঞ্জয়। সইতে না পার, অন্তঃপুরে গিয়ে বসে থাক। আমরা অভিমন্যুকে সেনাপতি সাজিয়ে যুদ্ধ করব, তবু পাঞ্চালীর অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষান্ত হব না, কিছুতেই না।

[প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। পাঞ্চালি,—

দ্রৌপদী। অমন কাঙ্গালের মত মিনতি কচ্ছ কেন ধর্ম্মরাজ ? তোমার কথাই ত আমাদের বেদ। কৌরব সভায় স্ত্রীকে লাঞ্ছিত দেখেও তুমি ভাইদের কাউকে তর্জ্জনি হেলন করতে দাও নি। আজও যদি ইচ্ছা হয়, দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে ডেকে এনে আলিঙ্গন কর, কেউ বাধা দেবে না। নাই বা হল স্ত্রীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ, তোমার ধর্ম্মরাজ নামে যেন কলঙ্ক না লাগে।

অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভিমন্যু। তুমি ভেবো না বড়মা, তোমার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ আর কেউ না নেন, আমি নেব।

দ্রৌপদী। নিবি বাবা? নিবি? আর পাঁচটাকে এনে দিচ্ছি; ছ ভাই মিলে ছুটে যা দেখি। আর সবাই বেঁচে থাকে থাক, দুর্য্যোধন আর দুঃশাসনের মাথা দুটো আমায় এনে দে। উঃ—পাগল হয়ে যাব আমি, পাগল হয়ে যাব।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। তুমি উন্মাদ হয়েছ অভিমন্যু। আচার্য্য দ্রোণকে তুমি ঠিক দেখ নি।

অভিমন্যু। তোমার আচার্য্যও অভিমন্যুকে দেখেন নি। যাও বাবা, ভীষ্মদেবকে আঘাত করে তোমার তূণের সব শর ফুরিয়ে গেছে। তুমি বিশ্রাম কর গে বাবা। আমাকে শুধু তোমার গাণ্ডীবটা দিয়ে দাও।

অর্জ্জুন। গাণ্ডীব তুলবে তুমি?

অভিমন্যু। এই ত শরক্ষেপ করে এলুম। উত্তরা আমায় ভীরু বলে গাল দিলে, আমি অমনি গাণ্ডীব তুলে তার দিকে শরক্ষেপ করতে গেলাম; মা এসে না ধরলে রক্তারক্তি হয়ে যেত।

যুধিষ্ঠির। অর্জ্জুনের গাণ্ডীবে শরযোজনা করলে তুমি!

অভিমন্যু। ছিলাটা ছিঁড়ে গেছে বাবা, ঠিক করে নিও।

অর্জ্জুন। এ যে আমি বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না।

অভিমন্যু। গিয়েই দেখ না। মা হাসছেন আর উত্তরা হুঁ করে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। আর মামা ভাল মানুষটির মত পিট পিট করে তাকাচ্ছেন।

অর্জ্জুন। এ যদি সত্য হয় অভিমন্যু, তাহলে আমার চেয়ে সুখী সংসারে কেউ নেই। তুমি আমার চেয়ে কীর্ত্তিমান হও, তোমার নাম জগদ্বাসীর জপমালা হক। [প্রস্থান।

যুযুৎসু। বেঁচে থাক্ ব্যাটা, বাপের সুপুত্র হয়ে বেঁচে থাক্। ধর্ম্মরাজ, যুদ্ধ বন্ধ করুন।

সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভদ্রা। কেন বল দেখি।

যুধিষ্ঠির। দেখ মা দেখ; উন্মাদ অনেক দেখেছ, এ আর এক উন্মাদ দেখ। যুযুৎসু কি বলছে জান? হস্তিনাপুরের যে অংশ ওর প্রাপ্য, ও তাই আমাকে দান করতে চায়। কি বল মা, যুদ্ধ বন্ধ করব?

সুভদ্রা। না ধর্ম্মরাজ।

যুধিষ্ঠির। কিন্তু অভিমন্যু যে বলে এসেছে শুধু একখানা গ্রাম পেলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকব।

অভিমন্যু। সে আমি চেয়েছি অধিকার বলে, দান বলে ত নয়, ভিক্ষা বলেও নয়। ভিক্ষা যদি আপনি চান, মহারাজ দুর্য্যোধন সমগ্র রাজ্যটাই দিতে প্রস্তুত।

যুধিষ্ঠির। কিন্তু—

অভিমন্যু। কোন কিন্তু নেই ধর্ম্মরাজ। আমরা জীবিত থাকতে আপনাকে আমরা ভিক্ষা করতে দেব না।

যুধিষ্ঠির। শুনছ যুযুৎসু?

যুযুৎসু। আজ্ঞে শুনে চোখে অন্ধকার দেখছি।

যুধিষ্ঠির। তুমি যাও যুযুৎসু। যেখানে আমার অধিকার আছে, সেখানে দান আমি নেব না। তাই না মা?

সুভদ্রা। হ্যাঁ ধর্ম্মরাজ। যিনি সব জানেন, এ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সেই শ্রীকৃষ্ণেরই বিধান। তিনিই বলেছেন,—"হতো বা প্রাপস্য সে

স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।” এখানে আমাদের কোন বিচার বিবেচনা থাকতে পারে না।

যুধিষ্ঠির। ঠিক বলেছ মা। হে পাণ্ডবসখা, হে নির্ভুল বিচারক, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হক।

দুঃশলার প্রবেশ।

দুঃশলা। ধর্ম্মরাজ,—

যুধিষ্ঠির। কে, ভগ্নী দুঃশলা। কি হয়েছে দিদি? ওঠ ওঠ।

দুঃশলা। না, উঠব না। আগে বল যুদ্ধ বন্ধ করবে।

সুভদ্রা। তা হয় না বোন।

দুঃশলা। কেন হয় না? তোমরা ত পাঁচখানা গ্রাম চাও? আমি তোমায় পাঁচশো গ্রাম দিচ্ছি। আমার রাজ্যটা তুমি নাও ধর্ম্মরাজ; এ আত্মঘাতী যুদ্ধের অবসান কর।

যুযুৎসু। ভাল করে চেপে ধর।

যুধিষ্ঠির। তুমি যে ছোট বোন। তোমাকে আমরা দু হাতে ভরে দেব। তোমার দান কি আমরা নিতে পারি দিদি?

অভিমন্যু। ওঠ পিসীমা। এ শ্রীকৃষ্ণের বিধান,—আমরা যন্ত্রী মাত্র।

দুঃশলা। ওরে বাবা অভি, এ অপরিসীম দুঃখ আমি সইতেও পাচ্ছি না, কাউকে বলতেও পাচ্ছি না। দেখি, চাঁদমুখখানা একবার দেখি বাবা। দেহ তোমার বজ্র হক, বাহু তোমার অজেয় হক কুলপ্রদীপ। আমার সঙ্গে যাবি বাবা? আমি তোকে আমার ঘরে লুকিয়ে রাখব। দেবে বৌদি, দেবে? শুধু এই কটা দিন। তারপর আবার আমি দিয়ে যাব।

সুভদ্রা। তা কি হয়? এ ধর্ম্মযুদ্ধ,—এ যুদ্ধে সবাইকেই রক্ত দিতে হবে। অভিমন্যু বাদ যাবে কেন বোন?

দুঃশলা। এরা তোকে মেরে ফেলবে অভি। এদের কাছে থাকিস নে। আর একটা কথা শোন্ বাবা। আমার মাথায় হাত দিয়ে বল্, সিন্ধুরাজের সঙ্গে ভুলেও কখনও যুদ্ধ করবি না।

অভিমন্যু। কথা দিচ্ছি পিসীমা, আর তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করব না। তুমি শান্ত হও।

[প্রস্থান।

দুঃশলা। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি।

সুভদ্রা। না খেয়ে যেতে পাবে না দুঃশলা।

দুঃশলা। খেতে হয়, তোর মাথাটা খাব রাক্ষসি, আর কিছু নয়।

যুধিষ্ঠির। কেন এসেছিলে বোন?

দুঃশলা। তুমি মরবে কবে, তাই জানতে এসেছিলাম। দুর্য্যোধনের চেয়ে তুমিই কি কম? তার শক্তির অহঙ্কার, আর তোমার ধর্ম্মের অহঙ্কার! কর, ধর্ম্ম কর, ভাল করে ধর্ম্ম কর। সবাই মরুক, আর তুমি ধর্ম্মের ধ্বজা তুলে নৃত্য কর, নৃত্য কর।

[প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।

[প্রস্থান।

সুভদ্রা। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভোজনাগারে চল।

যুযুৎসু। তুমি অতি অখাদ্য।

সুভদ্রা। কিন্তু আমার ঘরের খাবারগুলো অখাদ্য নয়। খাবে এস।

যুযুৎসু। না, তোমার হাতে আর খাব না।

সুভদ্রা। কেন, আমার হাতের অপরাধ?

যুযুৎসু। তুমি অতি সাংঘাতিক লোক। কেষ্ট ঠাকুরের বোন ত, বেশী ভাল কোত্থেকে হবে? ধর্ম্মরাজ বল, ভীমার্জ্জুন বল— সবাইকেই নোয়ানো যায়, কিন্তু তোমাকে নোয়ানো শিবের অসাধ্য। তোমার দাদা এই যুদ্ধটা বাধিয়েছে, আর তুমি বসে বসে হাওয়া দিচ্ছ।

সুভদ্রা। এ তুমি বলছ কি যুযুৎসু? আমি ত সাতেও নেই, পাঁচেও নেই।

যুযুৎসু। তুমিই মূলাধার দেবি। অধমকে বৃথা ছলনা করো না। তোমার শ্রীদাদা যতই বিশ্বরূপ দেখাক, তোমার কাছে সে খোকা। [সুরে]

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু সুভদ্রারূপেন সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

[প্রস্থান।

সুভদ্রা। অভিমন্যুর পিছে পিছে আজ তোমার ছায়া দেখছি কেন দাদা? কি চাও তুমি? কাছে এস নারায়ণ,—কথা কও। আমি তোমার প্রহার সইতে পারি, কিন্তু এ নিস্তব্ধ মূর্ত্তি সইতে পারি না।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। ভদ্রা,—

সুভদ্রা। এস দাদা।

শ্রীকৃষ্ণ। এ তুমি কি করলে ভদ্রা? ধর্ম্মরাজ যুদ্ধ বন্ধ করতে

চেয়েছিলেন, তুমিই নাকি তাঁকে নিষেধ করেছ? ভাল কর নি ভগ্নি, ভাল কর নি। এখনও যদি যুদ্ধ বন্ধ না হয়, তাহলে আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্যের একজনও জীবিত থাকবে না?

সুভদ্রা। জীবিত কি তারা আছে নারায়ণ? তুমি ত তাদের সবাইকেই মেরে রেখেছ; আমরা শুধু নিমিত্তের ভাগী। এ কথা ত তুমিই বলেছ। তুমিই ত বলেছ, যুদ্ধ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের অন্য ধর্ম্ম নেই।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি বুঝতে পাচ্ছ না ভগ্নি। তখন এ কথা বলবার প্রয়োজন হয়েছিল। আজ যখন স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইছেন, তখন কেন আর এ লোকক্ষয়? তোমাকে কি বলব ভগ্নি, এক একটা সৈন্য প্রাণ দিচ্ছে, আর আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে।

অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভিমন্যু। তা ত যাবেই। তোমার প্রাণটা চিরদিনই কোমল! লোকে বলে, কংস মামাকে হত্যা করে কি কান্নাটাই তুমি কেঁদেছিলে, তোমার মা যশোদার জন্যে এখনও তোমার দু চোখে বান ডেকে আসে।

শ্রীকৃষ্ণ। এ সব কি বলছ তুমি বালক?

অভিমন্যু। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কে বাধালে মামা? মহারাজ দুর্য্যোধনকে যত খারাপ লোকে বলে, তত খারাপ ত তিনি নন।

সুভদ্রা। তবে তিনি আমাদের প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন না কেন?

অভিমন্যু। তোমার ভাই বাঁকা বাঁকা কথা বলে তাঁর মনটা বিষিয়ে দিয়ে এসেছেন বলে। পৃথিবীতে লোকসংখ্যা বেশী হয়েছে,

যুদ্ধ তোমার একটা চাইই, তাই না মামা? কৌরব পাণ্ডবের এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ তোমারই ইচ্ছার ফল।

শ্রীকৃষ্ণ। ছি ছি ছি, তুমি এ জন্য আমাকে দায়ী কচ্ছ? লোকে শুনলে বলবে কি?

অভিমন্যু। লোকে অনেক কথাই বলে মামা। তোমার তা গায়ে বিঁধবে না। এখন কি জন্যে এসেছ তাই বল।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি ভেবেছিলাম, নারায়ণী সেনা ধ্বংস করতে অর্জ্জনকে নিয়ে যাব।

অভিমন্যু। নিয়ে তুমি গেছ, আর বলতে হবে না।

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু তারা বড় দুর্দ্ধর্ষ সুভদ্রা। তাদের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জ্জনের অমঙ্গলও হতে পারে।

সুভদ্রা। অমঙ্গলকে সঙ্গে নিয়েই ত ক্ষত্রিয়ের জীবনযাত্রা দাদা। তুমি তাঁকে নিয়ে যাও।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার অনুমতি যখন পেয়েছি, তখন ধর্ম্মরাজের সম্মতি নিশ্চয়ই পাব।

অভিমন্যু। অনুমতি তুমিই চাও, তুমিই দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি তাহলে আসি বোন।

অভিমন্যু। একটু দাঁড়াও মামা, একটা প্রণাম কচ্ছি। আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার মত সরল হই।

শ্রীকৃষ্ণ। পিতার মত যশস্বী হও বাবা।

[প্রস্থান।

অভিমন্যু। মা, সবাই বর্ম্ম চর্ম্ম পরে যুদ্ধে যাচ্ছে, ধর্ম্মরাজ কেন আমাকে যুদ্ধে যেতে দিচ্ছেন না? তুমি তাঁকে বল, কাল আমি নিশ্চয়ই যুদ্ধে যাব।

সুভদ্রা। সদ্যবিবাহিত বলে বোধ হয় ধর্ম্মরাজ তোমাকে যুদ্ধের অনুমতি দেন নি। তোমার যদি এতই আগ্রহ, আমি কালই তোমাকে যুদ্ধে পাঠাবার ব্যবস্থা কচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

[প্রস্থান।

অভিমন্যু। উত্তরা কেবলি আমায় বলে,—"তুমি যুদ্ধের কি জান?" জানি কিনা, এইবার তাকে বুঝিয়ে দেব।

উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা। ওগো, তুমি এখানে? দেখ পিসীমা কি রকম কচ্ছে কেবলি বলছে ভাল করে সিঁদুর পর, ভাল করে সিঁদুর পর। নিজের সিঁথি থেকে সিঁদুর তুলে নিয়ে আমার সিঁথিতে পরিয়ে দিলে, নিজের হাতের নোয়া খুলে আমার হাতে দিয়ে দিলে; এর অর্থ কি গো?

অভিমন্যু। অর্থ এই যে পিসীমার মাথা খারাপ।

উত্তরা। মাথা খারাপ!

অভিমন্যু। নইলে নিজের রাজ্যটা ধর্ম্মরাজকে দান করতে চায়!

উত্তরা। কিন্তু আমার গা'টা এ রকম ছমছম কচ্ছে কেন?

অভিমন্যু। ভয়ে।

উত্তরা। কাকে ভয় করব আমি?

অভিমন্যু। আমাকে। ওই যে দেখেছ আমি গাণ্ডীব তুলে জ্যা রোপণ করেছি, ওতেই তোমার হয়ে গেছে। ঝগড়াটে লোকের অমন হয়।

উত্তরা। আমি ঝগড়াটে?

অভিমন্যু। না না, কে বললে? তুমি অতি সুশীলা, পতি ভক্তি পরায়ণা, কেবল বাড়ীতে কাকচিল বসতে দাও না, এইটুকুই দোষ।

উত্তরা। যা তা বলো না বলছি। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না ত কি পাড়ার লোক ডেকে এনে ঝগড়া করব? মেয়েদের স্বামী থাকে কেন?

অভিমন্যু। ঝগড়া করবার জন্যে, না? আমি যদি না থাকি, তখন কার সঙ্গে—

উত্তরা। চুপ চুপ। কেন এ কথা বললে? আমার মনটা কেমন কচ্ছে। ওগো শুনছ?

অভিমন্যু। শুনছি গো, তুমি একটু সরে যাও না। ওই দেখ মামা দাঁড়িয়ে আছেন।

উত্তরা। তাতে হয়েছে কি? তা বলে আমার স্বামীর সঙ্গে আমি কথা বলব না?

অভিমন্যু। নিশ্চয়ই বলবে, তবে একটু তফাৎ থেকে বলবে আর গুরুজনদের সামনে অমনি করে আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকবে না।

উত্তরা। কেন থাকব না? তাতে কার কি?

অভিমন্যু। কথাটা হচ্ছে, তুমি না হয় খুকী, কিন্তু আমি ত খোকা নই। ঝগড়ার সময় ত দেখা হয়ই; তখন প্রাণভরে চেয়ে থেকো, তাই বলে সব সময়—

উত্তরা। আমার যে দেখে দেখে সাধ মেটে না। চাঁদের কতটুকু জ্যোৎস্না, ফুলের কতটুকু শোভা, নক্ষত্র মণি খচিত আকাশের কি ছার সৌন্দর্য্য? বিশ্বের সৌন্দর্য্য এই একটি মুখে

এসে ধরা দিয়েছে। এই মুখ দেখে নি বলে পাখীর গান দুর্বোধ্য হয়ে রইল, নদীর কলতানে বিষাদের সুর বাজল, আকাশ মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

অভিমন্যু। সরে যাও না, লজ্জা করে না তোমার ?

উত্তরা। তুমিই ত লজ্জানিবারণ, তুমিই ত ভয়ত্রাতা, আমার বলতে কিছুই ত রাখি নি আর।

অভিমন্যু। উত্তরা !

উত্তরা। গীত।

আমার লজ্জা ধরম ভরম তোমারে করেছি দান,
তুমিই আমার ইহ পরকাল হে ক্ষুদ্র ভগবান্ !

অভিমন্যু। [উত্তরার কর্ণধারণ,]

উত্তরার সরিয়া গিয়া পুনঃ গীত।

অঞ্চল দড়ি বন্ধন গরু তুমি প্রিয় তুমি স্বামী,
নাহি কিছু মোর হে চিতচোর তোমারে দিতে প্রণামি,
তোমার শ্রীমুখ চাহিয়া (আমি) ঘেমে ঘেমে উঠি নাহিয়া,
করেছিনু তপ লভিতে কি বিধি মুখ পোড়া হনুমান।

অভিমন্যুর পৃষ্ঠে মুষ্ঠাঘাত করিয়া প্রস্থান, অভিমন্যুর পশ্চাধাবন।

তৃতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। অমরধামে যাও কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মযুদ্ধের বীর সৈনিকগণ। শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মযজ্ঞের আহুতি তোমরা, পূর্ণ তোমাদের জীবনের সাধনা, সার্থক তোমাদের জন্ম। পেছনে যাদের ফেলে গেছ, তাদের ভার আমি নিলাম, হে সৈনিকগণ, তোমরা চিরশান্তি লাভ কর।

সন্তর্পণে শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। এত লোক মরে গেল, আসল লোক ত একটাও পড়ল না? কৌরবেরা একশো ভাই এখনও সোজা দাঁড়িয়ে আছে? হতভাগা ভীমটা কচ্ছে কি? আমার নিরানব্বইটা ভাইকে দুর্য্যোধন যেমন করে মেরেছে, তার ভাইয়েরা কি তেমনি করে মরবে না?

শ্রীকৃষ্ণ। মরবে।

শকুনি। কবে?

শ্রীকৃষ্ণ। সেদিনের আর দেরী নেই।

শকুনি। দু চোখ ভরে দেখতে পাব ত তাদের শোচনীয় মৃত্যু?

শ্রীকৃষ্ণ। পাবে; শুধু তাদের মৃত্যু নয়, নিজের মৃত্যুও দেখতে পাবে।

শকুনি। কে এখানে? কে কথা বলছে? কৃষ্ণ? সন্ধ্যা হয়েছে, আজকের মত যুদ্ধ শেষ। তবে তুমি এখানে কেন? আবার

কোন্ মায়ের বুক খালি করবার মৎলব আঁটছ কৃষ্ণ? কুন্তী, দ্রৌপদী না সুভদ্রা?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার মত আত্মীয়ের মরণ কামনা করতে সবাই পারে না।

শকুনি। তোমার আবার আত্মীয়! যশোদা কি তোমায় আধ-পেটা খেতে দিত? গোপীনীরা কি তোমার মাথায় লাঠি মেরেছিল? ছল করে আবার দূতিয়ালি করতে গিয়েছিলে কেন? শান্তিস্থাপন করতে, না? কত বড় শান্তি সংস্থাপক তুমি, আর কেউ না জানলেও আমি জানি।

শ্রীকৃষ্ণ। কি বলছ তুমি উন্মাদ?

শকুনি। কিচ্ছু বুঝতে পাচ্ছ না? সরল মানুষ তুমি, ভাজা মাছ উল্টে খেতে জান না! হ্যাঁ হে দূত, দুর্য্যোধন যদি তোমার প্রস্তাব মেনে নিত, তাহলে কি করতে বল দেখি? যুদ্ধ ত তোমার একটা চাই।

শ্রীকৃষ্ণ। যুদ্ধ বাধিয়েছ তুমি, আর দোষ দিচ্ছ আমার?

শকুনি। আমি বাধিয়েছি, না? দুর্য্যোধন যখন তোমার কথার উত্তর দিচ্ছিল, তখন তার জিভের উপর তোমার চক্রটা দেখলুম কেন হে?

শ্রীকৃষ্ণ। যাও যাও, আমি তোমার বাচালতা শুনতে চাই না। আমার অনেক কাজ আছে।

শকুনি। কি কাজ দয়াময়? দ্রোণাচার্য্যকে চাই বুঝি? পাণ্ডব বাহিনীর কোন্‌দিকটা আলগা আছে, তাই বুঝি তাকে দেখিয়ে দেবে? কেন কৃষ্ণ, তারা ত তোমার পাকা ধানে মই দেয় নি।

শ্রীকৃষ্ণ। নারায়ণী সেনা আজ পাণ্ডবদের অংসখ্য সৈন্য বধ করেছে। অর্জ্জুন ছাড়া তাদের গতিরোধ করতে কেউ পারবে না।

শকুনি। অতএব অর্জ্জুনকে সরিয়ে নিতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। জয়দ্রথ কোথায় বলতে পার?

শকুনি। কাছেই আছে। ডেকে দেব?

শ্রীকৃষ্ণ। না না; হ্যাঁ হে, জয়দ্রথ নাকি শিবের বরে বলীয়ান হয়ে এসেছে? কথাটা কি সত্য?

শকুনি। সত্য। অর্জ্জুন,—জয়দ্রথ,—শিবের বর, সম্বন্ধটা ত খুঁজে পাচ্ছি না। দাঁড়াও দাঁড়াও,—মাথাটা পরিষ্কার হয়ে আসছে। শিবের বরে অর্জ্জুন ছাড়া জয়দ্রথ সব পাণ্ডবদের অজেয়। অর্জ্জুনকে তুমি সরিয়ে নিচ্ছ, তার অর্থ পাণ্ডবদের পরাজয়। অর্থাৎ জয়দ্রথকে জিতিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সে যে অভিমন্যুর মৃত্যুর কারণ হবে। ওঃ—এই তুমি মামা? শকুনি মামা তোমার কাছে শিশু। অমন কাজ করো না কৃষ্ণ, অমন কাজ করো না। কপোত কপোতীর সুখের বাসায় তুমি আগুন ধরিয়ে দিও না।

শ্রীকৃষ্ণ। শকুনি!

শকুনি। অর্জ্জুন কোথায় অর্জ্জুন?

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ কোথায় আত্মীয়ের শোকে আর্ত্তনাদ কচ্ছে। মায়ামুগ্ধ জীব, এই জ্বলে ওঠে, আবার পরমুহূর্ত্তে নিভে যায়।

শকুনি। নিভে যাচ্ছে, না? তাকে জ্বালিয়ে তুলতে হবে; নইলে কৌরব বংশ ধ্বংস হবে না। ঠিক ঠিক। জ্বালাও, ভাল করে জ্বালাও।

শ্রীকৃষ্ণ। ওই দ্রোণাচার্য্য আসছেন। আমি চললুম। আজ অসংখ্য কৌরব সৈন্য রণস্থলে প্রাণ দিয়েছে, আচার্য্য এইবার চক্রব্যূহ সাজিয়ে যুদ্ধ করবেন না ত? তাহলেই ত সর্ব্বনাশ। কি জানি, কি আছে নিয়তির চিত্রপটে? [প্রস্থান।

শকুনি। চক্রব্যূহ! চক্রব্যূহ কি বাবা? এ নাম ত কখনও শুনি নি।

জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়দ্রথ। কে, মাতুল? মহারাজকে বলবেন, আমি চললুম।

শকুনি। কোথায় চললে বাবাজি?

জয়দ্রথ। দেশে চললুম। আমি স্ত্রীকে কাঁদিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছি। চারিদিকে আমি শুধু তারই বিষণ্ণ মুখ দেখতে পাচ্ছি।

শকুনি। আহা, তা আর দেখবে না? স্ত্রী বলে কথা! স্ত্রী যদি তোমার মরণ কামনাই করে, তা বলে তুমি কি তার কথা না রেখে পার?

জয়দ্রথ। স্ত্রী মরণ কামনা কচ্ছে? আমার?

শকুনি। যেতে দাও। ছেলেমানুষ; তোমার উপর রাগ করে যদি সে পাণ্ডব শিবিরে গিয়েই থাকে, সে কি আর ক্ষমা করা যায় না?

জয়দ্রথ। পাণ্ডব শিবিরে গেছে? দুঃশলা?

শকুনি। চট কেন বাবা? রাগের সময় কি জ্ঞান থাকে? নইলে দুঃশলা অর্জ্জুনকে বলতে পারে তোমার মাথা নিতে?

জয়দ্রথ। মাতুল!

শকুনি। পারে নিজের হাতের নোয়া খুলে উত্তরাকে পরিয়ে দিতে? যেতে দাও, যেতে দাও, স্ত্রী বলে কথা।

জয়দ্রথ। এ আপনি কি দুঃসংবাদ দিলেন মাতুল? আমি যে এ কথা ভাবতেই পারি নি। পাণ্ডবেরা কি বললে?

শকুনি। যুধিষ্ঠির বললে,—দুর্ব্বলকে ক্ষমা করাই ভাল।

জয়দ্রথ। আমি দুর্ব্বল?

শকুনি। ভীম বললে,—আমি ওকে কংসকাটা করব।

জয়দ্রথ। বটে!

শকুনি। কিন্তু বুকের পাটা বলি অর্জ্জুনের ব্যাটা অভিমন্যুর; সে বলেছে,—আমি সেই নরপশুটাকে জ্যান্ত রথের চাকায় বেঁধে নিয়ে আসব। যেতে দাও, যেতে দাও,—যে সয়, সে রয়।

জয়দ্রথ। না—হবে না। অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর কোন কথাই আমি শুনব না।

শকুনি। হ্যাঁ হে, চক্রব্যূহ কাকে বলে জান? পাণ্ডবেরা বলাবলি কচ্ছিল, দ্রোণাচার্য্য যদি চক্রব্যূহ সাজিয়ে যুদ্ধ করে, তাহলেই ত সর্ব্বনাশ। যেতে দাও, যেতে দাও, শুদ্ধ যেতে দাও।

[প্রস্থান।

জয়দ্রথ। চক্রব্যূহ! কি জানি, কার নাম চক্রব্যূহ! পাণ্ডবদের ধ্বংস চাই, অভিমন্যুর মৃত্যু চাই।

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। এ আমার দুর্ভাগ্য আচার্য্যদেব যে আপনাদের মত বহু বীর আমার সহায় থাকতেও আমাদের সৈন্যরাই দলে দলে প্রাণ দিচ্ছে, পাণ্ডব সৈন্যেরা প্রায় অক্ষতই রয়ে গেল। পাণ্ডবদের গায়ে একটা হুলও বিদ্ধ হল না!

দুঃশাসন। পূর্ব্ব রণাঙ্গনে নারায়ণী সেনা যে অসীম বিক্রমে শত্রু ক্ষয় কচ্ছে, পশ্চিম রণাঙ্গনে জগদ্বিখ্যাত বীরেরা তার শতাংশের একাংশ বিক্রমও দেখাতে পারেন নি।

দ্রোণাচার্য্য। আমাদের দুর্ভাগ্য।

দুর্য্যোধন। দুর্ভাগ্যের আড়ালে আত্মগোপন করবে মসীজীবীরা, অসিজীবীরা নয়। দ্রুপদরাজ যখন রাজসভায় আপনাকে অপমান করেছিল, তখন ত দুর্ভাগ্য বলে আপনি সে অপমান উড়িয়ে দেন নি। শিষ্যদের লেলিয়ে দিয়ে আপনি দ্রুপদরাজকে বন্দী করেছিলেন। মনে আছে সে কথা?

দ্রোণাচার্য্য। আছে বাবা।

দুঃশাসন। কোথায় আজ আপনার সে পুরুষকার?

দ্রোণাচার্য্য। ধর্ম্ম তার গলা টিপে ধরেছে।

দুঃশাসন। ধর্ম্মের গলা আপনি টিপে ধরুন। ধর্ম্ম! পিতামহ ভীষ্ম দশদিন যুদ্ধ করেছিলেন, পাণ্ডব শিবিরে দশদিনে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। আর পাঁচদিন যুদ্ধ হলে পাণ্ডব বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। এমনি সময়ে তিনি নিজেই অর্জ্জুনের কাণে মন্ত্র দিয়ে দিলেন, —শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে যুদ্ধ কর। এই ত আপনাদের ধর্ম্ম!

দুর্য্যোধন। যুদ্ধের দ্বাদশ দিন আজ অতিক্রান্ত হল। ভীষ্ম শরশয্যায়, কিন্তু আরও একশো ভীষ্ম আমার সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে। দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শল্য, শকুনি—কেউ ত কম নয়। তবু কেন আমি আশার আলোক দেখতে পাচ্ছি না?

দ্রোণাচার্য্য। পাবে না, কখনও তুমি আশার আলোক দেখতে পাবে না দুর্য্যোধন। আমাদের কথা না হয় তোমার মনে নেই, কিন্তু যুদ্ধের আগে তোমার জননী তোমায় কি বলেছেন, সে কথাটা নিশ্চয়ই তুমি ভুলে যাও নি। অহঙ্কারে উন্মত্ত না হলে তোমরাও আমাদের মতই শুনতে পেতে,—এই কর্ণবিদারী রণ কোলাহলের মধ্যে একটা উদাত্ত বাণী প্রতিনিয়তই ধ্বনিত হচ্ছে—"যথা ধর্ম্ম, তথা জয়।"

গীতকণ্ঠে বিদুরের পুনঃ প্রবেশ।

বিদুর। গীত।

যথা ধর্ম্ম, তথা জয়, শাশ্বত এ বাণী
মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয়, ওরে অভিমানি।
থামিয়ে দে সজ্জা রণের, সমরভেরী থামা,
মানের বোঝা মাথা থেকে পায়ের তলায় নামা,
যা চাইলি তুই পাবি না রে, ভাসবি দুঃখ পারাবারে,
আনবি শুধু স্বর্গাধামে মহানরক টানি।—

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। বিশ্ব জুড়ে ঢাকঢোল কাঁসর ঘণ্টায় নিনাদিত হচ্ছে, "যথা ধর্ম্ম, তথা জয়।" ঋষি কবি আচার্য্য বৈজ্ঞানিক চাষী মুচি তাঁতী—সবারই মুখে এক কথা, পাণ্ডবেরা পরম ধার্ম্মিক, আর কৌরবেরা মহাপাপী। কেউ বলছে না যে শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে ভীষ্মকে বধ করা মহাপাপ। এই দুর্ভাগ্য নিয়েই আমাদের জন্ম।

দুঃশাসন। আচার্য্য!

দ্রোণাচার্য্য। সিংহ গর্জ্জন থামাও বাবা। দ্রোণাচার্য্য যমকে ভয় করে না, তুমি ত কোন্ ছার? আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি; যা অসাধ্য, তা কি করে করব? অর্জ্জুনকে বধ করা আমার সাধ্যাতীত, আর অর্জ্জুন জীবিত থাকতে পাণ্ডবদের ধ্বংস অসম্ভব।

দুর্য্যোধন। অর্জ্জুন আপনার শিষ্য, সে আপনার অপরাজেয়?

দ্রোণাচার্য্য। আমার যা কিছু বিদ্যা ছিল, সব তাকে দিয়ে আমি নিঃস্ব হয়েছি রাজা। আজ আমি অর্জ্জুনের কাছে শিশু।

দুঃশাসন। ও কথা আমরা শুনব না। আপনি যদি মহর্ষি

ভরদ্বাজের পুত্র হয়ে থাকেন, তাহলে অন্নের ঋণ পরিশোধ করে ধর্ম্ম রক্ষা করুন।

দ্রোণাচার্য্য। দুঃশাসন!

দুর্য্যোধন। অভিযোগ নয় গুরু, অভিযোগ নয়। আমি যদি অপরাধী হয়ে থাকি, যুদ্ধের পর আপনারা আমার বিচার করবেন। আজ আমি বিপন্ন, সমগ্র ভারতকে কুরুক্ষেত্রে টেনে এনেছি। আমার পরাজয়ে সমগ্র ভারতের সর্ব্বনাশ! হয় আপনার পাণ্ডবের প্রতি স্নেহপ্রবণ মনটাকে চাবুক দিয়ে শাসন করে দৃঢ় হস্তে অস্ত্র ধরুন, না হয় নিজের হাতে দুর্য্যোধনকে হত্যা করে আজই যুদ্ধের অবসান ঘোষণা করুন। [নতজানু হইলেন]

দ্রোণাচার্য্য। ওঠ দুর্য্যোধন। বুঝতে পাচ্ছি, মৃত্যু দিয়েই আমায় প্রমাণ করতে হবে যে আমি অবিশ্বাসী নই। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার যত রণকৌশল জানা ছিল, সবই আমি প্রয়োগ করেছি। আর ত কিছু মনে পড়ছে না।

জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়দ্রথ। চক্রব্যূহের কথাও কি ভুলে গেছেন?

দ্রোণাচার্য্য। চক্রব্যূহ! হ্যাঁ হ্যাঁ, চক্রব্যূহ, চক্রব্যূহ। কিন্তু চক্রব্যূহে প্রবেশ করার কৌশল অর্জ্জুন ছাড়া ত আর কেউ জানে না।

জয়দ্রথ। তবে ত এই উত্তম সুযোগ আচার্য্য। অর্জ্জুন কাল নারায়ণী সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবে।

দুঃশাসন। আর আপনি দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করে পশ্চিম রণাঙ্গনে পাণ্ডবের মারণযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিন।

দ্রোণাচার্য্য। বিপক্ষকে বিপদে ফেলে কার্য্যোদ্ধার করব ?

দুর্য্যোধন। তারাও ত শিখণ্ডীকে এনেছিল আচার্য্য।

দ্রোণাচার্য্য। কিন্তু—

দুর্য্যোধন। 'কিন্তু' আমি শুনব না আচার্য্য। সম্রাট দুর্য্যোধনের আদেশ, কাল চক্রব্যূহ রচনা করে আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে। যদি এ আদেশ পালিত না হয়, বুঝব আপনি বিশ্বাসঘাতক।

[প্রস্থান।

দুঃশাসন। আরও বুঝব, মহর্ষি ভরদ্বাজ আপনার পিতা নন।

[প্রস্থান।

দ্রোণাচার্য্য। কিন্তু ব্যূহদ্বার রক্ষা করবে কে ?

জয়দ্রথ। আমি।

দ্রোণাচার্য্য। তুমি! কি বলছ তুমি উন্মাদ ? ভীমের গদাঘাতে মাথা দিতে হবে যে।

জয়দ্রথ। মাথাটা আমার দুঃশলাই নিয়ে গেছে গুরু। এ নিষ্প্রাণ কবন্ধ। প্রাণটাই যদি গেল, দেহটার আর প্রয়োজন নেই। চোখের কোণে জল এল কেন বৃদ্ধ ? মুছে ফেল, মুছে ফেল; আমরা যে জ্যান্তে মরা অন্নদাস, আমাদের চোখের জল পড়লে পৃথিবীর অকল্যাণ হবে।

[প্রস্থান।

দ্রোণাচার্য্য। আবার বল, হে গীতামন্ত্রের উদ্গাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ -

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পাণ্ডব শিবির।

বৈষ্ণবের বেশে গীতকণ্ঠে উলূকের প্রবেশ।

উলূক। **গীত।**

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে;
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।

ভিক্ষা লইয়া উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা। থাক্ বাবাজি থাক, আর গাইতে হবে না। যা গেয়েছ, এতেই কুকুরগুলো জেগে উঠেছে।

উলূক। যা তা বলো না বলছি। আমি ঘোর বৈষ্ণব, অতএব আমার রাগের শরীর। যাও অভিমন্যুর পরিবারকে ডেকে দাও।

উত্তরা। আমিই ত অমুকমন্যুর পরিবার।

উলূক। কখখনো না। তার নাম উত্তরা।

উত্তরা। আমিই ত উত্তরা।

উলূক। হতেই পারে না; তোমার নাম পশ্চিমা।

উত্তরা। আমার নাম পশ্চিমা?

উলূক। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই এ বাড়ীর দাসী।

উত্তরা। ভালয় ভালয় বেরিয়ে যাও বলছি। নইলে আমি অভিকে ডাকব; সে এসে তোমায় মামার বাড়ী দেখিয়ে দেবে।

উলুক। তুই উত্তরাকে ডাক না পশ্চিমা।

উত্তরা। আবার পশ্চিমা? বার বার বলছি না আমি উত্তরা?

উলুক। কি করে হবে? সে ত শিক্ষিত মেয়ে। শিক্ষিত মেয়েরা কখনও সিঁথেয় সিঁদুর দেয়? দেয় ঠোঁটে।

উত্তরা। ঠোঁটে সিঁদুর! কিন্তু মায়েরা ত—

উলুক। তারা হচ্ছে বুড়ী। তুই ত ছুঁড়ী। হাতে ওটা কি? নোয়া? হেঃ হেঃ হেঃ। শিক্ষিত মেয়েরা কখনও নোয়া পরে?

উত্তরা। কেন বাজে কথা বলছ? এ আমায় পিসীমা দিয়েছে।

উলুক। তুই যেমন পশ্চিমা, তোর পিসীমা তেমনি দক্ষিণী।

উত্তরা। তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

উলুক। আরে দুর বোকা মেয়ে। এ নোয়া কেউ পরে?

উত্তরা। পিসীমা তবে এ লোহার বালা দিলে কেন?

উলুক। পিসীমাটা কে?

উত্তরা। মহারাজ দুর্য্যোধনের ভগ্নী।

উলুক। তবে আর দেখতে হবে না। ফেলে দাও, ফেলে দাও ও বলয় হাতে পরলে তোমার স্বামী দু দিনেই শেষ হয়ে যাবে। ভাগ্যিস্ আমি এসে পড়েছিলাম। নইলে কি সর্ব্বনাশ হত?

উত্তরা। এ তুমি কি বলছ? পিসীমা আমার সঙ্গে শত্রুতা করবে?

উলুক। আরে দুর পিসীমা। কার বোন সেটা ত দেখবে। আমি নিজের চোখে দেখেছি, এক তান্ত্রিক সাধুর কাছ থেকে দুর্য্যোধন এই বলয় কিনে নিয়েছে। তারপর তার বোনকে দিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়েছে। এ বলয় যে পরবে, তার হয়ে গেল।

উত্তরা। এমন সর্ব্বনেশে বালা পিসীমা আমায় দিয়ে গেল? দূর দূর। [লৌহবলয় ফেলিয়া দিল]

উলুক। এখানে নয়। এ সর্ব্বনেশে বালা আমি নদীতে ফেলে দেব। [বলয় কুড়াইয়া লইল] এই নাও, বিশ্বেশ্বরী অন্নপূর্ণার হাতের সোণার কঙ্কন আমার কাছে আছে। এ কঙ্কন যে পরে তার কখনও বৈধব্য হয় না।

উত্তরা। বসো বাবাজী বসো, আমি মাকে ডেকে নিয়ে আসছি।

উলুক। না না না, মা ফার দরকার নেই। তুমি বরং তোমার সেই পিসীমাকে ডেকে দাও।

উত্তরা। আচ্ছা তাই দিচ্ছি; যেও না যেন।

[প্রস্থান।

উলুক। একটা কাজ ত হল, এখন আর একটা বাকি। [নোয়া কুড়াইয়া লইল]

দুঃশলার প্রবেশ।

দুঃশলা। অভিশাপ দাও মহেশ্বর, তোমার বর আমি ব্যর্থ করে গেলাম। বৈধব্য হয় আমার হক, তবু উত্তরার গায়ে যেন কুশাঙ্কুর বিদ্ধ না হয়। কে, উলূক নয়? কোথায় যাচ্ছ তুমি?

উলূক। তোমার কাছেই এসেছি দিদি।

দুঃশলা। তুমি হঠাৎ বৈষ্ণব হলে যে?

উলূক। বুঝতেই ত পাচ্ছ। ভীম শূয়ার গদা হাতে নিয়ে শিবির পাহারা দিচ্ছে। চিনতে পারলে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাবে।

দুঃশলা। তোমার চোখে জল কেন উলূক?

উলূক। ওঃ—দুঃশলা রে, তোর কপালে এই ছিল?

দুঃশলা। কেন? কেন? কি হয়েছে? খোকা ভাল আছে ত?

উলূক। খোকা ভাল আছে। কিন্তু তোর স্বামী—

দুঃশলা। কি হয়েছে তাঁর? কথা বলছ না কেন?

উলূক। ওফ্। এ কথা আমাকেই বলতে হল?

দুঃশলা। তিনি বেঁচে আছেন ত?

উলূক। তা আছে। তবে—

দুঃশলা। তবে কি?

উলূক। না থাকাই ভাল ছিল।

দুঃশলা। কেন? কেন? কি করেছেন তিনি?

উলূক। যা করতে নেই, তাই করেছেন। তোমাকে—

দুঃশলা। আমাকে কি?

উলূক। জন্মের মত—

দুঃশলা। তারপর কি?

উলূক। ত্যাগ করেছেন।

দুঃশলা। কি? আমাকে জন্মের মত ত্যাগ করেছেন আমার স্বামী? কেন, আমার অপরাধ?

উলূক। অপরাধ, তুমি কলঙ্কিনী।

দুঃশলা। কলঙ্কিনী! আমি! এ কথা তিনি বলেছেন?

উলূক। তিনিও বলেছেন আর তোমার ভাইয়েরাও বলেছে। রাজার আদেশ, তুমি আর হস্তিনার প্রাসাদে ঢুকবে না। যাকে নিয়ে ঘরের বাইরে এসেছ, তাকে নিয়েই তুমি সুখে থাক।

দুঃশলা। উলূক!

উলূক। আর তুই যাস নে দিদি, আর তুই যাস নে। হতভাগা বলে কি না, কাণার মেয়ে আর বেশী কি হবে? গান্ধারী যার স্ত্রী, তার কি না আর একটা বৈশ্যানী চাই। সেই বৈশ্যানীর ব্যাটাই ওর মাথা খেয়েছে। খবরদার ও গোমুখ্যুটার কাছে তুই আর যাস

নে। বেরিয়েছিস যখন, বাইরেই থাক, দেখিয়ে দে কাণার মেয়ে কার নাম।

[প্রস্থান।

দুঃশলা। ছি ছি ছি, এরা মানুষ না পশু? ভয় নেই মহামানি দুর্য্যোধন, আর আমি যাব না তোমার ঘরে। কিন্তু আমার স্বামীকেও তোমার দাসত্ব আর করতে দেব না। ত্যাগ করবে আমাকে! পৃথিবীতে আগুন ধরিয়ে দেব।

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। কে এখানে?

দুঃশলা। চিনতে পাচ্ছ না? চোখের মাথা খেয়েছ? দাও, পায়ের ধুলো দাও।

দ্রৌপদী। সরে যাও। কাছে এস না।

দুঃশলা। কেন? আমার জাত গেছে?

দ্রৌপদী। তুমি ত দুঃশলা, জয়দ্রথের স্ত্রী?

দুঃশলা। তাতে হয়েছে কি?

দ্রৌপদী। সেই জয়দ্রথ যে আমার হাত ধরেছিল।

দুঃশলা। বলছি ত আর ধরবে না। বোকা মানুষ, পা ধরতে গিয়ে হাত ধরে ফেলেছে। তুমি গুরুজন, এইটুকু অপরাধ ক্ষমা করতে পার না?

দ্রৌপদী। ক্ষমা? তারা আমার মাথায় নিরন্তর অপমানের পুরীষকর্দ্দম ঢেলে দেবে, আর আমি করব শুধু ক্ষমা?

দুঃশলা। নিশ্চয়ই করবে। ক্ষমা করতে তুমি বাধ্য। নইলে

গুরুজন হয়েছ কেন? দে রাক্ষসি, আমার মাথায় হাত দে। বল—যার যা কিছু দোষ, সব আমি ভুলে গেলাম।

দ্রৌপদী। ভুলে যাব! দুর্য্যোধনের কুৎসিত ইঙ্গিত ভুলে যাব? দুঃশাসনের অপকীর্ত্তি ভুলে যাব? তোমার স্বামীর প্রেমনিবেদন ভুলে যাব? এই যে বেণী খুলে রেখেছি, দুঃশাসনের রক্তে এ বেণী বাঁধব। আর এই দেখ—এই হাতখানা জয়দ্রথ ধরেছিল; সেদিন থেকে এ হাতে আর দেবতার অর্ঘ্য দিই নি। আগে জয়দ্রথের রক্তে এ হাত রঞ্জিত করব,—

দুঃশলা। চুপ্, চুপ্। আমি তোমায় হত্যা করব রাক্ষসি। [ছুরিকা বাহির করিল]

দ্রৌপদী। আয় আয়, পিছিয়ে যাস নে। কেউ দেখবে না। ভাল করে বুকে বিঁধিয়ে দে। আমারই জন্য কুরুক্ষেত্র মহাসমর। কত মেয়ের শাঁখা ভাঙ্গবে, কত মা'র বুকের পাঁজর ভাঙ্গবে, পৃথিবী বীরশূন্য হবে। তার চেয়ে আমি মরি, পৃথিবী শীতল হক।

দুঃশলা। বৌদি! [ছুরি ফেলিয়া জড়াইয়া ধরিল]

দ্রৌপদী। কত আদরের ধন তোরা, তোদের নিয়ে আমি মাটির পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করতে পারতুম। দিলে না, মহাপাপী দুর্য্যোধন আমায় কাউকে ভালবাসতে দিলে না। পৃথিবীর ভোগসুখ থেকে আমি নির্ব্বাসিত হয়ে রইলুম।

দুঃশলা। আমি যাচ্ছি বৌদি। নারায়ণ তোমায় শান্তি দিন।

[প্রস্থান।

দ্রৌপদী। কত দূরে, কত দূরে তুমি যমরাজ?

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। মোছ আঁখি যাজ্ঞসেনি।
মিছে কেন কর আর্ত্তনাদ?
জনে জনে দিকপাল পঞ্চস্বামী তব,
একা ধনঞ্জয় শক্তি ধরে
ত্রিলোক নাশিতে। বীর বৃকোদরে
কার সাধ্য রোধিতে সমরে?
নাহি ভয় প্রিয় সখি,
বাসনা পুরিবে তব,
ধ্বংস হবে কৌরবের কুল।
হয় যদি প্রয়োজন,
পাঞ্চজন্য বাজাবে কেশব,
মহারোলে চক্র তার ঘুরিবে সমরে,
গদাঘাতে চূর্ণ হবে অরাতির দল।

দ্রৌপদী। হে কেশব, পাষাণে বাঁধিয়া বুক
বহুদিন ধরি সহিতেছি অন্তরের জ্বালা।
জান না, জান না, কি জ্বালায়
জ্বলিতেছি আমি।
নিঃশ্বাসে আমার সপ্তসিন্ধু
বুঝি বা শুকায়ে যায়।
সুখের সংসার হতে নির্ব্বাসিত আমি।
স্বামিপুত্র পুত্রবধূ আরও কত
আত্মীয় বান্ধব, পরশিতে তা সবারে

ভয়বাসি মনে।
পাছে তারা জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে যায়।
বল কৃষ্ণ, এ জ্বালার অবসান কবে হবে মোর?

শ্রীকৃষ্ণ। তরণী আসিছে কূলে।
আর দেবী নাই যাজ্ঞসেনি।

দ্রৌপদী। কে করিবে বৈর নির্য্যাতন?
মহারথী ধনঞ্জয় ভীষ্ম শোকে মুহ্যমান।

শ্রীকৃষ্ণ। মহৌষধি আছে মোর কাছে।
নাহি ভয়; মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড
অচিরেই দীপ্ত তেজে উঠিবে জ্বলিয়া।

দ্রৌপদী। পাণ্ডবের তুমিই শরণ,
দ্রৌপদীর পরম বান্ধব তুমি।
কৌরব সভায় রেখেছ কৃষ্ণার মান,
নারায়ণ,—কর মোর বাসনা পূরণ,
এ জ্বালার কর অবসান।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। সব যাক্, ধরায় স্থাপিত হক
ধর্ম্মসিংহাসন।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। চল কৃষ্ণ; ধর্ম্মরাজ দিলেন সম্মতি,
নাশিবারে নারায়ণী সেনা যাব মোরা
পূর্ব্ব রণাঙ্গনে।

শ্রীকৃষ্ণ। এস ধনঞ্জয়।

অর্জ্জুন। একটু অপেক্ষা কর।
হে কেশব, নয়নের জল কেন
রোধিতে না পারি?
কেন মায়া শত রজ্জু করিয়া বিস্তার
আমারে বাঁধিতে চায়?
শুধু দু দিনের তরে যাই আমি
শিবির তেয়াগি, এরি তরে
কেন মোর আকুল অন্তর?
কে কাঁদে? কেবা ওই ফেলে দীর্ঘশ্বাস?
দিবাভাগে শিবাকুল কেন আজ
ঘন ঘন ডাকে?

শ্রীকৃষ্ণ। ছি ছি সখা, এই তুমি বীর ধনঞ্জয়?
শীঘ্র এস; সৈন্যগণ আছে অপেক্ষায়।

[প্রস্থান।

অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভিমন্যু। বাবা,—

অর্জ্জুন। এস অভি, যাবার সময় মনটা তোমারই দর্শন কামনা কচ্ছিল। উত্তরা কোথায়, উত্তরা?

অভিমন্যু। ডাকব বাবা?

অর্জ্জুন। না না থাক। শুধু দুটো দিন। নারায়ণী সেনা ধ্বংস করতে দু দিনের বেশী লাগবে না। কালই হয়ত ফিরে আসব। উত্তরার সঙ্গে কলহ করো না। সে যেন উত্তেজিত না হয়, সে

যেন না কাঁদে। তোমার মাকে বলো, তাকে যেন চোখে চোখে রাখে। বুঝলে বাবা?

অভিমন্যু। বুঝেছি।

অর্জ্জুন। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি আসি।

অভিমন্যু। কি বাবা? মুখের দিকে চেয়ে আছ কেন?

অর্জ্জুন। জানি না অভি, কেন আজ যুদ্ধে যেতে পা চলছে না। জানি না, কি আছে তোমার মুখে। ইচ্ছা হচ্ছে, অনন্তকাল বসে দেখি।

অভিমন্যু। ছি বাবা, তোমার জন্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আজ রথের সারথি, তোমারই জন্যে গীতার সৃষ্টি, শ্রীকৃষ্ণের দেহে তুমি বিশ্বদর্শন করেছ। তোমার এ দৌর্ব্বল্য কেন বাবা?

অর্জ্জুন। না না, দৌর্ব্বল্য ঠিক নয়, দৌর্ব্বল্য কি আমাকে আশ্রয় করতে পারে? আমি গাণ্ডিবধারী ধনঞ্জয়, আমি শ্রীকৃষ্ণের সখা, আমি অভিমন্যুর পিতা,—দৌর্ব্বল্য আমার বহু দূরে।

অভিমন্যু। তবে তোমার চোখ ছল ছল কচ্ছে কেন?

অর্জ্জুন। জান অভি জান? যুদ্ধের উন্মাদনায় ঘরের দিকে কখনও চেয়ে দেখি নি। আজ এই ঘর যেন সহস্র বাহু মেলে আমায় আকর্ষণ কচ্ছে। মনে হচ্ছে, যা পেছনে ফেলে যাচ্ছি, তা আর ফিরে পাব না। তবু যেতে হবে, কঠোর কর্ত্তব্য আমায় বিশ্রাম দেবে না। দেখি, আর একবার মুখখানা দেখি।

গীতকণ্ঠে গীতার প্রবেশ।

গীতা। **গীত।**

ওরে, কেন ফেলিস অশ্রুজল?
করছে জীবন মুহুর্মুহুঃ পদ্মপাতায় টলমল!

আসল মানুষ কেউ মরে না, অগ্নি-বাণে-জলে,
দেহ শুধু লয় হয়ে যায় জরাজীর্ণ হলে;
ক্ষত্রিয় তুই টলিস কেন?
মরণের যম তোমরা জেনো,
হাতের কাছে স্বর্গ আছে, কেন পশিস্ রসাতল?

অর্জ্জুন। ডাকছে, গীতা আমায় ডাকছে মরণমহোৎসবে আহুতি দিতে। সরে যা, সবাই তোরা সরে যা। আমি যাব, আমি যাব।

গীতা। [সুরে] হতো বা প্রাপস্যসে স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্
তস্মাৎ উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়।

[প্রস্থান, পশ্চাৎ অর্জ্জুনের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

যুযুৎসু ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। ক্ষত্রিয়েরা সবাই যুদ্ধে নেমেছে, আর তোমাকে রণক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

যুযুৎসু। তুমি না দেখতে পেলে সে কি আমার দোষ? আমি ত সমানে যুদ্ধ করে আসছি।

দুর্য্যোধন। কটা শত্রুর মাথা কেটেছ বীরপুরুষ?

যুযুৎসু। মাথা কাটতেই হবে, এমন কি কথা?

দুর্য্যোধন। তবে যুদ্ধের অর্থটা কি মূর্খ?

যুযুৎসু। খুব বলছ যে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন শোন নি বুঝি?

দুর্য্যোধন। চুপ্, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ!

যুযুৎসু। কাণে বিষ ঢেলে দিলে বুঝি?

দুর্য্যোধন। এই গোপনন্দনকে আর যেই ভগবান্ বলুক, আমি বলব না।

যুযুৎসু। না বল তুমিই ঠকবে, তাঁর কোন ক্ষতি হবে না।

দুর্য্যোধন। কি বলেছে তোমার ভগবান্?

যুযুৎসু। বলেছেন,—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।' অর্থাৎ তুমি যুদ্ধ কর, কিন্তু মাথা কাটবার দরকার নেই।

দুর্য্যোধন। তুমি অতি নির্ব্বোধ।

যুযুৎসু। আমার দাদারা ত বুদ্ধিমান। অবশ্য বিকর্ণ বাদে।

দুর্য্যোধন। এ দু দিন কোথায় ছিলে তুমি?

যুযুৎসু। পাণ্ডব শিবিরে।

দুর্য্যোধন। আবার পাণ্ডব শিবিরে! তোমার কি লজ্জা নেই?

যুযুৎসু। লজ্জা টজ্জা আমাদের জন্যে নয় দাদা। আমরা কীর্ত্তিমান পুরুষ, লজ্জা আমাদের বাড়ীর ত্রিসীমানায়ও আসতে পারে না। ও সব পাণ্ডবদের জন্যে। দেখ না, চিত্রসেন আমাদের বেঁধে কুকুর-মারা করলে, তাতে লজ্জা হল কিনা ভীমার্জ্জুনের। এক একবার মনে হচ্ছে, তুমি ভালই করেছ দাদা। রাজ্যের অংশ অমন মূর্খকে দিতে আছে? দিলে কি রাখতে পারত? হয়ত ব্যাসদেব এসে ফাটা পায়ের ধুলো দিয়ে দাম চেয়ে বসত, আর ধর্ম্মরাজ তাকে রাজ্যটা দিয়ে দিতেন।

দুর্য্যোধন। তুমি আবার কেন পাণ্ডব শিবিরে গিয়েছিলে সেই কথাটা বল। তোমাকে না নিষেধ করেছিলাম ?

যুযুৎসু। তুমিই ত শিখিয়েছ, গুরুজনের নিষেধ শুনতে নেই। বাবা মা পিতামহ আচার্য্য—এঁরা কেউ তোমার লঘুজন নন। তাঁরা যা করতে নিষেধ করেছেন, তুমি তা বেশী করে করেছ। এর পরেও কি তুমি আশা কর যে তোমার ভাইয়েরা তোমার কথা শুনবে ?

দুর্য্যোধন। বেরিয়ে যাও তুমি রাজপ্রাসাদ থেকে।

যুযুৎসু। এখনি যাব। তুমি একটা কাজ কর দেখি। রাজ্যের যে অংশটুকু আমার প্রাপ্য, দয়া করে তা বের করে দাও।

দুর্য্যোধন। স্বাধীন রাজা হবে ?

যুযুৎসু। রাজা তুমিই হও, আমার ওতে লোভ নেই। ধর্ম্মরাজ পাঁচখানা মাত্র গ্রাম চেয়েছিলেন, অভিমন্যু চেয়েছিল একখানা,—উত্তরা শুধু একখানা বাড়ী চেয়েছিল, তুমি তা দাও নি। এইবার ধর্ম্মরাজকে ডেকে এনে তুমি নিজের হাতে আমার অংশটা তাকে দিয়ে দাও।

দুর্য্যোধন। ইচ্ছা হয়, তুমিই দাও।

যুযুৎসু। দিতে চেয়েছিলাম,—নিলেন না। বললেন, আমি দান চাই না, অধিকার চাই।

দুর্য্যোধন। আমি অধিকার দেব না, ভিক্ষা দিতে প্রস্তুত।

যুযুৎসু। ধর্ম্মরাজকে ভিক্ষা দিতে পারেন একমাত্র যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ। তুমি কে ? কতটুকু তুমি ?

দুর্য্যোধন। যুযুৎসু ! দুর্য্যোধন কারও স্পর্দ্ধা সহ্য করে না। আমার মনের একমাত্র দুর্ব্বলতা শুধু এই ভাইয়েদের কাছে। বৈমাত্রেয়

হলেও তুমি ভাই, বৈশ্যানীপুত্র হলেও তুমি আমারই পিতার সন্তান তোমার গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে আমার হাত উঠবে না। কিন্তু তুমি বার বার আমার উঁচু মাথা হেঁট করিয়েছ। যদি আমার ভাই বলে পরিচয় দিতে চাও,—তাহলে হয় অন্ততঃ একটা পাণ্ডবের মাথা নিয়ে এস, না হয় নিজের প্রাণ দিয়ে এর প্রায়শ্চিত্ত কর। নইলে বুঝব, আমার পিতা তোমার পিতা নন।

যুযুৎসু। পাণ্ডবদের ভাই বলে মেনে নিলে যদি 'তুমি' ভাই না হও, তাহলে দুঃশলার ভাইও তুমি নও। তোমার পিতা কি তারও পিতা নন?

দুর্য্যোধন। কোথায় দুঃশলা?

যুযুৎসু। পাণ্ডব শিবিরে।

দুর্য্যোধন। পাণ্ডব শিবিরে! আমি কি এ স্বপ্ন দেখছি?

দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশাসন। না দাদা, এ সত্য। এখনও সে ফিরে আসে নি।

দুর্য্যোধন। কেন গেল?

দুঃশাসন। যুধিষ্ঠিরের পায়ে ধরে অনুরোধ করতে।

দুর্য্যোধন। কি অনুরোধ?

দুঃশাসন। যুদ্ধ বন্ধ করবার অনুরোধ। বিনিময়ে সে তাকে সিন্ধুরাজ্য উপহার দেবে।

দুর্য্যোধন। এ কথা সত্য যুযুৎসু?

যুযুৎসু। সত্য। নির্ব্বোধ ধর্ম্মরাজ তা-ও নিলেন না।

দুর্য্যোধন। থামো। যুধিষ্ঠির নির্ব্বোধ, আর তুমি বড় বুদ্ধিমান

যুযুৎসু। তুমি যে ধারেও কাট, ভারেও কাট। বেশ ত মাবে

মাঝে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত দীপ্তিমান হয়ে ওঠ। তবে কেন আবার মেঘের আড়ালে মুখ ঢাক দাদা? ওঠ ভাস্বর সূর্য্য,—অপরিমেয় শক্তি নিয়ে জন্মেছ তুমি। এমনি করে সে শক্তির অপব্যয় করো না। বিশ্বামিত্রের মত একটা নূতন স্বর্গ রচনা করতে পার তুমি,—তোমার কেন এ সৃষ্টিনাশের আয়োজন? তুমি মৃতদেহে প্রাণ দেবে, জীবন্ত মানব সমাজকে তুমি এমনি করে নিশ্চিহ্ন করো না দাদা, নিশ্চিহ্ন করো না।

[প্রস্থান।

দুঃশাসন। বৈশ্যানীপুত্রের কথায় গলে গেলে নাকি দাদা?

দুর্য্যোধন। তুমি থাকতে তা কি হয় দুঃশাসন? কেউ কি নেই, এমন কি আমার কেউ নেই যে যুধিষ্ঠিরকে টেনে আনতে পারে আমার কাছে ভিক্ষা চাইতে?

দুঃশাসন। প্রলাপের সময় এ নয় দাদা। দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ রচনা কচ্ছেন। জয়দ্রথ কোথায়, দ্বার রক্ষা করবে না?

দুর্য্যোধন। দুঃশলা নেই, জয়দ্রথ কি আর যুদ্ধ করবে?

দুঃশাসন। আমি সেই দুশ্চরিত্রাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে আসব।

জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়দ্রথ। তোমার স্ত্রীর চুলের মুঠি ধর গে দুঃশাসন, আমার স্ত্রীর জন্যে তোমার মাথা ব্যথার দরকার নেই।

দুঃশাসন। শুনছ দাদা?

দুর্য্যোধন। ঠিকই ত বলছে ভাই। সব স্বামীই যুধিষ্ঠির নয়, আর সব সময়ই বাচালতা সহ্য হয় না। [প্রস্থান।

দুঃশাসন। তুমি শুনেছ যে দুঃশলা পাণ্ডব শিবিরে গেছে?

জয়দ্রথ। ভাইয়ের কাছে বোন গেছে, তাতে ক্ষতি কি?

দুঃশাসন। ভাই! পাণ্ডবেরা তার ভাই!

জয়দ্রথ। তোমার মত ভাই নয়, মানুষের মত ভাই।

দুঃশাসন। জান তুমি, তোমার সিন্ধুরাজ্য সে যুধিষ্ঠিরকে দান করতে চায়?

জয়দ্রথ। আরও যদি কিছু থাকত, তা দান করলেও আমার দুঃখ ছিল না। দুঃখ এই যে ধর্ম্মরাজ তা গ্রহণ করবেন না।

দুঃশাসন। এই পাণ্ডবেরাই না তোমাকে প্রহার করেছিল?

জয়দ্রথ। সংহার যে করে নি, সেই তাদের দয়া।

দুঃশাসন। তুমি তাহলে দুঃশলার এ ব্যবহার সহ্য করবে?

জয়দ্রথ। করি না করি, সে আমি বুঝব, তোমার বোঝবার দরকার নেই।

দুঃশাসন। বেশ, তাকে বলে দিও ভুলেও হস্তিনার প্রাসাদে যেন প্রবেশ না করে।

জয়দ্রথ। হস্তিনার এই মহানরকে প্রবেশ করবার দুর্ম্মতি তারও নেই, আমারও নেই। দুর্য্যোধনকে আমার সহ্য হয়, কিন্তু তোমার ছায়াও আমার সহ্য হয় না। যুদ্ধের পর এ প্রাসাদে ভুলেও আর আমরা পদার্পণ করব না।

দুঃশাসন। ততদিন কি তুমি বেঁচে থাকতে চাও?

জয়দ্রথ। চাই বই কি? ভীমের হাতে তোমার দুর্গতিটা না দেখে মরতে প্রাণ চায় না।

দুঃশাসন। তোমার মত গর্দ্দভের বাসনা ভগবান্ নিশ্চয়ই অপূর্ণ রাখবেন না। [প্রস্থান।

জয়দ্রথ। তুপেয়ে পশু।

উলূকের প্রবেশ।

উলূক। হল না সিন্ধুরাজ। আপনার স্ত্রী এল না।

জয়দ্রথ। এল না? বলেছিলে যে আমি তাকে ফিরে আসবার জন্য অনুরোধ করেছি?

উলূক। বলি নি আবার? কত করে বললুম, "চল দিদি, অভিমান করো না। ভদ্রলোক কথা দিয়েছিলেন, তাই কৌরবের পক্ষে যুদ্ধ করতে গেছেন। নইলে তোমাকে অগ্রাহ্য করা তাঁর ইচ্ছে ছিল না।"

জয়দ্রথ। কি বললে দুঃশলা?

উলূক। বললে,—"ও ভেড়ার বাচ্ছার ঘর আর আমি করব না।"

জয়দ্রথ। উলূক!

উলূক। আরও বললে, যে লম্পট পরনারীর হাত ধরে, তার মুখে আমি লাথি মারি, সে ইতর, সে ছোটলোক, সে বেজন্মা।

জয়দ্রথ। পাষণ্ড! [উলূকের গলা টিপিয়া ধরিল] দুঃশলা এ কথা বলতে পারে?

উলূক। তবে বলে নি।

জয়দ্রথ। বলে নি যদি, তবে সে এল না কেন?

উলূক। তবে বলেছে।

জয়দ্রথ। বল উলূক, বল, তুমি যা বলেছ এ সত্য?

উলূক। মিথ্যে কথা কখনও আমায় বলতে দেখেছ?

জয়দ্রথ। তাহলে সত্যই সে আসবে না?

উলূক। আসবে তোমার মরার পরে—তোমার মরা মুখে লাথি মারতে।

জয়দ্রথ। লৌহবলয় কোথায়? সত্যই কি সে তা উত্তরাকে দান করেছে?

উলূক। করেছিল,—আমি এক চড় মেরে নিয়ে এসেছি।

জয়দ্রথ। ফেলে দাও; ভেঙ্গে টুকরো টুকরো কর। স্ত্রী যার বিদ্রোহিণী, তার অমর হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

[প্রস্থান।

উলূক। কে আসছে? বাবা নয়?

শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। লৌহবলয় ফিরিয়ে দিস নি বলছি? নিজের কাছে রেখে দে।

উলূক। কেন বাবা? অমর হবার জন্যে? থাক্ বাবা থাক্, অমর হয়ে আর কাজ নেই। দশ বছর তুমি আমায় চাকরিতে এনে বসিয়েছ, এর মধ্যে একদিনও একটা সত্যি কথা বলি নি। কত লোকের যে ঘর ভেঙ্গেছি, তার সংখ্যা নেই। আরও দশ বছর যদি আমি বেঁচে যাই, পৃথিবীতে আগুন ধরে যাবে।

শকুনি। ও সব বাজে কথা রেখে এখনি একটা কাজ কর দেখি। যা বলছি ধীরভাবে শোন।

উলূক। আর তোমার কথা শুনব না বাবা। এত বড় একটা সুখের সংসারকে তুমি ছারখার করতে বসেছ, আমিও প্রাণপণে তোমার সাহায্য করেছি। কখনও বুকটা কাঁপে নি। চোখে জল এসেছে বাবা উত্তরার হাত থেকে নোয়া খুলে আনতে। কত সরল, কত পবিত্র সে, তবু তোমরা তাকেও রেহাই দিলে না?

শকুনি। সাধে কি রেহাই দিই নি বাবা? বড় আঘাত না

পেলে অর্জ্জুন পরিপূর্ণ তেজে জ্বলে উঠবে না। অর্জ্জুন না জাগলে কৌরব বংশ ধ্বংস হবে না। আমার উনশত ভাইকে যে মেরেছে, তার উনশত ভাইয়ের মৃতদেহ তাকেও আমি দেখাব।

উলূক। তোমার ভাইদের মত কুকুর বেরাল অনেক জন্মাবে বাবা। কিন্তু অভিমন্যু উত্তরা একবার গেলে আর আসবে না। না না, আমি উত্তরাকে লৌহবলয় ফিরিয়ে দেব।

শকুনি। উলূক!

উলূক। ফিরে যাব আমি পাণ্ডব শিবিরে।

শকুনি। তার চেয়ে যে নরক থেকে এসেছ, সেই নরকে ফিরে যাও। [উলূকের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত, উলূকের পতন]

উলূক। বাবা, এও তোমার পক্ষে সম্ভব হল? কি আর বলব বাবা? তোমার তুলনা শুধু তুমি। দুর্যোধন কতটুকু পাপ করেছে? তুমি করেছ অনেক বেশী। তাকে একদিন সবাই ভুলে যাবে, কিন্তু তোমাকে কেউ ভুলবে না।

[প্রস্থান।

শকুনি। নিরানব্বইটা দিকপাল কারাগারে না খেয়ে মরেছে। এত একটা মূষিক! সব যাক্, শুধু প্রতিশোধ চাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পাণ্ডব শিবির।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়,
জয় মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়।"]

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। দাদা! দাদা!

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। একি বৃকোদর? ফিরে এলে যে?

ভীম। ধর্ম্মরাজকে ডাক, ধর্ম্মরাজকে ডাক। গুরু দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ রচনা করে যুদ্ধ করতে নেমেছেন।

দ্রৌপদী। চক্রব্যূহ কি?

ভীম। সৈন্যসমাবেশের সে এক অদ্ভুত কৌশল।

দ্রৌপদী। কৌশলের মাথায় গদাঘাত কর।

ভীম। মাথাটা পেলে ত গদাঘাত করব। অর্জ্জুন আসে নি, অর্জ্জুন?

দ্রৌপদী। না। নারায়ণী সেনা নিঃশেষ না করে তিনি ফিরে আসবেন না।

ভীম। নারায়ণী সেনাকে আর দু দিন পরে নিঃশেষ করলে হত না?

দ্রৌপদী। না। তারা পাণ্ডব সেনা দলে চষে এগিয়ে আসছে। কৌরব সেনার সঙ্গে যদি তারা মিলিত হয়, তাহলে পাণ্ডবদের সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য নিঃশ্বাসে উড়ে যাবে।

ভীম। ওড়াক দেখি একবার এই ভীমকে। নারায়ণী সেনার কাঁধে কটা করে মাথা, আমি একবার দেখে নিই। শ্রীকৃষ্ণ কোথায়, শ্রীকৃষ্ণ?

দ্রৌপদী। যাঁর সারথি তিনি, তাঁর সঙ্গেই গেছেন।

ভীম। অতি উত্তম করেছেন। অর্জ্জুন নেই, শ্রীকৃষ্ণ নেই, এখন আমরা করি কি? তোমারই বা তাঁকে যেতে দিলে কেন, আর তিনিই বা যান কেন? শ্রীকৃষ্ণের কোন বুদ্ধি নেই।

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। কি বললে বৃকোদর? শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বোধ?

ভীম। না না, নির্ব্বোধ কেন হবেন? কথা হচ্ছে, আর তিনি আমাদের তেমন স্নেহ করেন না।

যুধিষ্ঠির। বৃকোদর, তুমি জান, শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা শুনলে আমি বড় আঘাত পাই,—

ভীম। আমিও পাই দাদা।

যুধিষ্ঠির। তিনি পাণ্ডবের সখা, তিনি মঙ্গলময়, তিনি জ্ঞানের অতলস্পর্শ মহাসাগর।

ভীম। শোন দ্রৌপদি।

দ্রৌপদী। তুমিই ভাল করে শোন।

ভীম। আমার মনে হচ্ছে দাদা, এ সময় অর্জ্জুনকে নিয়ে নারায়ণী সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে না গেলেই ভাল হত।

যুধিষ্ঠির। আমাদের ভাল তিনিই ভাল জানেন।

ভীম। কিন্তু অর্জ্জুন না থাকলে যে আমাদের এক মুহূর্ত্ত চলে

না। সব থাকতেও মনে হয় কেউ নেই। আমার গদা কাছে থেকে শত্রুর মাথা ভাঙতে পারে, কিন্তু সে যেমন শর নিক্ষেপ করতে পারে, আমি ত তেমনি গদা নিক্ষেপ করতে পারি না।

দ্রৌপদী। নিক্ষেপ তোমায় করতে হবে না। শুধু দেখো গদাটা যেন ভুলে নিজের মাথায় মেরে বসো না। তোমার ত ক্ষিধে পেলে জ্ঞান থাকে না।

ভীম। তুমি অত্যন্ত—যাক্ যাক্।

যুধিষ্ঠির। যাও যাজ্ঞসেনি, শঙ্খনাদ কর, আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি।

ভীম। কিন্তু বড় বিপদ হল যে দাদা।

যুধিষ্ঠির। কিসের বিপদ?

ভীম। গুরু দ্রোণাচার্য্য আজ চক্রব্যূহ রচনা করে যুদ্ধে নেমেছেন। চক্রব্যূহে প্রবেশের কৌশল আমি ত জানি না। তুমি জান?

যুধিষ্ঠির। জানা দূরের কথা, চক্রব্যূহ আমি কখনও চোখেও দেখি নি।

ভীম। নকুল সহদেবকে জিজ্ঞাসা করলুম; তারাও জানে না। একমাত্র ধনঞ্জয় এ কৌশল জানত। সেও ত নারায়ণী সেনা ধ্বংস করতে গেছে। এখন উপায়? নিষ্ক্রিয় পঙ্গুর মত আমরা কি রণস্থলে দাঁড়িয়ে মরব?

দ্রৌপদী। আজই কি তবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসান? মহাপাপী কৌরবের কুল সদর্পে পৃথিবীর বক্ষে বিচরণ করবে, আর নিষ্পাপ নির্য্যাতিত পাণ্ডবেরা ধ্বংস হয়ে যাবে?

যুধিষ্ঠির। তা হয় না পাঞ্চালি। মা গান্ধারী আমায় আশীর্ব্বাদ করেছেন। তাঁর আশীর্ব্বাদ কখনও ব্যর্থ হবে না।

ভীম। আশীর্ব্বাদ ত তিনি বরাবরই কচ্ছেন দাদা, তবু আমাদের

দুর্গতির ত অবসান হল না। সতীর আশীর্ব্বাদ আজকাল আর ফলে না। অন্য উপায় চিন্তা কর দাদা।

যুধিষ্ঠির। যিনি আমাদের যুদ্ধে নামিয়েছেন, উপায় সেই শ্রীকৃষ্ণই করবেন।

ভীম। উপায় নেই বলেই তিনি গা-ঢাকা দিয়েছেন।

দ্রৌপদী। তোমার হল কি বৃকোদর? তুমি আজ কেন শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা কচ্ছ? আজ আমি তোমার শুভ দেখতে পাচ্ছি না।

ভীম। তোমার দিব্যদৃষ্টি দিয়ে আমার শুভাশুভ তোমায় দেখতে হবে না পাঞ্চালি। শুধু দেখ, চক্রব্যূহে প্রবেশ করতে কে পারবে?

অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভিমন্যু। আমি পারব।

সকলে। তুমি!

যুধিষ্ঠির। কার কাছে শিখলে বাবা? ধনঞ্জয় ছাড়া এ কৌশল যে আমরা কেউ জানি না।

অভিমন্যু। ধর্ম্মরাজ, আমি যখন গর্ভবাসে, তখন পিতা একদিন মাকে চক্রব্যূহ প্রবেশের কৌশল শেখাচ্ছিলেন; আমি তা সবই শুনেছি।

ভীম। শুনছ দাদা? ছেলেটার কথা শুনছ? এ যে অর্জ্জুনের চেয়ে বড় বীর হবে। আমার যাদু, আমার মানিক, কোন্ পুণ্যে তুই আমাদের ঘরে এসেছিস্? রাজ্যটা হাতে আসুক; ধর্ম্মরাজের পরে তুই হবি আমাদের রাজা।

যুধিষ্ঠির। পাণ্ডববংশের গৌরব তুমি বৎস। পিতার চেয়ে তুমি শ্রেষ্ঠ হও, তোমার নাম জগতের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাক।

দ্রৌপদী। একটু দূরে থাক্ বাবা, একটু দূরে থাক্, আমার নিঃশ্বাস যেন তোর গায়ে না লাগে।

অভিমন্যু। [দ্রৌপদীকে জড়াইয়া ধরিল] কেন বড়মা? মায়ের নিঃশ্বাসে ছেলের আয়ু বাড়ে, জান না তুমি?

যুধিষ্ঠির। বৃকোদর, তাহলে অভিমন্যুর কাছে ব্যূহ প্রবেশের কৌশল জেনে নাও।

অভিমন্যু। আর সে সময় নেই ধর্ম্মরাজ।

ভীম। তাহলে তুমিই হও আজ পাণ্ডব বাহিনীর সেনাপতি।

অভিমন্যু। আমি সেনাপতি!

দ্রৌপদী। না না না,—এই কচি ছেলেটার মাথায় এত বড় ভার তোমরা চাপিয়ে দিও না।

সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভদ্রা। কেন দিদি? সিংহশাবক সিংহের মত গর্জ্জন করবে না? মূষিকের মত বিবরে বসে চিঁচিঁ করবে? ক্ষত্রিয় সন্তান যুদ্ধ করবে না, মায়ের আঁচল ধরে বসে থাকবে?

দ্রৌপদী। চুপ কর রাক্ষসি, এঁরা কি বলছেন জানিস্? আজ যুদ্ধে অভিমন্যু পাণ্ডব বাহিনীর সেনাপতি।

সুভদ্রা। এত বড় ভাগ্য আমাদের ছেলের? তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

দ্রৌপদী। আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে।

অভিমন্যু। আমারও ফেটে যাচ্ছে বড়মা; দুঃখে নয়, আনন্দে।

দ্রৌপদী। চুপ্, হতভাগা ছেলে, চুপ্। চাই না বৈর নির্য্যাতন।

আমি বাঁধব না বেণী, তবু তোকে এ বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারব না।

ভীম। বৃথাই তুমি ভয় পাচ্ছ যাজ্ঞসেনি। আমি ওর সঙ্গে সঙ্গেই থাকব।

সুভদ্রা। বাধা দিও না দিদি। আচার্য্য চক্রব্যূহ সাজিয়ে সগর্ব্বে আমাদের আহ্বান কচ্ছেন। ঘরে আগুন লেগেছে, যে আগুন নেভাতে পারে, তাকে তুমি আঁচল চাপা দিয়ে রাখতে চাও? পারবে না দিদি, পারবে না। আগুনে ঘরখানাই যদি পুড়ে যায়, তোমার ছেলেও অক্ষত থাকবে না।

ভীম। ব্যস, ব্যস, এর উপর আর কথা নেই। আগুনে যদি ঘর পুড়ে যায়, সবাই পুড়বে, এত সোজা কথা।

দ্রৌপদী। যে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাবে, সে ত পুড়বে না।

ভীম। তাও ত বটে।

অভিমন্যু। ক্ষত্রিয় সন্তান পালিয়ে যাবে, এই কি তুমি চাও?

ভীম। হয়ে গেল, এইবার হয়ে গেল, আর কাটান নেই।

যুধিষ্ঠির। থাকলেও উপায় নেই যাজ্ঞসেনি। বৎস অভিমন্যু, আজ যুদ্ধে তুমিই সেনাপতি। যাও মা, পুত্রকে সাজিয়ে দাও। বৃকোদর, আমরা এগিয়ে যাই, তোমরা এস।

অভিমন্যু। একটা কথা ধর্ম্মরাজ। আমি চক্রব্যূহে প্রবেশের কৌশল জানি, নির্গমনের কৌশল জানি না।

সুভদ্রা। জান না?

অভিমন্যু। না মা। পিতা যখন নির্গমনের কৌশল তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। তাই আমি আর কিছুই শুনতে পাই নি।

যুধিষ্ঠির। তাহলে কি করা যায় বৃকোদর?

দ্রৌপদী। কাজ নেই ধর্ম্মরাজ। কথা শোন,—এ বিপদের মুখে ছেলেটাকে ছেড়ে দিও না।

সুভদ্রা। কিসের বিপদ দিদি? নির্গমনের সময় যখন হবে, তখন চক্রব্যূহ ভেঙ্গে ছারখার হয়ে যাবে।

ভীম। নিশ্চয় নিশ্চয়। তুমি দ্বিধা করো না দাদা। যাও পাণ্ডব সেনানি, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সুসজ্জিত হয়ে এস। আমি দ্বারে অপেক্ষা কচ্ছি। জয় ধর্ম্মরাজের জয়, জয় পাণ্ডব সেনানী বীর অভিমন্যুর জয়।

[প্রস্থান।

অভিমন্যু। [সকলকে প্রণাম]

যুধিষ্ঠির। শ্রীকৃষ্ণ তোমার সহায় হ'ন।

[প্রস্থান।

দ্রৌপদী। পিতার যোগ্য পুত্র বলে পরিচিত হও।

[প্রস্থান।

সুভদ্রা। ধর্ম্ম তোমার বর্ম্ম হক। এস।

[অভিমন্যুর হাত ধরিয়া প্রস্থান।

উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা। অভি,—অভি,—কোথায় গেল বল দেখি? কখন পালঙ্ক ছেড়ে উঠে এসেছে, আর সাড়াও নেই, শব্দও নেই। জানে আমি না দেখে থাকতে পারি না,—কিছুতেই সে কথা বুঝবে না?

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণবের প্রবেশ।

বৈষ্ণব।　　　　　　　　**গীত।**

রাধারাণি গো, গোকুল ছেড়ে যায় কি শ্যামরায়।
রথের চাকা ধর্‌গে টেনে, অশ্রুসাগর ঢাল্‌গে পায়।
কানু ব্রজের মাণিক রতন, নর নারীর পরাণের ধন
আঁধার হবে ব্রজপুরী যায় যদি সে মথুরায়
মোহন-বেণু বাজবে নারে, গোপীরা আর সাজবে নারে,
একলা কানু অতুল নিধি ভরা ব্রজের প্রাণ জুড়ায়।

উত্তরা। আর গেয়ো না ঠাকুর। মনটা হাহাকার করে উঠছে। মার কাছে যাও, ভিক্ষে দেবেন।

বৈষ্ণব। বউমা, তোমার হাতে যে নোয়া দেখেছিলাম, আজ ত দেখতে পাচ্ছি না।

উত্তরা। নোয়া একজনকে দিয়ে দিয়েছি।

বৈষ্ণব। এ তুমি করেছ কি বউমা? হাতের নোয়া কি খুলতে আছে? আহা-হা, দেখে কেমন মা দুর্গার মত মনে হচ্ছিল; আজ মনে হচ্ছে—

উত্তরা। কি মনে হচ্ছে?

বৈষ্ণব। মূর্ত্তিমতী অলক্ষ্মী।

[প্রস্থান।

উত্তরা। সবাই বলছে হাতের নোয়া খুলতে নেই। পিসীমা কপালে করাঘাত করে বললেন,—"শিবের দেওয়া লৌহবলয় তোকে দিয়েছিলাম। এ বলয় যে পরে, তার বৈধব্য হয় না।" কি করলাম, কে এসে প্রতারণা করে নিয়ে গেল? কেন এ দুর্ম্মতি হল?

সেনাপতির বেশে অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভিমন্যু। উত্তরা,—

উত্তরা। ওমা, একি বেশ তোমার?

অভিমন্যু। আনন্দ কর উত্তরা, আনন্দ কর। আর আমি অভি নই, মুখপোড়া লক্ষ্মীছাড়া হনুমান নই। আমি আজ পাণ্ডব-বাহিনীর সেনাপতি।

উত্তরা। কেন বাজে বকছ? বাবা থাকতে তুমি হবে সেনাপতি? দূর মিথ্যুক।

অভিমন্যু। বাবা যে নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছেন, সে কথাটা এর মধ্যেই ভুলে গেছ?

উত্তরা। বাবা না থাকেন, মধ্যম পাণ্ডব ত আছেন।

অভিমন্যু। থাকলে কি হবে? গুরু দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ রচনা করে যুদ্ধ করতে নেমেছেন। চক্রব্যূহে প্রবেশ করার কৌশল শুধু বাবা জানেন, আর আমি জানি। বাবা নেই, অতএব আমিই আজ সেনাপতি।

উত্তরা। কি ব্যূহ বললে?

অভিমন্যু। চক্রব্যূহ।

উত্তরা। চক্রব্যূহ কার ছেলে? অশ্বত্থামার বুঝি?

অভিমন্যু। তোমার মাথা। চক্রব্যূহ হচ্ছে সৈন্য সাজাবার এক অদ্ভুত পদ্ধতি।

উত্তরা। পদ্ধতিটা কি রকম?

অভিমন্যু। সে এক ভয়ানক কৌশল। প্রবেশের কৌশল যারা জানে না, তারা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দেখে আর মরে। বুঝলে?

উত্তরা। ছাই বুঝেছি।

অভিমন্যু। তোমার মাথায় গোবর।

উত্তরা। তুমি বোঝাতে পার না, আর দোষ হল আমার?

অভিমন্যু। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বোঝাব। এখন চললুম।

উত্তরা। দাঁড়াও, দাঁড়াও। চললুম বললেই হল? দাঁড়াও, ভাল করে একটু দেখি।

অভিমন্যু। উত্তরা!

উত্তরা। কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে, সে কথা তোমায় কি করে বোঝাব? মনে হচ্ছে, আকাশের চাঁদ যেন মাটিতে নেমে এসেছে। এত বড় গৌরবের আসন পেয়েছ তুমি, আনন্দে আমার বুক ভরে যাবার কথা। তবু চোখে জল আসছে কেন? কেন তোমায় ছেড়ে দিতে প্রাণ চাইছে না অভি? মনে হচ্ছে, আর বুঝি তোমায়—না না, এ আমি কি ভাবছি? আচ্ছা, এসো তুমি। তোমাকে নিয়ে আমার কত গর্ব্ব! সে গর্ব্বের প্রাসাদ যেন ধূলিসাৎ না হয়। জয়ী হয়ে ফিরে এস।

অভিমন্যু। চোখের জল মুছে ফেল। ভাল করে মালা গেঁথে রাখ, আমি সন্ধ্যাবেলা এসে পরব। কেমন? আসি তবে? মুখের দিকে চেয়ে রইলে কেন? দেখে দেখে সাধ কি মেটে না?

উত্তরা। **গীত।**

যত দেখি, ততই ভাবি, কিছুই দেখা হল না!
একি ফাঁদে তুমি প্রিয় বেঁধেছ হায় বলনা।
কত চাঁদের সুধা দিয়ে ও মুখখানি মাখা,
না জানি সে কেমন গুণী, ও দেহ যার আঁকা;
কত জনম আরাধনায় ঠাঁই মিলেছে ও রাঙা পায়,
ধন্য হত পেলে বুঝি স্বর্গলোকের ললনা।

সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভদ্রা। গোবিন্দের নির্ম্মাল্য নাও অভি। মনে রেখো তিনি যন্ত্র, আমরা শুধু যন্ত্রী। যাও বাবা, পিতার মত স্মরণীয় হও, বরণীয় হও; পাণ্ডবকুলের মুখোজ্জ্বল কর; লোকে যেন আমায় দেখিয়ে বলে,—"ওই অভিমন্যুর মা।"

অভিমন্যু। কেন মা তুমি এত কথা বলছ? কখনও ত এমন করে বল নি।

সুভদ্রা। সেনাপতির মা আমি, আনন্দে আমার কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠেছে।

অভিমন্যু। আসি মা তবে। আবার দেখা হবে দিনের শেষে।

[প্রস্থান।

উত্তরা। মা, মা,—ওকে ফেরাও, ওকে ফেরাও।

সুভদ্রা। কে কাকে ফেরাবে মা? ক্ষত্রিয় সন্তান যুদ্ধে যাবে না? শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ কর। তিনি যে বলেছেন শোন নি?

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

[উত্তরা সহ প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রণস্থল।

যুধ্যমান দ্রোণাচার্য্য ও অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভিমন্যু। শিবিরে ফিরে যান আচার্য্য। আপনার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত। আপনাকে বধ করে আমি পিতৃগুরু বধের কলঙ্ক নিতে চাই না।

দ্রোণাচার্য্য। কে তুমি বালক? তুমি কি মানুষ না কালান্তক যম? একটা বালকের বাহুতে এত শক্তি। এ যে অর্জ্জুনের চেয়ে ভয়ঙ্কর! আমার যদি সহস্র রসনা থাকত, তাই দিয়ে তারস্বরে ঘোষণা করে যেতাম, তুমি জয়ী, তুমি জয়ী।

[প্রস্থান।

অভিমন্যু। কর্ণ দেখেছি, অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্যকে দেখলাম। আর কে আছে, এগিয়ে এস।

দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশাসন। যম তোমায় স্মরণ করেছে বালক।

অভিমন্যু। কে? কুলগৌরব পিতৃব্য দুঃশাসন? কোন্ হাত দিয়ে আপনি বড়মার কেশাকর্ষণ করেছিলেন? আমি সে হাতখানা ছেদন করব।

দুঃশাসন। তার আগে তোকেই আমি যমালয়ে পাঠাব।

অভিমন্যু। আপনি আগে পথ দেখিয়ে চলুন, আমি যাব আপনার পেছনে। [উভয়ের যুদ্ধ, দুঃশাসনের পলায়ন] চমৎকার! চমৎকার কৌরব রক্ষিগণ।

[প্রস্থান।

শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। বা বা বা, সিংহের বাচ্চা সিংহ! একে একে ছটা রথীকে কুকুরমারা করে তাড়িয়ে দিলে, তবু নিজের গায়ে তলোয়ারের আঁচড়টি লাগল না। দ্রোণাচার্য্যের সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ধারা ছুটছে, কর্ণ প্রায় মূর্চ্ছিত, দুঃশাসন বাবাজি প্রাণপণে রক্ত বমি কচ্ছে, দুর্য্যোধন কাছেই এগুতে পারে নি, কৃপাচার্য্যের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে, অশ্বত্থামা আছে কি নেই, ভগবান্ জানেন। সাবাস অভিমন্যু, সাবাস। তেত্রিশ কোটি দেবতা তোর মাথায় পুষ্পবৃষ্টি কচ্ছে। তা করুক। কিন্তু তুমি না মরলে ত চলবে না যাদু। এ শ্রীকৃষ্ণের অব্যক্ত বিধান, তোমার প্রাণটা আহুতি না দিলে কৌরবমেধযজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে না।

যুযুৎসুর প্রবেশ।

যুযুৎসু। ও মামা, তুমি এখানে! আমি যে তোমাকে খুঁজে খুঁজে সারা হয়ে গেলুম।

শকুনি। কেন বাবাজি? আমার মত সামান্য লোকের কাছে তোমার কি প্রয়োজন?

যুযুৎসু। সত্যি করে বল দেখি, উলূককে কে মেরেছে?

শকুনি। কেন, তুমি শোন নি? উলূককে মেরেছে অভিমন্যু।

যুযুৎসু। না; সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করে অভিমন্যু তোমার পুত্রকে হত্যা করে গেল, আর তুমি দু চোখ ছানাবড়া করে চেয়ে চেয়ে দেখলে, এ কখনও হতে পারে না। সিংহ কখনও পা টিপে টিপে শেয়ালের গর্ত্তে ঢোকে না। তা ছাড়া একটা মূষিককে হত্যা করে হাত কলঙ্কিত করবে, এত ছোট অভিমন্যু নয়।

শকুনি। আমি নিজের চোখে দেখলুম, আর তুমি বলছ সে হত্যা করে নি?

যুযুৎসু। তোমার চোখ ত অনেক দৃশ্যই দেখে যা সত্যি নয়।

শকুনি। তাহলে কি অভিমন্যুর ছদ্মবেশে তুমিই তাকে হত্যা করেছ?

যুযুৎসু। ন্যাকামি করো না মামা। উলূককে হত্যা করেছ তুমি।

শকুনি। হতভাগা বলে কি? আমার ছেলের প্রাণ নেব আমি!

যুযুৎসু। তোমার আবার ছেলে! সংসারে তোমার আপন বলতে কেউ নেই। স্নেহ মমতা দয়া ধর্ম্ম সবই তুমি বিসর্জ্জন দিয়েছ। তোমার শুধু এক চিন্তা, কেমন করে কৌরব বংশটাকে ধ্বংস করবে।

শকুনি। যা বলেছ বাবাজি।

যুযুৎসু। এরই জন্যে তুমি কপট পাশা খেলায় পাণ্ডবদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছ।

শকুনি। পাণ্ডবদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে যে কৌরব ধ্বংস হয়, এ গুহ্য তত্ত্ব আমার জানা ছিল না।

যুযুৎসু। জানা সবই ছিল। হতভাগ্য দুর্য্যোধন তোমাকে বুঝতে পারে নি, কিন্তু আমি বুঝেছি, তবে বড় দেরী হয়ে গেল।

তুমি পাণ্ডবদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়েছ শুধু আমাদের বিরুদ্ধে তাদের জ্বালিয়ে তোলবার জন্যে। ভীমসেন যখন দুঃশাসনের রক্তপানের প্রতিজ্ঞা করেছিল, দুর্যোধনের উরু-ভঙ্গের শপথ করেছিল, আমি তখন তোমার মুখে হাসি দেখেছিলাম মাতুল।

শকুনি। হাসি নয় বাবা, কান্না। ওঃ—

যুযুৎসু। তখন সে হাসির অর্থ বুঝি নি, উলূকের মৃত্যুতে আমার সব পরিষ্কার হয়ে গেছে।

শকুনি। তোমার মগজে যে এত ঘি আছে, তা জানতুম না। ধর আমার ছেলেকে আমি হত্যাই করেছি। তাতে তোমার কি বাপধন?

যুযুৎসু। কিছুই না। তোমার পাঁঠা তুমি ল্যাজের দিকে কাট, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। আর এমন পাঁঠা না থাকাই ভাল। কিন্তু এত উলূকের হত্যা নয়, অভিমন্যুর মৃত্যুর আয়োজন।

শকুনি। কারণ উলূকের শোকে অভিমন্যু বুক ফেটে মরবে! হেঃ হেঃ হেঃ।

যুযুৎসু। যদি অভয় দাও ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। উত্তরার লৌহবলয়টি কোথায় রেখেছ?

শকুনি। লৌহবলয়! সে আবার কি জিনিষ?

যুযুৎসু। তোমার বাপের পিণ্ডি, বুঝতে পাচ্ছ না। উলূকের হাতে যে লৌহবলয় ছিল, সে তা উত্তরাকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল, তাই তুমি তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে লৌহবলয় আত্মসাৎ করেছ।

শকুনি। যাও যাও, উন্মাদের প্রলাপ শোনবার আমার সময় নেই। উত্তরা লৌহবলয় পরুক কি পারিজাতহার গলায় দিক, তাতে আমার কি মূর্খ?

যুযুৎসু। মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই মামা। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় তোমার সাধ মেটে নি, ভীমসেনের প্রতিজ্ঞায়ও তোমার প্রাণ শীতল হয় নি; ভাবপ্রবণ ধনঞ্জয়কে তুমি জ্বালিয়ে তুলতে চাও। তার জন্য অভিমন্যুর মৃত্যু চাই!

শকুনি। এত বড় শত্রুর মৃত্যু না চায় কে?

যুযুৎসু। আমি চাই না। কৌরবকুল নিঃশেষ হয় হক, তবু মা উত্তরার মুখের হাসি অক্ষুণ্ণ থাক। দাও মাতুল, বলয় ফিরিয়ে দাও। দাও বলছি, নইলে আমি তোমাকে এখনি যমালয়ে পাঠাব। [শকুনির হস্তধারণ]

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

শকুনি। না না, এ আমি পারব না যুযুৎসু। প্রাণাধিক দুর্য্যোধনকে আমি পানীয়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিতে পারব না, কর্ণের একঘ্নী বাণ চুরি করে এনে আমি অভিমন্যুর হাতে তুলে দিতে পারব না।

যুযুৎসু। এ তুমি কি বলছ মাতুল?

শকুনি। সত্য কথাই বলছি। তুমি বৈমাত্রের ভাই, তুমি বৈশ্যানীর পুত্র, দুর্য্যোধনের উপর তোমার মমতা না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে। সে আমার পুত্রাধিক প্রিয় ভাগিনেয়।

যুযুৎসু। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি—

শকুনি। আমিও অবাক হয়েছি তোমার কথা শুনে। এমন স্নেহের ভাই, এমন দয়ালু আশ্রয়দাতার সর্ব্বনাশ যে করতে চায়, তার মুখদর্শন আমি করব না।

যুযুৎসু। মাতুল!

শকুনি। ওরে বিশ্বাসঘাতক, ওরে লম্পট, দুর্য্যোধনের চেয়ে দুঃশলা কি তোর এতই বেশী আপনার? তার কথায় তুই—ছি ছি ছি, ওরে কুলাঙ্গার সে যে তোর ভগ্নী। দূর দূর, মাকাল গাছে কখনও আম ফলে না। [প্রস্থানোদ্যোগ ; দুর্য্যোধনের সহিত দেহের ঠোকাঠুকি] একি! রাজা! ছি ছি ছি—

যুযুৎসু। দাদা, তুমি!

শকুনি। পালা মূর্খ, ওরে পালা। এ দাদা নয়, সাক্ষাৎ যম। [প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। যুযুৎসু! সহোদর ভাইদের আমি তত বিশ্বাস করি নি, যত বিশ্বাস করেছিলাম তোমাকে। বার বার তুমি আমার আদেশ লঙ্ঘন করে পাণ্ডব শিবিরে গিয়েছ। আমি তোমার ঔদ্ধত্যের জন্য দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু তোমার উদারতার জন্য আনন্দও পেয়েছি। সময় সময় এই ভেবে মনটা শান্তিতে ভরে উঠ্ত, আমরা একশো ভাই যা পারি নি, তুমি একা আমাদের সেই কর্ত্তব্যই পালন করেছ। সে কি সবই ভুল, এই তোমার স্বরূপ!

যুযুৎসু। কি স্বরূপ দাদা?

দুর্য্যোধন। তুমি আমাকে হত্যা করে সিংহাসন লাভ করতে চাও? পাণ্ডব শিবিরে গিয়ে দু জনে বুঝি এই পরামর্শই নিয়ে এসেছ? ইন্দ্রপ্রস্থ নেবে যুধিষ্ঠির, আর হস্তিনাপুর নেবে তুমি!

যুযুৎসু। হস্তিনাপুর তোমার কাছে স্বর্গধাম হতে পারে, আমার কাছে নয়। যে সিংহাসনে বসে তুমি পাঞ্চালীকে উরু দেখিয়েছ, সে অভিশপ্ত সিংহাসন মুঠোর মধ্যে পেলেও আমি পদাঘাত করে সরিয়ে দেব।

দুর্য্যোধন। মাতুল তবে কি বলে গেল?

যুযুৎসু। সে কথা মাতুল জানে, আর তুমি জান।

দুর্য্যোধন। আমি জানি?

যুযুৎসু। বোধ হয় তাই। আমাকে আর তুমি সহ্য করতে পাচ্ছ না, তাই আমার মুখে কলঙ্কের কালী মাখিয়ে দিয়ে তুমি আমাকে সরিয়ে দিতে চাও।

দুর্য্যোধন। তুমি মিথ্যাবাদী।

যুযুৎসু। আমাকে মিথ্যাবাদী বলবার উপযুক্ত পাত্র তুমিই বটে। পাণ্ডবেরা বনবাসে যাবার আগে তুমি তাদের যা বলেছিলে, রেখেছিলে সে কথা? নিজের নীচ মন দিয়ে আমার বিচার করো না।

দুর্য্যোধন। নীচ মন আমার! কেন তুমি দুঃশলাকে নিয়ে পাণ্ডব শিবিরে গিয়েছিলে?

যুযুৎসু। আমার ইচ্ছা।

দুর্য্যোধন। আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব।

যুযুৎসু। কেন? বৈশ্যানীপুত্র বলে? ভয় নেই মহারাজ দুর্য্যোধন। কৌরবদের মহাপাপের প্রথম বলি হব আমি। আশৈশব তোমার অন্ন কণ্ঠায় কণ্ঠায় গ্রহণ করেছি। দেহটা ধারণ করতে আমার ঘৃণা হচ্ছে। তোমার পবিত্র তরবারিতে ভ্রাতৃহত্যার কলঙ্ক মাখাতে হবে না। তোমারই জন্য যুদ্ধ করে আমি মরব, প্রমাণ করে যাব যে তোমার মত মিথ্যাবাদীও আমি নই, বিশ্বাসঘাতকও নই।

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। দয়া মায়া স্নেহ ভালবাসা সব মিথ্যা কথা। জোর করে পরকে ভাই করা যায় না। তা যদি হত, যুধিষ্ঠির মাথা নত করে আমার দোরে এসে করুণা ভিক্ষা কর ত, কুরুক্ষেত্র মহাসমরে এমনি করে রক্তের বন্যা বয়ে যেত না। কিছুই তাকে

অদেয় ছিল না আমার। এরা শুধু বাইরের কাঠিন্যটাই দেখলে, অন্তরের ফল্গুধারা দেখলে না।

দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশাসন। দাদা, তুমি এখানে! এদিকে যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।

দুর্য্যোধন। হবেই ত। শত্রুর বীরত্ব দেখে সেনাপতির মুখ যদি হাসিতে ভরে ওঠে, বীরাগ্রগণ্য কর্ণ যদি ধনুর্ব্বাণ হাতে নিয়ে বিস্ময়ে নিশ্চল হয়ে থাকেন, অশ্বত্থামা যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসেন, কৃপাচার্য্য যদি ত্রাহি রবে আর্ত্তনাদ করেন, কে তবে রোধ করবে কৌরবের সর্ব্বনাশ?

দুঃশাসন। তবে কি এমনি করেই একটা বালকের কাছে আমরা পরাজয় বরণ করব? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কি আজই অবসান হবে? কথাটা ভাবতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না?

দুর্য্যোধন। লজ্জাও হচ্ছে, আনন্দও হচ্ছে।

দুঃশাসন। আনন্দ হচ্ছে?

দুর্য্যোধন। তোমার হচ্ছে না? এতগুলো রথী যার হাতে পর্য্যুদস্ত, সে যে আমাদেরই জ্ঞাতি, ভ্রাতুষ্পুত্র।

দুঃশাসন। তবে আর কি? ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডেকে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দাও। ধিক্ তোমাকে। কৌরব শিবিরে হাহাকার উঠেছে, আর তুমি জ্ঞাতির গৌরবে আত্মহারা! কিসের জ্ঞাতি! বৈমাত্রেয় ভাই যেখানে ভাই হল না—

দুর্য্যোধন। দুঃশাসন! আঃ, তুমি বড় নিষ্ঠুর দুঃশাসন। যত আমি ভুলতে চাই, ততই তুমি স্মরণ করিয়ে দাও। শকুনি আর

তুমি যদি আমার পাশে না থাকতে, হয়ত আমি এত দুর্ব্বার হতে পারতুম না। তুমি ঠিকই বলেছ। যুযুৎসু যখন আপনার হল না, তখন সব শত্রু।

দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ।

দ্রোণাচার্য্য। দুর্য্যোধন!

দুর্য্যোধন। কি আচার্য্য?

দ্রোণাচার্য্য। চক্রব্যূহ ভেঙ্গে যাচ্ছে দুর্য্যোধন। সৈন্যগণ পালিয়ে যাবার জন্য সুযোগ খুঁজছে।

দুঃশাসন। আপনি নিজেও ত পা তুলে আছেন।

দ্রোণাচার্য্য। তুমি চিরদিনই সত্যবাদী।

দুঃশাসন। কৌরবের সেনাপতি আপনি, পাণ্ডবের বীরত্ব দেখে আপনার মুখে এত হাসি কেন আচার্য্য?

দ্রোণাচার্য্য। হাসির এমন উপলক্ষ্য আর পাই নি বলে। বালকের এ অপরিসীম বীরত্ব দেখে যার মুখ বিষাদে ভরে যায়, সে মানুষ নয়, পশু।

দুঃশাসন। আচার্য্য!

দ্রোণাচার্য্য। চুপ। আমি রাজার সেনাপতি, রাজভ্রাতার নই।

দুর্য্যোধন। কলহ নয় আচার্য্য, অন্তর্বিরোধের সময় এ নয়। বলুন, এ সঙ্কটে কেমন করে আমি উদ্ধার পাব?

শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। সহজ উপায় ত পড়ে আছে বাবা।

সকলে। কি উপায়?

শকুনি। সপ্তরথী একসঙ্গে অভিমন্যুকে আক্রমণ কর।

দ্রোণাচার্য্য। স্তব্ধ হও সৌবল। এত বড় কথা বলতে তোমার সাহস হল?

শকুনি। সাহস আমার বরাবরই আছে। আর যখন উপায় নেই, তখন এই একমাত্র পথ। গ্রহণ কর বাঁচবে, না হয় মরবে।

দ্রোণাচার্য্য। মরতে ত একদিন হবেই। না হয় আজই মরব।

দুঃশাসন। মরতে আমার আপত্তি আছে।

শকুনি। আমারও আছে। কি রাজা, তুমি যে পাথর হয়ে গেলে!

দুর্য্যোধন। এ যে আমার কল্পনায়ও আসে নি মাতুল। সপ্তরথী একসঙ্গে আক্রমণ করবে একটা বালককে! এ যে ক্ষত্রিয় সমাজে আর কখনও হয় নি।

দুঃশাসন। ক্ষত্রিয় রথীদের এমন লাঞ্ছনাও আর কখনও হয় নি।

শকুনি। অভিমন্যুও এর আগে আর জন্মায় নি।

দুর্য্যোধন। আচার্য্য!

দ্রোণাচার্য্য। না না, এ অধর্ম্ম আমি করতে পারব না।

শকুনি। কি যেন কথাটা দুঃশাসন? বিষ নেই, তার কুলোপানা চক্র! অন্নদাতার সর্ব্বনাশ চেয়ে চেয়ে আমরা দেখব, তাতে অধর্ম্ম হবে না। যত অধর্ম্ম হবে ছলে বলে শত্রু নিপাত করলে। তুমি আদেশ দাও বাবা, যে ধার্ম্মিক সে না-ই রাখলে, আমাদের মত পাপীরা ত রাখবে। কি বল দুঃশাসন?

দুঃশাসন। সত্য মাতুল। দাদা,—

দুর্য্যোধন। কিসের জাতি! কিসের ধর্ম্ম! নরকে যখন নেমেছি, আরও নামব, দেখি নরকের তলায় মণি মুক্তো আছে কি না। আচার্য্য, রাজা দুর্য্যোধনের আদেশ, কর্ণ অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য, আর

আমরা চারজন এই মুহূর্ত্তে একসঙ্গে অভিমন্যুকে আক্রমণ করব। মনুষ্যত্ব রসাতলে যাক, ধর্ম্ম বিবরে লুকিয়ে থাক। মহামানী দুর্য্যোধনের মানরক্ষা হক। [প্রস্থান।

দুঃশাসন। চলে আসুন আচার্য্য ; ভাবছেন কি? প্রতিপালকের আদেশ পালন করাও ধর্ম্ম। [প্রস্থান।

শকুনি। হেঃ হেঃ হেঃ। [প্রস্থান।

দ্রোণাচার্য্য। ভীষ্মদেব, ইচ্ছামৃত্যু তুমি, কেন শরশয্যায় শুয়ে আছ? তুমি বধির হও, এ কলঙ্ক কাহিনী যেন তোমায় কাণে শুনতে না হয়। না না, এ হতে পারে না, কিছুতেই হতে পারে না। আমি মরব, তবু এমন অধর্ম্ম করব না? [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চক্রব্যূহ।

অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভিমন্যু। ছি ছি ছি, সাত সাতটা রথী, একে একে সবাই রণে ভঙ্গ দিলে? মহামানী দুর্য্যোধন, এই বীরত্ব নিয়ে তুমি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হতে চাও? আচার্য্য দ্রোণ, কৌরব পাণ্ডবের অস্ত্রগুরু তুমি—একটা বালকের হাতে পরাজিত! কৌরব সৈন্য রণে ভঙ্গ দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে চক্রব্যূহ ভেঙ্গে ছড়িয়ে যাবে। যাই, শিবিরে ফিরে যাই, কৌরব শিবিরে অভিমন্যুর প্রতিপক্ষ কেউ নেই।

দুঃশলার প্রবেশ।

দুঃশলা। অভিমন্যু, অভিমন্যু,—

অভিমন্যু। এ কি, পিসীমা! তুমি রণক্ষেত্রে কেন? যুদ্ধ করতে এসেছ? কৌরবরাজ কি শেষে ভগ্নীকে যুদ্ধ করতে পাঠালেন? আমার গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে পারবে তুমি পিসীমা?

দুঃশলা। কেন পারব না নির্ব্বোধ বালক? আমি যে দুর্য্যোধনের ভগ্নী।

অভিমন্যু। না পিসীমা, তুমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভগ্নী, কৌরবদের কেউ নও। মহাসতী গান্ধারীর সমস্ত পুণ্য মূর্ত্তি ধরে এসেছে তোমার মধ্যে। কেন এখানে এলে পিসীমা? আমাকে আশীর্ব্বাদ করতে? আমার জয়ধ্বনি দিতে? যাও যাও, তোমার ভাইয়েরা দেখতে পেলে তোমায় গলা টিপে মারবে।

দুঃশলা। জয়ধ্বনি দিতে আমি আসি নি বোকা ছেলে। আমি এসেছি তোকে সাবধান করতে। তুই পালা বাবা, তুই পালা।

অভিমন্যু। কেন? পালাব কেন?

দুঃশলা। ওরা সাতজন রথী একসঙ্গে ছুটে আসছে তোকে আক্রমণ করতে।

অভিমন্যু। তুমি বোধ হয় দিবা স্বপ্ন দেখে উঠে আসছ পিসীমা।

দুঃশলা। ওরে না না, এ স্বপ্ন নয়, সত্য।

অভিমন্যু। তুমি নিজের চোখে দেখে এসেছ?

দুঃশলা। না না, যুযুৎসু আমায় বললে।

অভিমন্যু। হয় তুমি ভুল শুনেছ, না হয় তিনি ভুল দেখেছেন। তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন, ওরা যে ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের রণনীতিতে এ অধর্ম্ম নেই।

দুঃশলা। ক্ষত্রিয়ের রণনীতিতে কি কপট পাশা খেলা ছিল, পাশা খেলায় ভ্রাতৃবধূকে পণ রাখা ছিল, জতুগৃহে পঞ্চ পাণ্ডবকে পুড়িয়ে মারার বিধান ছিল? নীতির কথা বলিস নে অভি। এরা চোর, এরা দস্যু, এরা স্বার্থপর, এদের শাস্ত্রে ছলে বলে কৌশলে শত্রু নিপাত করাই শুধু লেখা আছে, তার মধ্যে ধর্ম্ম দয়া মায়া কিছুই নেই। পালা বাবা পালা।

অভিমন্যু। তোমার কথাই যদি সত্য হয়, তবু পালাতে আমি পারব না পিসীমা। আমি ক্ষত্রিয়, মহাবীর ধনঞ্জয়ের পুত্র,—রণস্থল থেকে পালিয়ে যেতে জানি না।

দুঃশলা। অভি,—

অভিমন্যু। কোথায় পালাব পিসীমা? পালাবার পথ আমার জানা নেই। আর কেনই বা পালাব? আমার যুদ্ধের কাহিনী ত শুনেছ। সাতজন কেন, সাতশো রথীর সমবেত আক্রমণকেও আমি ভয় করি না।

দুঃশলা। কথা শোন্ অভি, কথা শোন্। আমার বেদনা তোকে বোঝাতে পাচ্ছি না।

অভিমন্যু। তুমি বোঝাতে না পারলেও আমি বুঝে নিয়েছি পিসীমা! ভয় কি তোমার? একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যাও। সেই হবে আমার অক্ষয় কবচ। [পদধূলি গ্রহণ]

দুঃশলা। ভীমসেন কই? নকুল সহদেব কই? তাদের বুঝি দোর ছেড়ে দেয় নি? আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি। অভিমন্যু, নারায়ণকে ডাক, নারায়ণকে ডাক। নারায়ণ, রক্ষা কর নারায়ণ।

[প্রস্থান।

অভিমন্যু। যুদ্ধ থেকে যখন শিবিরে ফিরে যাব, উত্তরা আনন্দে

করতালি দেবে, মায়েরা পুষ্পবৃষ্টি করবেন, ধর্ম্মরাজের মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠবে। পিতা আমাকে এখনও শিশু বলে মনে করেন। তাঁকে আমি আজ দেখিয়ে দেব, আমি শিশু হলেও দুরন্ত সিংহশিশু।

যুযুৎসুর প্রবেশ।

যুযুৎসু। যা যা। সিংহশিশু! শিষ্যের ছেলে বলে দ্রোণাচার্য্যের মমতা হয়েছিল,—

অভিমন্যু। কি?

যুযুৎসু। কর্ণ রূপ দেখে ভুলেছিল,—

অভিমন্যু। মিথ্যা কথা।

যুযুৎসু। দুর্য্যোধনের জ্ঞাতিস্নেহ উথলে উঠেছিল, শকুনি পুত্র-শোকে উন্মাদ,—

অভিমন্যু। কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা অব্রাহ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন না, দুঃশাসন বৃকোদরের ভয়ে কম্পমান,—

যুযুৎসু। তাই তুই জয়ী আর আমরা পরাজিত। আয়, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবি আয়।

অভিমন্যু। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব?

যুযুৎসু। কেন, ঘেন্না হচ্ছে?

অভিমন্যু। না না, কিন্তু তুমি যুদ্ধ শিখলে কবে?

যুযুৎসু। মাতৃগর্ভে শিখেছি বাবা।

অভিমন্যু। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

যুযুৎসু। দন্ত বিকশিত করছ কেন যাদু? তুমি যদি মাতৃগর্ভে চক্রব্যূহ প্রবেশের কথা শিখতে পার, আমি কি পারি না তরবারি চালনা শিখতে?

অভিমন্যু। ফিরে যাও কাকা, ফিরে যাও। তোমার গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে আমারও বাধবে, আর আমার গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে তুমিও পারবে না।

যুযুৎস্থ। কেন পারব না? আমি ক্ষত্রিয়, আমি পাণ্ডবের চিরশত্রু কৌরব, আমি দুর্য্যোধনের ভাই। আমি সব পারি। আমার শাস্ত্র নেই, ধর্ম্ম নেই, নীতিবোধ নেই,—শুধু আছে এক ধ্যান এক জ্ঞান, ছলে বলে কৌশলে শত্রু নিপাত। আয় অভি, আয়।

অভিমন্যু। কাকা, তোমার চোখ ছল ছল করছে কেন? তুমি কি কাঁদছ?

যুযুৎস্থ। কাঁদব না? আমার হাতে তোর মৃত্যু আমি নখদর্পণে দেখতে পাচ্ছি। শত্রু হয়ে তোকে মারব, জ্ঞাতি হয়ে একটু কাঁদব না।

অভিমন্যু। তাহলে মরতেই তুমি এসেছ? কিছুতেই ফিরবে না? বেশ, মর তবে; আমি আর কি করব? [যুযুৎস্থর পায়ের ধূলা লইল, যুযুৎস্থ তাহার মাথায় হাত দিয়া চুম্বন করিল]

যুযুৎস্থ। পিতার চেয়ে যশস্বী হও।

[উভয়ের যুদ্ধ]

অভিমন্যু। কাকা, ক্ষান্ত হও।

যুযুৎস্থ। না না, ক্ষান্ত হব না। প্রবল ঝড় আসছে। তার আগেই আমি যেতে চাই। ক্ষত্রিয় সমাজের এ গ্লানি আমায় যেন চোখে দেখতে না হয়। আঃ—   [পতন]

অভিমন্যু। কাকা,—

যুযুৎস্থ। দুঃখ করিস না রে। নিজের মৃত্যু দিয়ে আমি কৌরবমেধ যজ্ঞের প্রথম আহুতি দিয়ে গেলাম। যাবার সময় এই কামনা নিয়ে যাচ্ছি, এ কলঙ্কিত বংশ যেন অচিরেই পৃথিবী

থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অভি,—দেখ ত অভি, চক্রব্যূহের মধ্যে কোন ফাঁক আছে কি না। যদি থাকে, তুই চলে যা, এখনি চলে যা। কেউ তোর সাহায্যে আসতে পারবে না বাবা। জয়দ্রথ আজ অপরাজেয়। পালা, তুই পালা।

অভিমন্যু। আমিই তোমাকে মৃত্যু দিলাম কাকা?

যুযুৎসু। না বাবা না, মরার আমার প্রয়োজন ছিল। তুমি শুধু উপলক্ষ্য। ওই এল, প্রলয়ের ঝড় এল। পালিয়ে গেলি না হতভাগা? যাক্, সব যাক্।

অভিমন্যু। সত্যই কি সপ্তরথী একসঙ্গে এগিয়ে আসছে? সাবাস কৌরব রথিগণ, আমি তোমাদের সবাইকে বধ করে পৃথিবীকে ভারমুক্ত করব। জয় গোবিন্দ, জয় গোবিন্দ।

[প্রস্থান।

যুযুৎসু। নারায়ণ, শ্রীমধুসূদন, মুমূর্ষুর চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হও।

গীতকণ্ঠে বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর। **গীত।**

তারি চরণ স্মরণ কর,
ভয় ভাবনা শেষ হয়েছে,
অন্তিমে ডাক গদাধর।
দুঃখ কিসের, আসুক মরণ,
মহাপথের যাত্রি,
কলুষ বিহীন তোর আঁখিতে
নাই রে অমারাত্রি,
নির্ভয়ে তুই যা চলে যা, স্বর্গ হতে এসেছে না'
থাক্ পড়ে থাক পেছনে তোর পাপে ভরা চরাচর।

যুযুৎসু। পিতৃব্য, আমার মাথায় তোমার পা তুলে দাও। আশীর্ব্বাদ কর, আবার যদি আসি, এ নরকে যেন আমায় না আসতে হয়।

বিদুর। পঙ্কের কমল, আমার যদি কোন পুণ্য থাকে, তোমাকে সমর্পণ করছি। আর যেন এই পৃথিবীতে তোমায় আসতে না হয়। চল বাইরে চল। এখনি এখানে নরক থেকে মহাপ্লাবন ছুটে আসবে। এ তুমি দেখতে পারবে না। চল চল্।

[যুযুৎসুকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শিবির।

উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা। মা, মা,—

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। কি উত্তরা? কি হয়েছে মা? কাঁপছ কেন?

উত্তরা। এ কি দেখলুম মা? প্রকাশ্য দিবালোকে এ কি দৃশ্য দেখলুম?

দ্রৌপদী। কি দেখেছ?

উত্তরা। দেখলুম, চন্দ্রলোক থেকে রথ নেমে এসে তোমার ছেলেকে নিয়ে চলে গেল। আমি পেছন থেকে কত ডাকলুম, উত্তর দিলে না। ছুটে ঘরে এলুম। এসে দেখি, একটা অতিকায় মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।

দ্রৌপদী। কেউ আসে নি মা, তুমি ভুল দেখেছ।

উত্তরা। না না ভুল নয়। আমাকে সে স্পষ্ট বললে,—হাতের কঙ্কণ খুলে দে, সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেল্। আমি ভয়ে মূর্চ্ছিত হলুম, জ্ঞান হলে উঠে দেখি, হাতের কঙ্কণ ভেঙ্গে গেছে। মা, মা, কেন এমন হল মা?

দ্রৌপদী। তুমি ভেবো না মা লক্ষ্মি। একটা কঙ্কণ ভেঙ্গেছে, ধর্ম্মরাজ তোমায় দশটা কঙ্কণ গড়িয়ে দেবেন।

উত্তরা। বড়মা, আমায় একটু ছেড়ে দেবে? আমি একবার রণস্থলে যাব।

দ্রৌপদী। রণস্থলে যাবে! তুমি বলছ কি উত্তরা?

উত্তরা। মাগো, তোমার ছেলেকে দেখবার জন্যে আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে। কেবলি মনে হচ্ছে, আর বুঝি তাঁকে দেখতে পাব না।

দ্রৌপদী। ছি ছি ছি, তুমি ক্ষত্রিয়ের মেয়ে, ক্ষত্রিয়ের বউ, এ দুর্ব্বলতা তোমার সাজে না। যাও, মালা গেঁথে রাখ—অভিমন্যু এলে তার গলায় পরিয়ে দেবে না?

উত্তরা। মালা গেঁথেছি মা, কিন্তু যে পরবে, সে আসবে ত? শেয়াল কেন ডাকছে? কাক কেন কা কা করছে? চারদিকে নাই নাই শব্দ শুনছি কেন? কি হল? কার কি হারাল? কে নাই? ওগো, কে নাই?

দ্রৌপদী। কেন প্রলাপ বকছ মা? তুমি কি শোন নি? যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সংবাদ এসেছে,—কৌরব রথীরা সবাই অভিমন্যুর হাতে পরাজিত হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা সে ফিরে এলে সবই শুনতে পাবে।

উত্তরা। সন্ধ্যার দেরী কত? সূর্য্যটা আজ নড়ছে না কেন?

দ্রৌপদী। দেখ দেখি; এ উন্মাদিনীকে নিয়ে আমি এখন কি করি? কতবার আমি বলেছি অভিমন্যুকে যুদ্ধে যেতে দিও না। কেউ আমার কথা শুনলে না। তার রাক্ষসী মা তাকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিলে! কোথায় সুভদ্রা? সে কি আহতের সেবা করে এখনও ফিরে আসে নি?

উত্তরা। আজ ত তিনি রণস্থলে যান নি। সকাল থেকেই ঠাকুরঘরে বসে আছেন। কত ডাকলুম, সাড়াও দিলেন না।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। উত্তরা, অভিমন্যু,—

উত্তরা। এই যে বাবা, তুমি এসেছ?

অর্জ্জুন। হ্যাঁ মা, নারায়ণী সেনাকে ধ্বংস করে আমি ফিরে এসেছি। এখনি আবার গিয়ে পাণ্ডব সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হব। যাবার পথে তোমাদের কথা মনে হল। তাই একবার দেখতে এসেছি। অভিমন্যু কোথায়? অভিমন্যু?

দ্রৌপদী। অভিমন্যুকে এরা যুদ্ধে পাঠিয়েছে ধনঞ্জয়। শুধু তাই নয়, আজ যুদ্ধে অভিমন্যুই পাণ্ডব সেনাপতি।

অর্জ্জুন। অভিমন্যু পাণ্ডব সেনাপতি? বৃকোদর বর্ত্তমানে? এ তুমি বলছ কি পাঞ্চালি?

দ্রৌপদী। ঠিকই বলছি ধনঞ্জয়। আচার্য্য দ্রোণ আজ চক্রব্যূহ রচনা করে যুদ্ধ কচ্ছেন।

অর্জ্জুন। চক্রব্যূহ! তাই ত পাঞ্চালি। চক্রব্যূহে প্রবেশের পথ যে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

উত্তরা। তোমার ছেলে জানে বাবা।

অর্জ্জুন। কই, আমি ত তাকে কখনও সে কৌশল শেখাই নি!

সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভদ্রা। তোমার বোধ হয় মনে আছে, অভিমন্যু যখন গর্ভবাসে, তখন তুমি আমাকে একদিন চক্রব্যূহের কৌশল বুঝিয়েছিলে! অভিমন্যু তাই শুনে ব্যূহ প্রবেশের কৌশল শিক্ষা করেছে।

অর্জ্জুন। এ তুমি কি বলছ সুভদ্রা? এমন শ্রুতিধর অভিমন্যু?

দ্রৌপদী। কিন্তু নির্গমনের কৌশল সে জানে না ধনঞ্জয়।

অর্জ্জুন। কেন? আমি ত সুভদ্রাকে নির্গমনের কৌশলও শিখিয়েছিলাম।

সুভদ্রা। আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তাই অভিমন্যু সে কথা শুনতে পায় নি।

দ্রৌপদী। তুমি যাও ধনঞ্জয়, তুমি যাও, আর একটুও বিলম্ব করো না। অবশ্য ভাবনার কিছু নেই। দ্বিপ্রহরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সংবাদ এসেছিল, কৌরব রথীরা সবাই অভিমন্যুর হাতে পরাজিত হয়ে শিবিরে ফিরে গেছে।

অর্জ্জুন। আচার্য্য দ্রোণ পর্য্যন্ত?

সুভদ্রা। দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা—কেউ তার একটা কেশও বিচ্ছিন্ন করতে পারেন নি। আনন্দ কর, আনন্দ কর, কুরুক্ষেত্র মহাসমরের শ্রেষ্ঠ রথী তুমি নও, ভীষ্মদেব নন, দ্রোণ, কর্ণ নন, শ্রেষ্ঠ রথী তোমারই বালক পুত্র।

অর্জ্জুন। আনন্দে আমার বুক ভরে উঠছে সুভদ্রা। আজ আমার চেয়ে সুখী পৃথিবীতে কেউ নেই। সবই শ্রীকৃষ্ণের করুণা! কর্ণ দর্প করে বলেছে,—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে হয় অর্জ্জুন মরবে, না হয়

কর্ণ মরবে। আমারই জন্য সে একঘ্নী বাণ সযত্নে রক্ষা কচ্ছে। মূর্খ অঙ্গরাজ জানে না, দশটা অর্জ্জুনের শক্তি নিয়ে অভিমন্যু গড়ে উঠেছে, সে তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।

দ্রৌপদী। কিন্তু মধ্যাহ্নের পর আর কোন খবর আসে নি পার্থ। মাঝে মাঝে কৌরবের জয়ধ্বনি ভেসে আসছে। ধর্ম্মরাজের জয়ধ্বনি ত শুনতে পাচ্ছি না।

অর্জ্জুন। পাবে, শুনতে পাবে। যুদ্ধ শেষে লক্ষ লক্ষ পাণ্ডব সৈন্য যখন জয়ধ্বনি দিতে দিতে ফিরে আসবে, তখন তোমরাই কাণে আঙ্গুল দেবে।

উত্তরা। কিন্তু বাবা, চন্দ্রলোক থেকে রথ এল কেন?

অর্জ্জুন। সুধাংশু সুধাভাণ্ড পাঠিয়েছেন পাণ্ডব সেনাপতিকে স্নান করিয়ে দিতে।

উত্তরা। রাক্ষসী তবে আমার কাছে কঙ্কণ চাইলে কেন?

সুভদ্রা। তোমার অক্ষয় কঙ্কণ যে হাতে দেবে, তার স্বামী যে অমর হবে মা। রাক্ষসী তার রাক্ষসের কল্যাণে তোমার করুণা ভিক্ষা করতে এসেছিল।

যুধিষ্ঠির। [নেপথ্যে] পাঞ্চালি, সুভদ্রা, উত্তরা,—

অর্জ্জুন। এ কি! এ যে ধর্ম্মরাজের কণ্ঠস্বর! এমন আর্ত্তস্বরে ডাকছেন কেন? ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মরাজ!

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। এই যে অর্জ্জুন, তুমি এসেছ। তোমার কপিধ্বজ রথ উড়ে আসতে দেখেই আমি দ্রুতগামী রথে ছুটে এসেছি। চল ভাই চল, বিলম্ব করো না।

দ্রৌপদী। কি হয়েছে ধর্ম্মরাজ?

অর্জ্জুন। অচল প্রতিষ্ঠ হিমগিরি কেন আজ এত বিচলিত?

উত্তরা। আপনার সেনাপতির কুশল ত ধর্ম্মরাজ?

যুধিষ্ঠির। ভয় নেই মা, সেনাপতি কুশলেই আছে। তুমি নিশ্চয়ই তার জন্য মালা গেঁথে রেখেছ। যাও নিয়ে এস, আমি মালা নিয়ে যাব।

উত্তরা। আপনি দাঁড়ান ধর্ম্মরাজ, আমি এখনি নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

সুভদ্রা। এইবার বলুন ধর্ম্মরাজ কৌরবেরা কি চক্রান্ত করেছে। অঙ্গরাজ কি একঘ্নী বাণ নিক্ষেপের আয়োজন কচ্ছেন?

যুধিষ্ঠির। একঘ্নী বাণ নয় মা। তারা সপ্তরথী একসঙ্গে অভিমন্যুকে আক্রমণ করবে। শুনেই আমি ছুটে আসছি।

অর্জ্জুন। ধর্ম্মরাজ, আপনি বৃথাই ব্যাকুল হয়েছেন। এ কি কখনও হতে পারে? তারা যে ক্ষত্রিয়! কার কাছে এ মিথ্যা সংবাদ শুনে এলেন?

যুধিষ্ঠির। পিতৃব্য বিদুরের কাছে।

দ্রৌপদী ও অর্জ্জুন। মহাত্মা বিদুর!

অর্জ্জুন। এ তাহলে সত্য। চলুন ধর্ম্মরাজ; আমি এ পৈশাচিকতার সমুচিত উত্তর দেব। তারা কি আক্রমণ করেছে?

যুধিষ্ঠির। এখনও করে নি। আচার্য্য দ্রোণ আর অঙ্গরাজ কর্ণ এখনও সম্মত হন নি বলে বিলম্ব হচ্ছে! কিন্তু তাঁদের আপত্তি ত টিকবে না। হয় ত এতক্ষণে পৈশাচিক যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে!

দ্রৌপদী। বৃকোদর কোথায়?

অর্জ্জুন। নকুল সহদেব?

যুধিষ্ঠির। কেউ চক্রব্যূহে প্রবেশ করতে পারে নি। চক্রব্যূহের দ্বাররক্ষী জয়দ্রথের কাছে আমরা সবাই পুনঃ পুনঃ পরাজিত।

অর্জ্জুন। পদাঘাতে চূর্ণ করব জয়দ্রথের মস্তক আর চক্রব্যূহের দ্বার। আসুন ধর্ম্মরাজ।

উত্তরার মাল্যহস্তে প্রবেশ।

উত্তরা। আমায় সঙ্গে নেবে বাবা? আমি নিজের হাতে তার গলায় মালা পরিয়ে দেব।

অর্জ্জুন। তুমি যাবে! সে যে যুদ্ধক্ষেত্র মা।

উত্তরা। আমি রথে বসে থাকব বাবা। তোমার পেছনে থাকলে একটা শরও আমার গায়ে লাগবে না। যুদ্ধ শেষ হলে তোমার ছেলের গলায় মালা দিয়ে তাকে রথে তুলে আনব। লক্ষ লক্ষ নগরবাসী জয়ধ্বনি দেবে, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করবে, বালক বৃদ্ধ যুবা সবাই আমায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলবে,—"ওই সেনাপতির স্ত্রী।"

অর্জ্জুন। ধর্ম্মরাজ—?

যুধিষ্ঠির। চল মা রাজলক্ষ্মি। এস অর্জ্জুন।

[উত্তরার হাত ধরিয়া প্রস্থান।

অর্জ্জুন। দেখ ত পাঞ্চালি, দেখ ত সুভদ্রা, ও কে? দক্ষিণে বামে উর্দ্ধে নিম্নে ও কার বরাভয় মূর্ত্তি সহস্র কণ্ঠে বলছে,—

সুভদ্রা। ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে,
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

অর্জ্জুন। কে? কৃষ্ণ? তুমি? আবার গীতার পাতা খুলে দিলে কেন কৃষ্ণ? কেন তুমি আবার মুখর হয়ে উঠেছ? চল, আমায় কোথায় নিয়ে যাবে চল, আমি আর প্রশ্ন করব না। [প্রস্থান।

দ্রৌপদী। চোখে চোখে তোদের কি কথা হল সুভদ্রা? আমি ত কিছুই বুঝতে পারলুম না বোন। দেখি তোর চোখ দুটো। এ কি! এক চোখে জল, আর এক চোখে হাসি! কি হয়েছে রে সুভদ্রা?

সুভদ্রা। কিছু হয় নি দিদি। সেনাপতির জয়ধ্বনি দিতে তার স্ত্রী এগিয়ে গেল; আমরা মা, কম্পিত বক্ষে শিবিরে অপেক্ষা করব? তা হয় না। চল আমরাও যাই।

[দ্রৌপদীর হাত ধরিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ব্যূহদ্বার।

[ব্যূহাভ্যন্তর হইতে অভিমন্যুর কাতর কণ্ঠ শোনা যাইতেছিল]

অভিমন্যু। [নেপথ্যে] পিতা, পিতা, নারায়ণ, জ্যেষ্ঠতাত।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। ওই ডাকে অভিমন্যু মোরে।
না জানি কি অঘটন ঘটিয়াছে
চক্রব্যূহ মাঝে। সত্যই কি সপ্তরথী
ঘিরিয়াছে তায়?
দ্রোণাচার্য্য রহিতে জীবিত
হেন পৈশাচিক রণ করিবে কৌরব?
তাই যদি হয়, শত ভ্রাতা কৌরবের সনে
মূলশুদ্ধ উপাড়িব হস্তিনানগর।

অভিমন্যু। [নেপথ্যে] জ্যেষ্ঠতাত, জ্যেষ্ঠতাত,--

ভীম। নাহি ভয় প্রিয়তম,
আমি আছি পশ্চাতে তোমার।

জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়দ্রথ। পথ নাই বৃকোদর।
যমরূপী জয়দ্রথ আছে দ্বারদে.

ভীম। রে লম্পট সিন্ধুরাজ,—
বলহীন ভীরু কাপুরুষ বলি তুমি
বিদিত ভুবনে। নাহি জানি,
কোন দৈবী মায়াবলে শূলী শম্ভু সম
আজি তুমি বলীয়ান।
যমজয়ী গদা মোর ব্যর্থ আজি
কার ছলনায়? বার বার পরাজয়
মূষিকের রণে, এ কলঙ্ক এইবার
রক্তে তব করিব ক্ষালন।

[উভয়ের যুদ্ধ; ভীমের পরাজয়]

জয়দ্রথ। মনে আছে বৃকোদর?
কাম্যবনে একদিন তুমি মোর
করেছিলে চরম লাঞ্ছনা।
সে নিগ্রহ সিন্ধুরাজ ভুলিবে না কভু।

ভীম। হত্যা কর—হত্যা কর মোরে।
জালবদ্ধ সিংহ আমি
শৃগালের বাক্যবান্ পারি না সহিতে।

অভিমন্যু। [নেপথ্যে] কে আছ পাণ্ডব রথী,
ছুটে এস ত্বরা।

ভীম। প্রাণাধিক, শক্তিহীন হতভাগ্য
পাণ্ডবেরা সব। পিতা তোর জানে না এ
বিপদের কথা। বুদ্ধিহীন মোরা
না বুঝে আপন শক্তি
একা তোরে ঠেলে দিনু
মরণের কোলে।
হে আকাশ, বজ্র হানো শিরে,
একা শিশু ব্যূহ মাঝে
মৃত্যু সনে করিছে সংগ্রাম,
আর আমি হেথা দ্বারদেশে
নিশ্চল পাষাণ।
এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল।

জয়দ্রথ। তাই হক মূর্খ বৃকোদর।
নির্য্যাতন তব শেলসম বিঁধে আছে
হৃদয়ে আমার।
প্রায়শ্চিত্ত কর তাব যমালয়ে গিয়া।
[গদাঘাতের উদ্যোগ]

দুঃশলার প্রবেশ।

দুঃশলা। ওগো, কচ্ছ কি তুমি? পালাও, পালাও শীগ্‌গির পালাও, ধনঞ্জয় আসছেন।

ভীম। ধনঞ্জয় আসছে, ধনঞ্জয়? ভয় নেই, ভয় নেই অভি,

তোমার পিতা এসেছে। এস অর্জ্জুন, এস; চক্রব্যূহ ছিন্নভিন্ন কর, সপ্তরথীকে সমুচিত দণ্ড দিই গে চল। মাভৈঃ মাভৈঃ।

[প্রস্থান।

দুঃশলা। মুখের দিকে চেয়ে আছ যে?

জয়দ্রথ। তুমি আবার আমার কাছে কেন দুঃশলা? মরবার কি আর জায়গা ছিল না?

দুঃশলা। তোমার কি আর মরবার জায়গা ছিল না? একা সিংহশিশু শত্রুসেনা বিধ্বস্ত করে শবের পাহাড় নির্ম্মাণ করেছে, তেত্রিশ কোটি দেবতা মহাবিস্ময়ে স্বর্গদ্বার খুলে চেয়ে চেয়ে দেখছে; তোমার কি চোখ নেই? শিশুর এত বড় বীরত্ব দেখেও তোমার প্রবৃত্তি হয় তার মৃত্যু কামনা করতে?

জয়দ্রথ। স্তব্ধ হও দুশ্চারিণি নারি।

দুঃশলা। ধিক তোমাকে কাপুরুষ! ছেলেটাকে সপ্তরথীতে ঘিরে ধরেছে, আর তুমি দ্বারী পাণ্ডবদের পথ রোধ করে বসে আছ? আমার চরম দুর্ভাগ্য যে তোমার মত হিংস্র জল্লাদ আমার স্বামী।

জয়দ্রথ। আমি হিংস্র জল্লাদ বলেই কি তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ?

দুঃশলা। আমি তোমাকে ত্যাগ করেছি, না তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ?

জয়দ্রথ। জোর করে বললেই সত্য মিথ্যা হয়ে যায় না।

দুঃশলা। কথাটা তোমাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি।

জয়দ্রথ। আমি তোমায় হত্যা করব দুশ্চারিণি।

দুঃশলা। আমি যে দুশ্চারিণী নই, এ কথা সবাই জানে। আর তুমি যে লম্পট, এও বিশ্ববাসীর অজানা নেই। জানি না, কত

জন্মের পাপের ফলে আমি তোমার মত স্বামী পেয়েছিলাম। অতি বড় শত্রুর জন্যেও আমি এমন স্বামী কামনা করি না।

জয়দ্রথ। সতীত্বের অপূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তি!

দুঃশলা। লাম্পট্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ!

জয়দ্রথ। দুঃশলা!

দুঃশলা। মহাসতী গান্ধারীর মেয়ে আমি। আমি সতীত্ব শিখব কি তোমার মা বোনের কাছে? ভালবাসায় আমার বুক ভরে আছে। পতিপূজো করতে আমিও শিখেছিলাম। কিন্তু পূজো করব কাকে? তুমি ধরবে আমার মা-বোনের হাত, আর আমি করব তোমায় পূজো? তেমন সতী আমি নই। শিব তোমায় অমর বর দিয়েছেন, আমি তোমায় মৃত্যুবর দিচ্ছি। দেখি কার বর সফল হয়।

[প্রস্থান।

জয়দ্রথ। যেমন ইতর ভাইগুলো, তেমনি দুশ্চরিত্রা ভগ্নী।

অভিমন্যু। [নেপথ্যে] পিতা, পিতা,—

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। ভয় নাই, ভয় নাই অভিমন্যু, আমি এসেছি, আমি এসেছি।

জয়দ্রথ। এগিও না বলছি, মরবে।

অর্জ্জুন। অর্জ্জুন মরবে! কার হাতে?

জয়দ্রথ। আমার হাতে।

অর্জ্জুন। সরে যাও লম্পট; আমার পথ রোধ করলে আমি তোমাকে জীবন্ত সমাধি দেব।

জয়দ্রথ। ভীম দশবার সমাধি দিয়ে গেছে। এবার তুমি এসে সমাধি দাও।

[আক্রমণ, উভয়ের যুদ্ধ, জয়দ্রথের পতন। অর্জ্জুনের পদাঘাত]

অর্জ্জুন। আদরের ভগ্নীপতি তুমি, লোকচক্ষের অগোচরে মৃত্যু তোমায় দেব না। মহোৎসব করে সর্ব্বসমক্ষে তোমার শিরশ্ছেদ করব। একদিন, শুধু একদিন বিশ্রাম করে নাও।

[প্রস্থান।

জয়দ্রথ। আঃ—বুঝি শেষ রক্ষা হল না।

উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা। কোন্‌দিকে পথ, ওগো, কোন্‌দিকে পথ?

জয়দ্রথ। কে তুমি?

উত্তরা। আমি উত্তরা।

জয়দ্রথ। অভিমন্যুর স্ত্রী! আঃ—তোমায় ত আর দেখি নি, তোমার কথা ত আমি একবারও ভাবি নি।

উত্তরা। আপনি কি সিন্ধুরাজ? আমায় পথ বলে দিন।

জয়দ্রথ। কোথায় যাবে মা? এ যে মৃত্যুর গহ্বর!

উত্তরা। তবু আমি যাব। পথ বলে দিন।

জয়দ্রথ। যাও মা, এই পথে যাও। এমন পাষাণ কেউ নেই যে তোমায় বাধা দেবে। একদিন আগে যদি আমার কাছে এসে এমনি করে দাঁড়াতে মা, তাহলে জয়দ্রথ এ মহাপঙ্কে নামত না। ওঃ—দুঃশলা, তোমার অভিশাপ সত্য হক।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়"]

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। রথ থেকে নেমে এলে কেন মা? ফিরে এস।

উত্তরা। মামা, ওরা কৌরবের জয়ধ্বনি দিচ্ছে কেন? জয় হল আমাদের, আর জয়ধ্বনি দিচ্ছে কৌরবেরা?

শ্রীকৃষ্ণ। এ বিজয়ীর জয়ধ্বনি নয় মা, পরাজিতের মরণ-আর্ত্তনাদ! নিভে যাবার আগে প্রদীপ একবার দ্বিগুণ তেজে জ্বলে ওঠে। দেখ মা দেখ, শবের উপর শব, তার উপর শব,—শবের এ মহাপর্ব্বত রচনা করেছে তোমার স্বামী। বীর অভিমন্যুর জয়গানে আজ আকাশ বাতাস মুখরিত। শত্রুরাও সমস্বরে বলছে, এত বড় বীর পৃথিবীতে আর কখনো জন্মায় নি। তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

উত্তরা। আমার কান্না পাচ্ছে মামা। কেন তা বুঝতে পাচ্ছি না।

শ্রীকৃষ্ণ। রথে চল মা। শোকসমুদ্রের এ উত্তাল প্রবাহ তোমায় বিচলিত করেছে।

উত্তরা। মামা,—কে আর্ত্তস্বরে ডাকছিল?

শ্রীকৃষ্ণ। রণস্থলে কত মুমূর্ষু আর্ত্তনাদ করে, কে তার সংবাদ রাখে?

উত্তরা। মামা, তোমার চোখের কোণে জল কেন? মহাযোগি মহামানব, তোমারও আজ যোগাসন টলে উঠেছে?

অভিমন্যু। [নেপথ্যে] পিতা—নারায়ণ,—

শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

উত্তরা। বুঝেছি নারায়ণ। আর রথে যাব না। আমি যাই, আমি যাই। কুমার কুমার,— [প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। কে বুঝবে, নারায়ণ কত ভাগ্যহীন? [প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ব্যূহাভ্যন্তর।

আহত, রক্তাপ্লুত, অবসন্ন অভিমন্যুর
স্খলিত পদে প্রবেশ।

অভিমন্যু। ভাল কীর্ত্তি রাখিলে কৌরব।
লজ্জায় ফিরাবে মুখ বীরের সমাজ,
ঘৃণায় দেবতাকুল দিবে টিটকারি,
ধরণীর ইতিহাসে প্রস্তর ফলকে গাঁথা
রবে এই কথা,—কাপুরুষ কৌরবের পতি।
গোবিন্দ মাতুল যার, পিতা ধনঞ্জয়,
ভীমসেন জ্যেষ্ঠতাত যার,
তার মৃত্যু অসহায় ব্যূহের মাঝারে!
অদৃশ্য নিয়তি, অবোধ বালক সনে
একি পরিহাস?
নারায়ণ নারায়ণ,—

পতনোন্মুখ অভিমন্যুকে সুভদ্রা আসিয়া ধারণ করিলেন,
সঙ্গে সঙ্গে ভীম অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠির আসিলেন।

সকলে। অভি!

অভিমন্যু। বড় দেরী করে এলে! আর একটু আগে

আসতে, ওরা আমায় এমনি করে হত্যা করতে পারত না। উঃ—মা, আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও মা। বড় কষ্ট।

সুভদ্রা। নারায়ণকে ডাক বাবা, সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে। দুঃখ কি তোমার? মানুষ ত মরতেই এসেছে; কিন্তু তোমার মত এমন গৌরবের মৃত্যু কার কবে হয়েছে? আমি রত্নগর্ভা, চোখে আমার জল আসছে না, আনন্দে বুক ভরে উঠছে। মায়ের মুখের হাসি দেখতে দেখতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে থাক বাবা।

ভীম। অভি, আমিই তোর অকালমৃত্যুর কারণ, মৃত্যুতেও এ দুঃখের অবসান হবে না।

অভিমন্যু। প্রতিশোধ নিও, চরম প্রতিশোধ নিও। উত্তরা বড় কাঁদবে, তাকে ভুলিয়ে রেখো।

যুধিষ্ঠির। কারও দোষ নয় অভিমন্যু। সব আমারই দোষ। সব জেনে শুনে আমি তোমায় মৃত্যুর গহ্বরে পাঠিয়েছিলাম। বুঝতে পারি নি যে জয়দ্রথ আজ শিবের বরে বলীয়ান।

অভিমন্যু। ধর্ম্মরাজ, মরণপথযাত্রীকে অপরাধী করবেন না। সবাই আমাকে শেষ আশীর্ব্বাদ করুন। বাবা,—

অর্জ্জুন। পুত্র,—

অভিমন্যু। কাছে এস বাবা, আরও কাছে। তুমি কি কাঁদছ বাবা? কেঁদো না। তুমি ভারতের শ্রেষ্ঠ বীর, তোমার চোখে জল থাকতে নেই।

অর্জ্জুন। ধর্ম্মরাজ, বৃকোদর, যার গাণ্ডীব পলকে পৃথিবী ধ্বংস করতে পারে, তার পুত্রের এই শোচনীয় মৃত্যু ভারতের মহাবিপর্য্যয়ের সূচনা! তোমাদের অনুরোধ যা পারে নি, গীতার অমোঘ মন্ত্র যা পারে নি, অভিমন্যুর এই শোচনীয় পরিণাম সে অসাধ্য সাধন করেছে।

হিমালয় যদি নড়ে, সাগর যদি পাখা মেলে উড়ে যায়, মেদিনী যদি পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তবু আমি আর নিভে যাব না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আজই মহাবোধন। কৌরব সৈন্যের একজনও জীবিত থাকতে আমি গাণ্ডীব ত্যাগ করব না।

যুধিষ্ঠির ও ভীম। ধনঞ্জয়।

অর্জ্জুন। শিবের বরে বলীয়ান হয়ে জয়দ্রথ পাণ্ডবদের ব্যূহ প্রবেশে বাধা দিয়েছে। নইলে সপ্তরথীর সাধ্য ছিল না অভিমন্যুর একটা কেশও বিচ্ছিন্ন করে। আমি শপথ কচ্ছি, শোন তোমরা তেত্রিশ কোটি দেবতা,—কাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে যদি আমি জয়দ্রথকে বধ করতে না পারি, তাহলে আমি তুষানলে প্রাণ বিসর্জ্জন দেব।

[প্রস্থান।

উত্তরা। [নেপথ্যে] কুমার, কুমার,—

যুধিষ্ঠির। উত্তরা আসছে ভীমসেন; দেখো গর্ভবতী মা আমার যেন আত্মহত্যা না করে। [প্রস্থান।

সুভদ্রা ও অভিমন্যু। নারায়ণ, নারায়ণ।

মাল্যহস্তে উত্তরার প্রবেশ। পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণ।

উত্তরা। কই সেনাপতি, তুমি কই? আমি যে মালা গেঁথে এনেছি। ওঠ বীর ওঠ, পঞ্চ পাণ্ডবের নয়নের মণি তুমি, এ ধূলিশয্যা তোমার কেন? ওগো, আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে।

সকলে। উত্তরা!

উত্তরা। পিতৃব্য, তুমি বেঁচে থাকতে আমার সম্পদ্ যমে নিয়ে যায়?

ভীম। আমায় অভিশাপ দে মা, সব অনর্থের মূল তোর এই হতভাগ্য সন্তান।

সুভদ্রা। কে কাকে মারতে পারে মা? আত্মা অবিনশ্বর।

অভিমন্যু। উত্তরা!

উত্তরা। না বুঝে ঝগড়া করেছি, না জেনে দিবানিশি অপরাধ করেছি। তাই কি অভিমানে চলে যাচ্ছ? তুমি ওঠ বীর, আর তোমায় জ্বালাতন করব না। নারায়ণের পা ছুঁয়ে শপথ কচ্ছি, আমি ভাল হব, আমি ভাল হব।

[নারায়ণের পদতলে পতন ও মূর্চ্ছা]

ভীম। গোবিন্দ, এ দেখেও তোমার চোখে জল আসছে না? তুমি কি পাষাণ?

অভিমন্যু। রথ এল, চন্দ্রলোকের রথ এল। ওই রোহিণী সারথি হয়ে রথ চালিয়ে এনেছে। যাই রোহিণি, যাই—

[স্খলিতপদে প্রস্থান।

সকলে। অভি,—

শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।